
মাসুদ রানা
সেবা প্রকাশনী
RIZON
কাজী আনোয়ার হোসেন
প্রেতাত্মা - ১

মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়	গুপ্তহত্যা
ভারত নাট্যম	তিনশত্রু
স্বর্ণমৃগ	অকস্মাৎ সীমান্ত—১ ও ২
দুঃসাহসিক	সতর্ক শয়তান
মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা	নীলছবি—১ ও ২
দুর্গম দুর্গ	প্রবেশ নিষেধ—১ ও ২
শত্রু ভয়ঙ্কর	পাগল বৈজ্ঞানিক
সাগর-সঙ্গম—১ ও ২	এসপিওনাজ—১ ও ২
রানা ! সাবধান !!	লাল পাহাড়
বিস্মরণ	হৃৎকম্পন
রত্নদ্বীপ	প্রতিহিংসা—১ ও ২
নীল আতঙ্ক—১ ও ২	হংকং সম্রাট—১ ও ২
কায়রো	কুউউ !
মৃত্যু-প্রহর	বিদায় রানা—১, ২ ও ৩
গুপ্তচক্র	প্রতিদ্বন্দ্বী—১ ও ২
মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র	আক্রমণ—১ ও ২
রাত্রি অন্ধকার	গ্রাস—১ ও ২
জাল	স্বর্ণতরী—১ ও ২
অটল সিংহাসন	পপি
মৃত্যুর ঠিকানা	জিপসি—১ ও ২
ক্ষ্যাপা নর্তক	আমিই রানা—১ ও ২
শয়তানের দুত	সেই উ সেন—১ ও ২
এখনো ষড়যন্ত্র !	হ্যালো সোহানা—১ ও ২
প্রমাণ কই ?	হাইজ্যাক—১ ও ২
বিপদজনক—১ ও ২	আই লাভ ইউ, ম্যান—১, ২ ও ৩
রক্তের রঙ—১ ও ২	সাগর কন্যা—১ ও ২
অদৃশ্য শত্রু	পালাবে কোথায়—১ ও ২
পিশাচ দ্বীপ	টার্গেট নাইন—১ ও ২
বিদেশী গুপ্তচর—১ ও ২	বিষ নিঃশ্বাস—১ ও ২
ব্ল্যাক স্পাইডার—১ ও২	প্রেতাত্মা-১

সেবা প্রকাশনী

প্রেতাত্মা

১

কাজী আনোয়ার হোসেন

দুই খণ্ডে সমাপ্ত সম্পূর্ণ রোমাঞ্চোপন্যাস

সিরিজের অন্যান্য বই পড়া না থাকলেও ক্ষতি নেই

প্রকাশক ঃ

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেগুনবাগান প্রকাশনী

১১৩, সেগুন বাগান ঢাকা-২

প্রথম প্রকাশ ঃ এপ্রিল, ১৯৮১

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ শাহাদত চৌধুরী

রচনা ঃ বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে

মুদ্রণে ঃ

মোঃ রুহুল আমিন

পলাশ মুদ্রণ

২৪, মোহিনী মোহন দাস লেন,

ঢাকা ১

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

সেগুনবাগান প্রকাশনী

১১৩, সেগুন বাগান ঢাকা-২

দূরালাপনী ঃ ৪০৫৩৩২

জি পি ও বক্স নং ৮৫০

সেবা প্রকাশনী

PRETATMA-1

By Qazi Anwar Husain

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
একা।
বিচিত্র তার জীবন। আশ্চর্য রহস্যময় তার গতিবিধি।
তেমনি কোমলে-কঠোরে মেশানো অদ্ভুত সুন্দর তার অন্তর।
টানে সবাইকে কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ রোমাঞ্চ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।

আসুন, এই দুর্ধর্ষ চির নবীন যুবকটির সাথে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডীবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমী
থেকে এক টানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদেরকে
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই।

।। লেখক ।।

এক

উনিশশো চুয়ান্ন সাল। জানুয়ারী।

কলোরাডো। বাকলী ন্যাভাল এয়ার স্টেশন।

হাড়-কাঁপানো শীতের রাত। হা হা করছে বাতাস। ঝিরঝির তুষার ঝরছে। রানওয়েতে দাঁড়িয়ে রয়েছে ডাইনোসর আকৃতির প্রকাণ্ড বোয়িং সি-নাইনটি-সেভেন স্ট্রাটোক্রুজার। উইং আর ফিউজিলাজে ধবধব করছে তুষারের স্তূপ। ককপিট উইণ্ডশীল্ডের আলোটা পিটপিট করছে, আধিভৌতিক ছায়ার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে ক্রুরা।

মার্কিন নৌবাহিনীর অ্যাডমিরাল জ্যাক ডেনটন স্কটের কামরা। কাঁচ লাগানো জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিমান বাহিনীর মেজর ভ্যান জনসন। তেল ঢালার কাজ শেষ করে ফিরে যাচ্ছে ফুয়েল ট্রাক, ঝড়ো আলো-আঁধারিতে হারিয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ, সেদিকে তাকিয়ে আছে সে। চোখ ফিরিয়ে আবার যখন তাকাল স্ট্রাটোক্রুজারের দিকে, দেখল মস্ত পেটের পিছন থেকে নামিয়ে ফেলা হয়েছে লোড করার ঢালু সেতুটা। হেভী-ডিউটি ফর্ক-লিফটের ওপর চৌকো একটা আলো পড়েছে, ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসছে সেটা, ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কার্গোর দরজা।

চোখ ফিরিয়ে নিয়ে রানওয়ের দিকে তাকাল মেজর ভ্যান জনসন। বাকলী এয়ার স্টেশনের এগারো হাজার ফুট রানওয়েকে দুই সারি সাদা আলো ঘিরে রেখেছে। সমুদ্রের গা থেকে পাঁচ হাজার ফিট ওপরে, কলোরাডোর বিস্তীর্ণ সমভূমির মাঝখানে এই এয়ার স্টেশন। ভৌতিক আলোকমালার মিছিল খুব বেশি দূর দেখা যাচ্ছে না, অঝোর ধারা তুষারের পর্দায় বাধা পেয়ে ক্রমশঃ আবছা হয়ে গেছে।

জানালার কাঁচে নিজের মুখের প্রতিবিম্বে চোখ রাখল মেজর ভ্যান জনসন। চেহারায় আশ্চর্য একটা কাঠিন্যের সাথে মিশে রয়েছে উৎকণ্ঠার ভাব। ক্যাপটা মাথার পিছনে অবহেলার সাথে নামানো, পাতলা সোনালী চুলগুলো এলোমেলো হয়ে আছে। কাঁধ দুটো ঝুঁকে রয়েছে সামনের দিকে। চোখ দুটো সতর্ক সজাগ, স্টার্টার পিস্তলের আওয়াজ হলেই যেন হানড্রেড মিটার দৌড় শুরু করবে। ব্যাক-গ্রাউণ্ডে দুর্যোগের ঘটা, তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশাল স্ট্রাটো-ক্রুজার, নিজের অজান্তেই শিউরে উঠলো মেজর। চোখ দুটো বুঁজে মনের পর্দা থেকে দৃশ্যটা মুছে ফেলার চেষ্টা করলো সে, ধীরে ধীরে পিছন ফিরল জানালার দিকে।

ডেস্কের কিনারায় বসে আছেন অ্যাডমিরাল জ্যাক ডেনটন। যত্নের সাথে একটা মিটিওরোলজিক্যাল চার্ট ভাঁজ করে রুমাল বের করলেন তিনি, টাক মাথায় জমে ওঠা ঘাম মুছে মেজরের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন। 'ঝড়ের মুখটা রকির পুব ঢাল থেকে সরে যাচ্ছে। কন্টিনে-ন্টাল ডিভাইডের কাছাকাছি পৌঁছে দুর্যোগের চৌহদ্দি থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে তুমি।'

'এই হস্তিনীকে যদি মাটি থেকে তুলতে পারি, তবেই!'

'ওটা কোনো সমস্যাই নয়,' গম্ভীর স্বরে বললেন অ্যাডমিরাল,

'তুমি শুধু শুধু ভয় করছো।'

'শুধু শুধু, স্যার?' অ্যাডমিরালের চোখে চোখ রেখে কথা বলছে মেজর, অনেক কষ্টে গলাটাকে শান্ত রেখেছে সে। 'থারটি নট বাতাসের ঝাপটা পাল্টা ঝাপটার মাঝখানে সত্তর হাজার পাউণ্ড কার্গোসহ ফুল ফুয়েল লোড নিয়ে বিশাল এক প্লেনকে আকাশে তোলা আমার কাছে কুসুম কোমল কোনো কাজ নয়, অ্যাডমিরাল।'

'সবগুলো বিষয় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিবেচনা করা হয়েছে, মেজর,' অনুত্তেজিত ঠাণ্ডা গলায় বললেন অ্যাডমিরাল। 'তিন হাজার ফিট বাকি থাকতেই তোমার প্লেনের চাকা রানওয়ে ছেড়ে উঠে পড়বে।'

চুপসানো বেলুনের মতো একটা চেয়ারের ওপর বসে পড়ল মেজর ভ্যান জনসন। 'আপনি যাই বলুন, যতো আশ্বাসই দিন, আমি জানি আমার ক্রুদেরকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। আমাকে ভুল বুঝবেন না, অ্যাডমিরাল। কিন্তু ঝুঁকি নেয়ার পিছনের কারণটা জানা থাকলে নিজেকে অন্ততঃ একটু সান্ত্বনা দিতে পারতাম। এমন কি ভয়ংকর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটেছে যে এই রাত দুপুরে মুহূর্তের নোটিশে এয়ার ফোর্সের একটা প্লেন ধার করতে হলো ইউ, এস, নেভীকে? মানুষ নয়, সত্তর হাজার পাউণ্ড আবর্জনা বয়ে নিয়ে যেতে হবে আমার ক্রুদেরকে। তাও প্যাসিফিক মহাসাগরের কোন্ এক অখ্যাত দ্বীপে, যার নাম পর্যন্ত শুনিনি কখনো!'

মুহূর্তের জন্যে চেহারাটা লালচে হয়ে উঠল অ্যাডমিরালের, কিন্তু পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিলেন তিনি। শান্ত কোমল একটা ভাব ফুটে উঠল তার চোখে-মুখে। একটু পর যখন কথা বললেন, প্রায় ক্ষমা-প্রার্থনার মতো শোনাল গলার আওয়াজটা। 'এর মধ্যে গোল-

মেলে কোনো ব্যাপার নেই, মেজর। তুমি যাকে আবর্জনা বলছ, ওটা আসলে একটা টপ প্রায়োরিটি কার্গো, হাইলি ক্লাসিফায়েড টেস্ট প্রোগ্রামের আওতায় প্রশান্ত মহাসাগরে পাঠানো হচ্ছে। এক হাজার মাইলের মধ্যে তোমাদের স্ট্রাটোক্রুজারটাই একমাত্র হেভী ট্র্যান্সপোর্ট ছিল বলে ওটাকেই ধার করতে হয়েছে নেভীর। স্ট্রাটোক্রুজারের সাথে তোমাদেরকেও ধারে পেয়েছি আমরা। ব্যাস, এর মধ্যে আর কিছু নেই।'

তীক্ষ্ণ, অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকাল অ্যাডমিরালের দিকে মেজর। 'আমি বেয়াড়া হতে চাইছি না, অ্যাডমিরাল। কিন্তু তবু বলছি, না, এইটুকুই সব নয়।'

ডেস্ক থেকে নামলেন অ্যাডমিরাল। ঘুরে এগিয়ে যাচ্ছেন চেয়ারের দিকে। চেয়ারে বসার আগে কয়েক সেকেণ্ড একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন মেজরের দিকে। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে ধীরে ধীরে বসলেন তিনি। বললেন, 'তুমি এটাকে একটা রুটিন ফ্লাইট বলে মনে করো, তার বেশি কিছু না।'

'কিন্তু আপনি যদি জানান আমার কার্গো কেবিনের ওই মেটাল ক্যানগুলোয় কি আছে, আমি কৃতজ্ঞ বোধ করব, স্যার।'

মেজরের চোখের ওপর থেকে দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নিলেন অ্যাডমিরাল। 'দুঃখিত, মেজর। ওগুলো হাইলি ক্লাসিফায়েড জিনিস।'

অপমান বোধ করল মেজর জনসন, লাল হয়ে উঠল চেহারাটা, কিন্তু আর কোনো টুঁ-শব্দ না করে ডেস্ক থেকে তুলে নিল একটা ফোল্ডার। এতে তার ফ্লাইটের প্ল্যান আর চার্ট আছে। নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়াল সে, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে এগোচ্ছে দরজার দিকে। দরজার কাছে পৌঁছে মুহূর্তের জন্যে ইতস্ততঃ করল সে, তারপর ঘুরে দাঁড়াল। 'যদি এমন কিছু ঘটে,

যাতে আমরা প্লেনটাকে নামাতে বাধ্য হই···'

'না! নামাবে না! ইমার্জেন্সী দেখা দিলে,' দ্রুত বলে গেলেন অ্যাডমিরাল, 'এমন জায়গায় নামাবে যেখানে লোকবসতি নেই।'

'এ আপনি কি বলছেন, স্যার!' ভুরু কুঁচকে উঠল মেজরের। 'ইমার্জেন্সী কি আর···

'এটা আমার অনুরোধ নয়, মেজর,' কড়া স্বরে বললেন অ্যাডমিরাল, 'আমি তোমাকে অর্ডার করছি! যাই ঘটুক না কেন, এখান থেকে তোমাদের গন্তব্যের মাঝখানে অন্য কোথাও স্ট্রাটোক্রুজারকে ত্যাগ করা চলবে না।'

মুখটা কালো, গম্ভীর হয়ে উঠল মেজরের। 'বেশ, আপনি যখন বলছেন, তাই।'

'আরো একটা কথা।'

'বলুন।'

'গুড লাক, মেজর,' ফাঁক হলো না, অ্যাডমিরালের ঠোঁট জোড়া শুধু প্রসারিত হলো। নিঃশব্দে হাসছেন তিনি। হাসিটা ভালো লাগলো না মেজরের, কেন যেন নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল সে। কোনো উত্তর না দিয়ে দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল, বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

স্ট্রাটোক্রুজার। কন্ট্রোল কেবিন। মাথা নিচু করে একটা ফ্লাইট চেকলিস্ট দেখছে কো-পাইলট লেফটেন্যান্ট স্যাম উড। তার পিছনে, খানিকটা বাঁ দিকে ক্রুদের নেভিগেটর অ্যালান র‍্যাংকিন একটা প্রোট্রাক-টর নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। কার্গো কেবিনের দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল পাইলট মেজর ভ্যান জনসন, কিন্তু যে যার কাজে এতোই মগ্ন, কেউ মুখ তুলে তাকাল না।

'কোর্সের প্লট তৈরি হয়েছে?' অ্যালান র‍্যাংকিনকে জিজ্ঞেস করল

পাইলট।

'সমস্ত ঝামেলার কাজ নেভীর এক্সপার্টরা সেরে দিয়ে গেছে,' বলল র‍্যাংকিন। 'কেমন যেন রহস্যময় ব্যাপার, মেজর। খুঁতখুঁত করছে মনটা।'

'কারণ ?'

'বেছে বেছে এমন একটা রুট তৈরি করে দিয়ে গেছে··· কাঁধ ঝাঁকাল নেভিগেটর, 'পশ্চিমের সবচেয়ে নির্জন এলাকার ওপর দিয়ে যেতে বলা হচ্ছে আমাদেরকে। কারণটা যে কি বুঝতে পারছি না।'

কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল মেজর জনসনের। ব্যাপারটা দৃষ্টি এড়াল না র‍্যাংকিনের। কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে, কার্গো সেক-শনের দিকে তাকাল মেজর। বড় আকারের মেটাল ক্যানগুলো স্ট্র্যাপ দিয়ে শক্তভাবে বাঁধা রয়েছে। কি আছে ওগুলোর ভেতর ?

কেবিনের দরজা দিয়ে উঁকি মারল ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার মাস্টার সার্জেন্ট জো। 'সমস্ত চেকিঙের কাজ শেষ, পাইলট। স্ট্রাটোক্রুজার আপনার যে-কোনো আদেশ পালন করার জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি।'

মেটাল ক্যানগুলোর দিক থেকে চোখ না সরিয়ে মেজর ভ্যান জন-সন বলল, 'ঠিক আছে, আতংকের ডিপোটাকে এবার রাস্তায় নামাও।'

সুইচ অন করতেই প্রথম ইঞ্জিনটা জ্যান্ত হয়ে উঠল, তারপর দ্রুত একে একে প্রাণ পেল বাকি তিনটে ইঞ্জিন। এরপর অক্সিলারী-পাও-য়ার ইউনিটের প্লাগ খুলে ফেলা হলো, ভেতরে ঢুকিয়ে নেয়া হলো চাকা ধরে রাখার চোকগুলোকে। বোঝার ভারে আড়ষ্ট প্লেনটাকে নিয়ে মেইন রানওয়ের শেষ মাথার দিকে রওনা হয়েছে পাইলট। সিকিউরিটি গার্ড আর মেইন্টেন্যান্স ক্রুরা ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটছে হ্যাঙ্গারের দিকে, তাদের মাথায় আর পিঠে লক্ষ-কোটি ক্ষুদে বর্শার মতো আঘাত করছে

তুষার কণা।

বাকলী কণ্ট্রোল টাওয়ারে দাঁড়িয়ে আছেন অ্যাডমিরাল জ্যাক ডেনটন। ভরামাসের পোয়াতী ছারপোকার মতো হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে স্ট্রাটোক্রুজার, সেদিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তিনি। তাঁর হাতে একটা টেলিফোনের রিসিভার, কথা বলছেন নিচু গলায়।

'প্রেসিডেন্টকে জানান, সেক্সটন-ফাইভ-থ্রি টেক-অফের জন্যে তৈরি হচ্ছে।'

'পৌঁছুতে আন্দাজ কতোক্ষণ লাগবে বলে মনে করেন?' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী ডেভিড সেলজার তীক্ষ্ণ গলায় জানতে চাইলেন।

'ফুয়েলের জন্যে একবার শুধু হাওয়াইয়ের হিকাম ফিল্ডে থামবে, ওখান থেকে সোজা এক্সপেরিমেন্ট এলাকায় পৌঁছুবার কথা ওয়াশিংটন সময় চৌদ্দশো ঘণ্টায়।'

'শূন্য-আট-শূন্য-শূন্য ঘণ্টায় আমাদের সাথে দেখা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের। তাঁর নির্দেশ, ওই সময় অনুষ্ঠিতব্য এক্সপেরিমেন্ট আর সেক্সটন ফাইভ-থ্রির ফ্লাইট প্রোগ্রামের বিশদ বিবরণ জানাতে হবে তাঁকে।'

'যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ওয়াশিংটনে পৌঁচাচ্ছি আমি,' বললেন অ্যাডমিরাল জ্যাক ডেনটন। 'প্লেনটা আকাশে উঠলেই আমি রওনা হবো।'

'আশা করি সম্ভাব্য সবরকম সতর্কতা নেয়া হয়েছে, অ্যাডমিরাল?' সেক্রেটারী অব ডিফেন্স ডেভিড সেলজার গম্ভীর গলায় বললেন, 'বড় কোনো শহরের ভেতর বা কাছাকাছি ওই প্লেন যদি দুর্ঘটনা ঘটিয়ে

বসে, তার পরিণাম কি হবে, নিশ্চয়ই আপনার তা জানা আছে?'

একটানা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলেন অ্যাডমিরাল জ্যাক ডেনটন। তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, মিঃ সেক্রেটারী, আমার তা জানা আছে। সেটা এমন একটা দুঃস্বপ্ন হবে, যা দেখার পর কেউ আমরা বেঁচে থাকতে চাইব না।'

গভীর মনোযোগের সাথে ইঞ্জিনিয়ারের প্যানেলের দিকে তাকিয়ে আছে সার্জেন্ট জো। 'বোর্ডে ম্যানিফোল্ড প্রেসার আর টর্ক রিডিং সামান্য একটু নিচে দেখতে পাচ্ছি,' ঘোষণার সুরে বলল সে।

'এনাফ টু অ্যাবোর্ট?' জানতে চাইল স্যাম উড।

'সরি, লেফটেন্যান্ট। ইন্টারন্যাল-কমবাসসন ইঞ্জিন সী-লেভেলে যে ধরনের আচরণ করে তা ডেনভারের পাতলা পাহাড়ী বাতাসে আশা করা যায় না। উচ্চতার বিবেচনায় কোর্স অনুপাতে গজ রিডিং ঠিকই আছে।'

সামনের লম্বা রানওয়ের দিকে তাকিয়ে আছে মেজর ভ্যান জনসন। আগের চেয়ে অনেক হালকা হয়ে গেছে তুষারের ধারা। রানওয়ের অর্ধেক দূরত্বে মার্কারটা আবছাভাবে দেখতে পাচ্ছে সে এখন। বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা আরেকটু দ্রুত গতি পেল, উইণ্ডশীল্ডে ওয়াইপারের অবিরাম যাওয়া-আসার সাথে তাল মিলিয়ে বাড়ি খাচ্ছে পাঁজরের গায়ে। ছোট একটা মাঠের মতো লাগছে রানওয়েটাকে। ঢোক গিলল পাইলট। নেশাগ্রস্ত মাতালের মতো টলে উঠল একবার মাথাটা। হ্যাণ্ড মাইকটা চেপে ধরল সে।

'বাকলী কন্ট্রোল, দিস ইজ সেক্সটন-ফাইভ-থ্রি। রেডি টু রোল। ওভার।'

'গুড লাক, আই রিপিট, গুড লাক, সেক্সটন-ফাইভ-থ্রি,' হেড-ফোনে অ্যাডমিরালের পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে মেজর জনসন। 'আবার যখন দেখা হবে, তোমাকে একটা ফুল উপহার দেবো আমি।'

বাঁধাধরা গৎ আউড়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল মেজর জনসন। রিলিজ করে দিল ব্রেকগুলো। বিরতিগুলোয় না থেমে ঠেলে দিল চারটে থ্রটল।

ইলেকট্রিক বাল্‌বের মতো ভোঁতা নাক নিয়ে সামনে এগোতে শুরু করল স্ট্রাটোক্রুজার। ঝড়ের মাতলামি এখন তুঙ্গে। কো-পাইলট স্যাম উড একঘেয়ে সুরে গ্রাউণ্ড স্পীড জানাচ্ছে।

'ফিফটি নট্‌স্।'

হঠাৎ প্রকাণ্ড একটা নয় লেখা আলোকিত সাইন ধেয়ে এলো ওদের দিকে, নিমেষে পাশ কাটিয়ে চলে গেল সেটা।

'আর নয় হাজার ফিট বাকি,' স্যাম উড সতর্ক করে দিল। 'গ্রাউণ্ড স্পীড সত্তর।'

ডানার ডগার পাশ দিয়ে রানওয়ের সাদা আলো স্যাঁত্‌ স্যাঁত্‌ করে পিছিয়ে যাচ্ছে। শক্তিশালী প্রাট-হুইটনি ইঞ্জিনগুলো ক্রমশঃ তাদের ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করছে। বিদ্যুৎগতিতে বাতাস কাটছে চার ব্লেডের প্রপেলারগুলো। হুইলের ওপর ভ্যান জনসনের হাত দুটো শক্ত সিমেণ্টের মতো আটকে গেছে। সাদা হয়ে গেছে তার নখের ডগাগুলো, ঠোঁট জোড়া নড়ছে। বিড়বিড় করে প্রার্থনা করছে সে, অথবা অভিশাপ দিচ্ছে।

'একশো নট···বাকি সাত হাজার ফিট।'

মুহূর্তের জন্যেও ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেলের দিক থেকে চোখ সরাচ্ছে না সার্জেন্ট জো, গজ কাঁটার প্রতিটি কম্পন তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্য করছে সে,

বিপদ ঘটলে তার প্রথম লক্ষণটাই ধরতে চায়। নেভিগেটর অ্যালান র‍্যাংকিন চুপচাপ বসে আছে, করার কিছু নেই তার। সম্মোহিতের মতো একদৃষ্টিতে শুধু তাকিয়ে আছে রানওয়ের দিকে।

'একশো পঁচিশ।'

কণ্ট্রোলের সাথে যুঝছে এখন পাইলট। তার বাঁ দিকের চোয়াল বেয়ে ঘামের একটা ধারা নেমে আসছে, কিন্তু স্পর্শটা অনুভব করছে না সে। টপ্ করে একটা ফোঁটা পড়ল কোলের ওপর। গভীর ধ্যান মগ্নতার সাথে অপেক্ষা করছে সে একটা লক্ষণের জন্যে, যা থেকে বোঝা যাবে প্লেনটা হালকা হতে শুরু করেছে। কিন্তু কোথায় কি, এখনো মনে হচ্ছে দানবের একটা হাত যেন কেবিনের ছাদে চাপ দিয়ে রেখেছে।

'একশো পঁয়ত্রিশ নট। পাঁচ হাজার ফুট মার্কারকে বিদায় জানাও।'

'বাতাসে চড়ো, সুন্দরী! চড়ো!' ভীত সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে আবেদন জানাচ্ছে র‍্যাংকিন। ওদিকে একের পর এক নামছে স্যাম উডের রিডিং।

'একশো পঁয়তাল্লিশ নট। আর মাত্র তিন হাজার ফিট বাকি।'

'অ্যাডমিরালের সেফটি মার্জিন ছাড়িয়ে এসেছি আমরা,' বিড় বিড় করে বলল মেজর ভ্যান জনসন।

'এগিয়ে আসছে দু'হাজার ফিট। গ্রাউণ্ড স্পীড একশো পঞ্চান্ন।'

রানওয়ের শেষ মাথায় লাল আলোটা দেখতে পাচ্ছে পাইলট। অথচ সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে অনুভব করছে, একটা পাথরকে শূন্যে তোলার ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছে সে। চোখে-মুখে একরাশ উদ্বেগ নিয়ে ঘন ঘন তার দিকে তাকাচ্ছে উড। কনুই নেড়ে ইঙ্গিতে নেভিগেটরকে জানাল আকাশে ওঠার জন্যে কণ্ট্রোলকে এনগেজ করেছে পাইলট। দেয়ালে

গাঁথা পেরেকের মতো স্থির হয়ে বসে আছে মেজর জনসন।

'ওহ্ গড···এক হাজার ফুট মার্কার···যাচ্ছে, যাচ্ছে, এই চলে গেল!'

ধীর ভঙ্গিতে কন্ট্রোল কলামটা টেনে আনল পাইলট। ঝাড়া প্রায় তিন সেকেণ্ড কিছুই ঘটল না। ভয়ংকর গতিতে এগিয়ে আসছে রান-ওয়ের শেষ প্রান্ত। তিনটে সেকেণ্ড নয়, যেন তিনটে যুগ পেরিয়ে গেল। তারপর অসহনীয় ধীর ভঙ্গিতে মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠল স্ট্রাটো-ক্রুজার, রানওয়ে আর মাত্র পঞ্চাশ গজ বাকি থাকতে।

'গিয়ার আপ,' কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে উঠল পাইলট।

কয়েকটা অস্বস্তিকর মুহূর্ত। ল্যাণ্ডিং গিয়ারগুলো ঠেলে খোপের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে। এয়ারস্পীড একটু বেড়েছে, অনুভব করল পাইলট।

'গিয়ার আপ অ্যাণ্ড লক,' বলল উড।

চারশো ফিট ওপরে উঠে ফ্ল্যাপগুলো তুলে ফেলা হলো, সাথে সাথে ফোঁস করে স্বস্তির হাঁফ ছাড়ল একযোগে কো-পাইলট আর নেভিগেটর। সতর্কতার সাথে উত্তর-পশ্চিম দিকে বিরাট একটা বাঁক নিচ্ছে পাইলট জনসন। পোর্ট উইংয়ের নিচে ডেনভারের আলো ঝল-মল করছে, কিন্তু একটু পরই কাছে এগিয়ে এসে বিশাল একটা মেঘের ভেলা ঢেকে ফেলল সেটাকে। এয়ারস্পীড ছুশো নট না ওঠা পর্যন্ত স্বস্তিবোধ করল না মেজর। মাটি থেকে প্লেনের দূরত্ব এখন পঁয়ত্রিশশো ফিট।

'চলো পাখি উড়ে যাই,' বলল অ্যালান র‍্যাংকিন। উডের দিকে তাকাল সে। 'মিথ্যে কথা বলব না, ভয়ে কলজে শুকিয়ে গিয়েছিল আমার। মনে হচ্ছিল এ-যাত্রা আর আকাশে ওঠা হলো না।'

নিঃশব্দে হাসছে স্যাম উড। 'আমিও সন্দেহে পড়ে গিয়েছিলাম।'

মেঘের ওপর উঠে এসেছে স্ট্রাটোক্রুজার। সোজা এগোচ্ছে রকি পর্বতমালার দিকে। মাটি থেকে দূরত্ব ষোল হাজার ফিট।

'সামলাও একে,' কো-পাইলট উডকে বলল ভ্যান জনসন। 'আমি পেছনটা চেক করতে যাচ্ছি।'

পাইলটের দিকে একটু অবাক হয়ে তাকাল উড। ফ্লাইট শুরু হবার পর এতো তাড়াতাড়ি কখনো কন্ট্রোল ছেড়ে ওঠে না মেজর। য়োক (Yoke)-এর ওপর হাত রাখল সে, বলল, 'ঠিক আছে।'

সীট বেল্ট আর শোল্ডার হারনেস খুলে উঠে দাঁড়াল মেজর, ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে ঢুকল কার্গো কেবিনের ভেতর। দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর এক এক করে গুণল মেটাল ক্যানগুলো। প্রত্যেকটা একই সাইজের, স্টেইনলেস-স্টীলের তৈরি, চকচক করছে। মোট ছত্রিশটা। প্রতিটি ক্যানের ওপরের অংশ সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করল সে। স্টেনসিল দিয়ে লেখা মিলিটারী মার্কিং খুঁজছে, যাতে উল্লেখ করা হয় ওজন, ডেট অব ম্যানুফ্যাকচার, ইন্সপেক্টরের ইনিশিয়াল, হ্যাণ্ডলিং ইনস্ট্রাকশন ইত্যাদি। কিন্তু একটা ক্যানেও সে-ধরনের কোনো চিহ্ন নেই।

পনের মিনিট খোঁজাখুঁজির পর নিরাশ হয়ে ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছে মেজর, এই সময় থমকে গেল তার চোখের দৃষ্টি। দুই ক্যানের মাঝখানে সরু একটা জায়গা, সেখানে ছোট্ট একটা অ্যালুমিনিয়ামের প্লেট পড়ে রয়েছে। প্লেটটার পিছনে আঠা লাগানো। স্টেইনলেস স্টীলের গায়ে চারকোণা একটা আবছা দাগ দেখে সেখানে আঙুল ছুঁইয়ে চটচটে একটা স্পর্শ পেল মেজর। ওখানে মাপ মতো বসে গেল প্লেটটা। আবার সেটাকে ক্যানের গা থেকে তুলে নিয়ে আলোর নিচে এসে দাঁড়াল সে।

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে মসৃণ দিকটায়। ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকের ভেতরটা। এনগ্রেভ করা ক্ষুদে মার্কিংটা তার সবচেয়ে ভয়ংকর আশংকা-টাকেই সত্য বলে প্রমাণিত করছে।

হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে মেজর ছোট্ট প্লেটের দিকে, এই সময় অপ্রত্যাশিতভাবে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেয়ে দুলে উঠল স্ট্রাটোক্রুজার। ছিটকে পড়ে যাচ্ছিল মেজর, কেবিনের দেয়াল ধরে কোনোরকমে সামলে নিল নিজেকে। তারপর ছুটল ককপিটের দরজার দিকে।

দরজা খুলতেই একরাশ ধোঁয়া ঘিরে ধরল মেজরকে। ওদের তিন জনের সাথে খক্ খক্ করে কাশতে শুরু করল সে। চোখ দুটো মুহূর্তের জন্যে বুঁজে চেঁচিয়ে উঠল, 'অক্সিজেন মাস্ক!'

চোখ মেলে আবার এগোল মেজর। ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার আর নেভি-গেটর র‍্যাংকিনের আবছা কাঠামো দেখতে পাচ্ছে সে, স্যাম উড সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে গেছে ধোঁয়ায়। হোঁচট খেতে খেতে কোনোরকমে পাইলটের সীটে গিয়ে পৌঁছুল, হাতড়ে খুঁজছে অক্সিজেন মাস্কটা। ইলেকট্রি-ক্যাল শর্ট-সার্কিটের তীব্র কটু গন্ধ ঢুকছে তার নাকে।

'বাকলী টাওয়ার, দিস ইজ সেক্সটন ফাইভ-থ্রি,' একটা মাইক্রো-ফোনে চিৎকার করছে স্যাম উড। 'ধোঁয়ায় ভরে গেছে আমাদের কক-পিট। ইমার্জেন্সী ল্যাণ্ডিং ইনস্ট্রাকশন চাইছি। ওভার।'

'কন্ট্রোলের দায়িত্ব নিচ্ছি,' বলল মেজর।

'বাঁচলাম, স্যার,' স্বস্তির হাঁফ ছেড়ে বলল কো-পাইলট উড।

'জো?'

'স্যার?'

'গোলমালটা কোথায় বলো তো?'

'বুঝতে পারছি না, স্যার। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না ধোঁয়ায়।'

অক্সিজেন মাস্কের ভেতর থেকে সার্জেন্ট জো-র গলার আওয়াজটা ফাঁপা শোনাচ্ছে। 'মনে হচ্ছে রেডিও ট্র্যান্সমিটার এলাকার দিকে কোথাও শর্ট সার্কিট···

'বাকলী টাওয়ার, দিস ইজ় সেক্সটন ফাইভ-থ্রি,' বলে চলেছে উড। 'প্লীজ কাম ইন। ধোঁয়ায় ভরে গেছে আমাদের ককপিট··· ।'

'লাভ নেই, লেফটেন্যান্ট,' বলল সার্জেন্ট জো। 'শর্ট সার্কিটের ফলে রেডিও ইকুইপমেন্ট অকেজো হয়ে গেছে। ওরা তোমার কথা শুনতে পাচ্ছে না। কেউ তোমার কথা শুনতে পাবে না।'

হু'চোখ বেয়ে পানি গড়াচ্ছে পাইলটের। 'প্লেন ঘুরিয়ে নিয়ে বাকলীর দিকে কোর্স সেট করছি,' শান্তভাবে জানাল সে।

কিন্তু একশো আশি ডিগ্রী বাঁকটা পুরো শেষ করার আগেই স্ট্রাটো-ক্রুজার অকস্মাৎ তীব্র একটা ঝাঁকি খেল, সেই সাথে ওদের কানের পর্দায় প্রচণ্ড আঘাত করল কর্কশ একটা ধাতব শব্দ, টেনে যেন ইস্পাত ছিঁড়ছে কেউ। এক নিমেষে সমস্ত ধোঁয়া অদৃশ্য হয়ে গেল ককপিটের ভেতর থেকে, পরমুহূর্তে শত-সহস্র মৌমাছির মতো ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ঠাণ্ডা হিম বাতাসের ঝাপটা। প্রচণ্ডভাবে কাঁপছে প্লেন, মনে হচ্ছে যে-কোনো মুহূর্তে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

'তিন নম্বর ইঞ্জিনের একটা প্রপেলার ব্লেড ভেঙে গেছে!' সার্জেন্ট জো আঁতকে উঠল।

'জেসাস খ্রীস্ট···বন্ধ করো তিন নম্বর!' নির্দেশ দিল মেজর জনসন।

কন্ট্রোল প্যানেলের ওপর দ্রুতবেগে উড়ে বেড়াচ্ছে সার্জেন্ট জো-র হাত হুটো। একটু পরই প্লেনের কাঁপুনিটা থেমে গেল। ধড়াস ধড়াস করছে বুকের ভেতরটা, ঘন ঘন ঢোক গিলে কন্ট্রোল চেক করছে মেজর।

'প্রপেলারের ব্লেড ফিউজিলাজ ভেদ করে বেরিয়ে গেছে,' রিপোর্ট করলো ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার সার্জেন্ট জো। 'কার্গো কেবিনের দেয়ালে ছয় ফুট লম্বা একটা ফাটল দেখতে পাচ্ছি, চারদিকে শুধু কেবল্ আর হাই-ড্রলিক লাইন ঝুলছে।'

'বোঝা গেল ধোঁয়াটা কিভাবে বেরিয়ে গেছে,' দ্রুত বলল স্যামউড। 'কেবিন প্রেশার কমে যাওয়ায় ফাটল গলে বেরিয়ে গেছে সব।'

'রাডার আর রেডিও অকেজো হয়ে যাবার কারণটাও জানা গেল,' বলল মেজর জনসন। 'জানা গেল উইং-টিপ কণ্ট্রোল কেন কাজ করছে না। আমরা ওপরে উঠতে পারব, নিচে নামতে পারব, কিন্তু ঘুরতে, বাঁক নিতে বা কাত্ হতে পারব না।'

'এক আর চার নম্বর ইঞ্জিনের ফ্ল্যাপ বারবার বন্ধ আর চালু করে দেখা যেতে পারে,' পরামর্শ দিল উড। 'বাকলীতে ল্যাণ্ড করার জন্যে নাকটা একবার ঘুরিয়ে নিতে পারলেই হবে···

'বাকলীতে ফিরে যাবার আশা ছেড়ে দিয়েছি আমি,' শান্ত গলায় বলল মেজর। 'তিন নম্বর ইঞ্জিন বন্ধ থাকায় প্রতি মিনিটে প্রায় একশো ফিট করে নামছি আমরা। রকি পাহাড়ের কোথাও নামতে হবে আমা-দেরকে, উপায় নেই।'

পাইলটের কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেল সবাই। একচুল নড়ল না কেউ। একটু শব্দ করল না। মেজর তার ক্রুদের চেহারায় ভয়ের ছাপ দেখতে পাচ্ছে।

দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত পর নিস্তব্ধতা ভাঙল র‍্যাংকিন, 'মাই গড, মেজর, তা কিভাবে সম্ভব? পাহাড়ে নামব? তার আগেই তো ধাক্কা খেয়ে গুঁড়ো হয়ে যাবে প্লেন!'

'এখনো পাওয়ার আর খানিকটা কণ্ট্রোল রয়েছে আমাদের হাতে,'

বলল মেজর। 'সামনে মেঘ নেই। কোথায় যাচ্ছি না যাচ্ছি, সেটুকু অন্ততঃ দেখতে পাবো।'

'ভাগ্যকে তবু ধন্যবাদ,' কর্কশ গলায় বলল সার্জেণ্ট জো।

'কোন্‌দিকে যাচ্ছি আমরা ?' জানতে চাইল মেজর।

'টু-টু-সেভেন সাউথওয়েস্ট,' জানাল র‍্যাংকিন। 'আমাদের নির্দিষ্ট কোর্স থেকে প্রায় আশি ডিগ্রী সরে এসেছি।'

মৃদু একটু মাথা ঝাঁকাল জনসন, আর কিছু করার নেই তার। স্ট্রা-টোক্রুজারকে যথাসম্ভব সোজা রাখার জন্যে সমস্ত মনোযোগ দিয়ে চেষ্টা করছে সে। কিন্তু অবিরাম অধঃপতনের কবল থেকে নিষ্কৃতি পাবার কোনো উপায় নেই। তিনটে ইঞ্জিনের সমস্ত শক্তিও ওপরে ধরে রাখতে পারছে না ভারি প্লেনটাকে। বোকার মতো বসে আছে সে আর উড। ওদিকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ক্রমশঃ নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে প্লেন। মাঝখানে উপত্যকা, চারদিক থেকে সেগুলোকে ঘিরে রেখেছে চৌদ্দ হাজার ফুট উঁচু কলোরাডো রকির শৃঙ্গমালা।

বরফ মুড়ে রেখেছে পাহাড়ের গা, সাদা বরফের বিস্তারের মাঝখানে কালো গাছ মাথা উঁচু করে রয়েছে। পনের হাজার ফিট ওপর থেকে দেখতে পাচ্ছে ওরা ডানার দু'পাশে উঁচু-নিচু পাহাড়ের চূড়া। ল্যাণ্ডিং লাইট অন করে উইণ্ডশীল্ডের ভেতর দিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল উড, খোলামেলা একটুকরো ফাঁকা জায়গা খুঁজছে। র‍্যাংকিন আর জো স্তম্ভিত হয়ে বসে আছে, অবধারিত সংঘর্ষের অপেক্ষায় টান টান হয়ে রয়েছে তাদের পেশী।

অলটিমিটারের কাঁটা দশ হাজার ফুট-এর নিচে কাঁপছে। দশ হাজার ফুট ! সবিস্ময়ে ভাবছে পাইলট। অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার ! এতো নিচে নেমে এসেছে প্লেন, অথচ পাহাড়ের একটা পাঁচিল

আচমকা ওদের পথের মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি এখনো। তারপর হঠাৎ, ঠিক একেবারে ওদের সোজাসুজি সামনে, গাছগুলো দু'ভাগ হয়ে গেছে দেখতে পেল পাইলট। ল্যাণ্ডিং লাইটের আলোয় বরফ মোড়া একটা সমতল জায়গা দেখা যাচ্ছে।

'একটা মাঠ!' চেঁচিয়ে উঠল উড। 'চমৎকার একটা স্বর্গীয় উদ্যান! স্টারবোর্ডের দিকে পাঁচ ডিগ্রী দূরে।'

'দেখেছি,' জানাল মেজর জনসন। কোর্স সামান্য একটু বদল করার জন্যে ইঞ্জিন ফ্ল্যাপ আর থ্রটল সেটিং ঝাঁকাতে শুরু করেছে সে।

আনুষ্ঠানিকভাবে চেকলিস্ট আওড়াবার সময় এবং সুযোগ নেই, এখন শুধু ঝাঁপিয়ে পড়ার ব্যাপার, তাতে হয় মৃত্যু নয়ত নতুন জীবন লাভ। একেই বলে হুইলস্ আপ ল্যাণ্ডিং। ককপিটের নাকের নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল গাছপালা। ইগনিশন আর ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের যোগাযোগ কেটে দিল উড। ইঞ্জিন তিনটে বন্ধ করে দিল পাইলট। প্লেনটা এখন মাটি থেকে মাত্র দশ ফিট ওপরে। বিশাল গাঢ় ছায়াটা যেন লাফ দিয়ে উঠে এলো ওপর দিকে, প্লেনের ফিউজিলাজের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল মুহূর্তে।

ওরা যা আশা করেছিল তার চেয়ে অনেক কম লাগল ঝাঁকিটা। বরফের গায়ে ঘষা খেল প্লেনের পেট, ড্রপ খেয়ে উঠে পড়ল ওপরে, তারপর আবার ঘষা খেল, উঠে পড়ল শূন্যে, এরপর তৃতীয়বারের বার ঘষা খেতে খেতে খানিক দূর এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল স্থির হয়ে।

গভীর নিস্তব্ধতা। চারদিকে মৃত্যুপুরীর নৈঃশব্দ। কোথাও কিছু নড়ছে না।

প্রথম সম্বিত ফিরে পেল সার্জেন্ট জো। 'বাই গড···আমরা পেরেছি!' কাঁপা ঠোঁট জোড়ার ফাঁক থেকে অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এলো।

উইণ্ডশীল্ডের দিকে বেকুবের মতো তাকিয়ে আছে উড। রক্তশূন্য চেহারা। সাদা রঙ ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না সে। অচ্ছেদ্য একটা বরফের মোটা পর্দা উঠে এসে ঢেকে দিয়েছে গ্লাসের সবটুকু। ধীরে ধীরে পাইলটের দিকে ফিরল সে, কিছু বলার জন্যে মুখ খুলল। কিন্তু একটি কথাও বলতে পারল না।

হঠাৎ প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেল স্ট্রাটোক্রুজার। মড়মড় করে কঠিন বরফ ভাঙার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। চারদিকের কঠিন নিষ্পেষণে বেঁকে যাচ্ছে প্লেনের শরীর। পরমুহূর্তে শোনা গেল কর্কশ ধাতব শব্দ, যেন মুচড়ে টেনে ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে ইস্পাত।

জানালার বাইরে সাদা রঙটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। ঝাঁকি খেতে খেতে নেমে যাচ্ছে প্লেন। হিম-শীতল, নিরেট, ঘন কালো একটা অন্ধকার গ্রাস করছে তাকে। তারপর সব শেষ। চিহ্ন পর্যন্ত রইল না।

ওয়াশিংটন। ন্যাভাল হেডকোয়ার্টারে অ্যাডমিরাল জ্যাক ডেন-টনের অফিস কামরা।

একটা ম্যাপের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন অ্যাডমিরাল। ম্যাপে দেখানো হয়েছে সেক্সটন ফাইভ-থ্রির ফ্লাইট রুট। যাত্রার শুরু থেকে গন্তব্যের শেষ মাথা পর্যন্ত চোখ বুলাচ্ছেন তিনি। বার বার, অবি-রাম। গত চার মাস তাঁর বয়স যেন বিশ বছর বেড়ে গেছে। শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে গেছেন তিনি। হঠাৎ বেজে উঠল ডেস্কের ফোনটা।

'অ্যাডমিরাল ডেনটন?' অপরপ্রান্ত থেকে পরিচিত একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

'বলছি, মিঃ প্রেসিডেন্ট।'

'সেক্রেটারী সেলজার আমাকে বলল, সেক্সটন ফাইভ-থ্রির সার্চ

নাকি বন্ধ করে দিতে চান আপনি ?'

'হ্যাঁ, স্যার,' শান্তভাবে বললেন অ্যাডমিরাল। 'দুঃস্বপ্নটাকে টেনে বড় করার কোনো মানে খুঁজে পাচ্ছি না আমি। নেভী সারফেস ক্রাফট, এয়ারফোর্স সার্চ প্লেন এবং আর্মী গ্রাউণ্ড ইউনিট সেক্সটন ফাইভ-থ্রির নির্দিষ্ট কোর্সের দু'দিকের পঞ্চাশ মাইল এলাকার প্রতিটি ইঞ্চি তন্নতন্ন করে খুঁজেছে।'

'আপনার কি ধারণা ?'

'আমার বিশ্বাস স্ট্রাটোক্রুজারের অবশিষ্ট প্রশান্ত মহাসাগরের নিচে চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেছে।'

'আপনার ধারণা, পশ্চিম উপকূল ছাড়িয়ে যেতে পেরেছিল ওটা ?'

'হ্যাঁ।'

'প্রার্থনা করি আপনার ধারণাই যেন সত্যি হয়, অ্যাডমিরাল। কিন্তু মাটিতে কোথাও যদি পড়ে থাকে, খোদা যেন আমাদেরকে ক্ষমা করেন।'

'তা যদি পড়ত, এতোদিনে আমরা জানতে পারতাম,' বললেন অ্যাডমিরাল।

'হ্যাঁ—' প্রেসিডেন্ট ইতস্ততঃ করছেন,—'অন্ততঃ জানতে পারার কথা।' আবার থামলেন তিনি। 'সেক্সটন ফাইভ-থ্রির ফাইল বন্ধ করে দিন। পুঁতে ফেলুন ওটা, অনেক গভীর গর্ত করে তারপর মাটি চাপা দিন।'

'ব্যবস্থা করছি, মিঃ প্রেসিডেন্ট।'

ক্রাডলে রিসিভার রেখে দিয়ে চেয়ারে হেলান দিলেন অ্যাডমিরাল। অনেক বিজয়ের নায়ক তিনি, কিন্তু শেষ দিকের এই একটা বাজিতে হেরে গিয়ে তাঁর এতোদিনের নেভী ক্যারিয়ার খতম করে বসে আছেন।

আবার একবার ম্যাপটার দিকে তাকালেন। 'কোথায়?' জোর গলায় জানতে চাইলেন তিনি, প্রশ্নটা নিজেকেই করছেন, 'কোথায় তুমি? কোন্ চুলোয় গেছো? অ্যাঁ?'

উত্তরটা পাওয়া যায়নি। দুর্ভাগা স্ট্রাটোক্রুজারের কপালে কি ঘটেছে, বলতে পারেনি কেউ। নিখোঁজ প্লেনটা নিখোঁজই থেকে গেল। মেজর ভ্যান জনসন আর তার ক্রুরা যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে, চিরতরে।

দুই

কলোরাডো। উনিশশো আশি সাল। নভেম্বর।

নিবিড় ঘুম থেকে জেগে মস্ত একটা হাই তুলল মাসুদ রানা। তাজা, ঝরঝরে লাগছে শরীরটা। চোখ পিটপিট করে চারদিকে তাকাল। রাতের বেশির ভাগটা কাটিয়েছে এই পাহাড়ী কেবিনে, কিন্তু পরিবেশটা সম্পূর্ণ অপরিচিত রয়ে গেছে এখনো। রাত দশটার পর এখানে পৌঁচেছিল ওরা। পাথরের তৈরি প্রকাণ্ড ফায়ারপ্লেসে গনগনে আগুন জ্বেলেছিল, আর ছিল কেরোসিন ল্যাম্পের লালচে আলো। পেঁচানো, গিঁটসর্বস্ব পাইন গাছের মোটা কাণ্ড দিয়ে তৈরি কেবিনের ভেতর দিকটা দেখতে পায়নি।

ছয় ফিট ডায়ামিটারের বিরাট দেয়াল ঘড়ির দিকে দৃষ্টি পড়ল ওর, চোখ দুটো বড় হলো আরো একটু। চিনতে পারছে ঘড়িটাকে, গত রাতে কেবিনে ঢুকে এটাই প্রথম চোখে পড়েছিল। এরপর তাকাল মাকড়সার জাল ঘেরা প্রকাণ্ড হরিণের একটা মাথার দিকে, ধুলোয় ঢাকা কাঁচের চোখ দিয়ে সরাসরি তাকিয়ে আছে ওর দিকে। মাথাটার একটু নিচে, বাঁ দিকে, খোলা রয়েছে রঙিন কাঁচ লাগানো একটা জানালা। বাইরে দেখা যাচ্ছে সাওয়াচ মাউন্টেন রেঞ্জের পাথুরে দৃশ্যাবলী। কলোরাডো রকির গভীর অভ্যন্তর।

ঘুমের শেষ আমেজটুকু চোখ থেকে মিলিয়ে যাবার সাথে সাথে

দিনের প্রথম সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হলো রানা। দিনটা আজ কিভাবে কাটাবে? মাছ ধরে? কলোরাডো রকির রুদ্ধশ্বাস সৌন্দর্য দেখে? নাকি ঘর ছেড়ে বেরুবে না, সারাদিন গান শুনবে?

দুটো দিন সাংঘাতিক ধকল গেছে শরীরের ওপর দিয়ে, আজ একটু বিশ্রাম নেয়া যেতে পারে। আপন মনে মুচকি একটু হাসল রানা—উঁহু, তা সম্ভব নয়। খাঁচা থেকে সদ্য ছাড়া পাওয়া পাখীর মতো চঞ্চল হয়ে আছে লোরা, ছুটির প্রতিটি সেকেণ্ড হেসে-খেলে ছুটোছুটি করে কাটাতে চায়, ঘরে বসে থাকার কথা বললেই ক্ষেপে আগুন হয়ে যাবে।

কার্পেটের ওপর যোগ-ব্যায়াম করছে লোরা।

পদ্মাসনের ভঙ্গিতে পা দুটো ভাঁজ করে বসে আছে সে, ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে আছে পিঠটা, মাথা আর কনুই দুটো ঠেকে আছে কার্পেটে। আশ্চর্য নিখুঁত একটা শরীর, মনে মনে প্রশংসা করল রানা। সাওয়াচ পার্বত্য এলাকার গ্র্যানাইট পাথরও লজ্জা পাবে।

চোখ বুঁজল রানা। আশ্চর্য মেয়ে! লোরার কথা ভাবছে ও। হঠাৎ পরিচয়, হঠাৎ ভালো লাগা, তারপর সমস্ত বাধা-বিঘ্ন টপকে হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে পড়া। আনিসের সাথে নাফাজ মোহাম্মদের মেয়ে শিরির বিয়ে, ছুটি কাটাতে ওয়াশিংটন এসে সেই বিয়েতে উপস্থিত ছিল রানা, সেখানেই শিরি তার বান্ধবী লোরা স্মিথের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় ওর। কিছুক্ষণের জন্যে বিয়ের উৎসব থেকে পালিয়ে যায় ওরা। একটা বার-এ গিয়ে বসে। পরস্পরকে বুঝতে দেরি হয়নি কারো। দশ মিনিটেই ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠেছে। শিরির মুখে নিশ্চয়ই রানার কথা অনেক শুনেছে লোরা, সেজন্যেই তাকে কোনো প্রশ্ন করেনি সে। তবে নিজের কথা সব জানিয়েছে রানাকে। ধনী বাপের একমাত্র মেয়ে, মা নেই, কিন্তু তাই বলে লাই দিয়ে বাপ তাকে মাথায় তোলেনি। 'কড়া

শাসনের স্টীম-রোলার চালানো হয় আমার ওপর।' বলেছিল লোরা। 'সকাল ন'টা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত অফিস করতে হয়, বাবা আমাকে ব্যবসা শেখাচ্ছে। গত এক বছরে একটা দিনের জন্যে ছুটি পাইনি। তোমাকে দেখে হিংসে হচ্ছে আমার।'

'কেন?'

'সেই কোন্ মুলুক থেকে দিব্যি ছুটি নিয়ে চলে এসেছ, যখন যেখানে খুশি যাচ্ছ, ঘুরে বেড়াচ্ছ মুক্ত বিহঙ্গের মতো, কারো কিছু বলার নেই···।'

মেয়েটার জন্যে একটু দুঃখ হয়েছিল রানার। 'ছুটি পেলে কি করবে তুমি?'

'পাবো না জানি,' লোরার মুখে ম্লান হাসি।

'যদি পাইয়ে দিই?'

'অসম্ভব! আমার বাবাকে তুমি চেনো না।'

'আহা, ধরোই না···'

'কলোরাডোর রকিতে আমার কাকার একটা কেবিন আছে, ওখানে বেড়াতে যাব তোমাকে নিয়ে।'

'তারপর?'

'পাহাড়ে চড়ব, বাতাসের সাথে পাল্লা দিয়ে ছুটোছুটি করব, সাঁতার কাটব পাহাড়ী ঝর্ণায়, আর সারারাত জেগে কথা বলব তারাদের সাথে। থুড়ি, ভুল হয়ে গেল। রাতের অর্ধেকটা আলাদা করে রাখব তোমার জন্যে।'

'আমার জন্যে···?'

'কিন্তু লোভ করে লাভ নেই। আমার কপালে ছুটি নেই।'

হেসেছিল রানা। ছোট্ট একটা বুদ্ধি দিয়েছিল লোরাকে। আনন্দ

আর বিস্ময়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল লোরার চেহারা। 'ডাক্তারকে পটিয়ে হাওয়া বদলের একটা প্রেসক্রিপশন ? খুব যোগাড় করতে পারব ! ইস্, আগে কেন মনে পড়েনি !'

পরদিন রানার হোটেলের সামনে একটা জীপ থামল। ছুটি পেয়ে তাঁবু ইত্যাদি সহ একেবারে তৈরি হয়ে চলে এসেছে লোরা।

লোরার কাকার কেবিনে পৌঁছুবার আগে পথে দুই রাত খোলা আকাশের নিচে ক্যাম্প ফেলেছে ওরা। কেউ উঁকি দিয়ে দেখতে আসেনি। এলে লজ্জা পেয়ে ছুটে পালাত। দুটো রাত যেন দুই পলকে ফুরিয়ে গেছে।

আবার লোরার দিকে তাকালো রানা। 'তোমার এই আসনের নাম কি ?' জানতে চাইল ও।

'মাছ,' উত্তর দিল লোরা, কিন্তু নড়ল না। 'বুকের গঠন ভালো করার জন্যে।'

বিছানার ওপর উঠে বসল রানা, মাথার ওপর হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙল।

কার্পেটের ওপর থেকে মাথা আর কনুই তুলে সিধে হয়ে বসল লোরা। 'আমি ব্রেকফাস্ট তৈরি করতে যাচ্ছি,' বলল সে। উঠে দাঁড়াল। 'গ্যারেজে তুলতে গিয়ে দেখলাম, স্টার্ট নিচ্ছে না জীপ। কিছু একটা বিগড়েছে, একটু দেখবে নাকি ?'

'নিশ্চয়ই,' বিছানা থেকে নামল রানা। বেরিয়ে গেল কেবিন থেকে।

ত্রুটিটা কোথায় খুঁজে বের করতে ঘণ্টা খানেক লেগে গেল রানার, মেরামত করতে অবশ্য দশ মিনিটও লাগল না। দাড়ি কামিয়ে শাওয়ার সারল ও, পোশাক পরল। ইতিমধ্যে এগারোটার ওপর বেজে গেছে।

লোরার হাঁকডাক শুনে কিচেনে ঢুকল ও। দু'ঘণ্টা ধরে রাজকীয় আয়োজন করেছে সে, তিন জনের নাস্তা একাই সাবাড় করে ফেলল রানা। কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে এগোলো দরজার দিকে।

'কোথায় চললে?' পিছন থেকে জানতে চাইল লোরা।

'এখনও যাচ্ছি না,' বলল রানা। 'ভাবছি কোথায় যাওয়া যায়।'

এগিয়ে এসে দু'হাতে রানার গলা জড়িয়ে ধরল লোরা। 'তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি। হাওয়া বদলের ছুটি মঞ্জুর করেছে বাবা, কিন্তু সেই সাথে কয়েকটা ফাইলও গছিয়ে দিয়েছে। কাল ডেনভারে বাজার করতে যাবার আগে কিছু চিঠিপত্র লেখার কাজ শেষ করে রাখতে হবে আমাকে। কয়েক ঘণ্টার জন্যে পেরোলে মুক্তি পাচ্ছ তুমি, একটু হেঁটে আসতে পারো। সন্ধ্যায় ভুরিভোজনের আয়োজন করব তোমার জন্যে। তারপর রাতে পাহাড়ে উঠে চাঁদ দেখব আমরা। কেমন?'

'একা একা হেঁটে বেড়াতে যে ভালো লাগে না আমার?'

'তাহলে মাছ ধরতে যেতে পার।'

'লেকটা কোন্ দিকে তা এখনও বলোনি।'

'কেবিনের পিছনে যে পাহাড়টা দেখতে পাবে সেটার মাথা থেকে সিকি মাইল দূরে। টেবল লেক। ওখান থেকেই ট্রাউট ধরতেন কাকা।'

'কিন্তু সাথে করে আমি ফিশিং গিয়ার আনিনি,' বলল রানা। 'তোমার কাকা কিছু রেখে গেছেন নাকি?'

'কেবিনের নিচে, গ্যারেজে। তাঁর সমস্ত যন্ত্রপাতি ওখানেই রাখতেন কাকা। ম্যান্টেলের ওপর দরজার চাবি পাবে।'

অনেকদিন ব্যবহার হয়নি, চাবি আর তালা দুটোতেই মরচে ধরে গেছে। ফুটোয় চাবি ঢুকিয়ে সাবধানে ঘোরাচ্ছে রানা, যাতে ভেঙে না

যায়। মৃদু একটা শব্দ করে অবশেষে খুলল তালাটা। ধাক্কা দিতে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠল দরজাটা। ভ্যাপসা একটা গন্ধ এসে ধাক্কা খেল নাকে। চোখে অন্ধকার সয়ে আসার পর ভেতরে ঢুকল রানা। চারদিকে তাকাতে গিয়ে প্রথমেই চোখে পড়ল ধুলোয় ঢাকা ওয়ার্ক-বেঞ্চ। টুলস্-গুলো জায়গা মতো সুন্দরভাবে ঝুলছে। অনেকগুলো শেলফে সাজানো রয়েছে বিভিন্ন সাইজের ক্যান। কোনোটায় রঙ দেখা যাচ্ছে, কোনোটায় রয়েছে পেরেক বা নানা ধরনের হার্ডঅয়্যারের সংগ্রহ।

একটু খুঁজতেই বেঞ্চের নিচে মাছ ধরার সরঞ্জাম ভর্তি একটা বাক্স পেয়ে গেল রানা। রডটা খুঁজে বের করতে একটু সময় লাগল। আলো খুব কম, গ্যারেজের কোণে আবছাভাবে লম্বা মতো দেখা যাচ্ছে কি একটা, বোধহয় একটা রডই। কিন্তু এগোতে গিয়ে বাধা পেলো রানা। ক্যানভাস দিয়ে মোড়া বড়সড় কি একটা জিনিস পথ আগলে রেখেছে। লম্বা, সরু আকৃতিটাকে পরিষ্কার একটা রড বলে চেনা যাচ্ছে এখন। ক্যানভাস মোড়া ঢাউস জিনিসটার ওপর চড়ে হাত বাড়াল ও। কিন্তু হঠাৎ পায়ের নিচের জিনিসটা কাত হয়ে গেল একদিকে। ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে গেল রানার পিঠ, তাল সামলাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না, পড়ে যাচ্ছে ও। পড়ে যাবার সময় ক্যানভাসটা খামচে ধরল, সাথে সাথে ঢাউস আকারের জিনিসটা নগ্ন হয়ে পড়ল। 'ধুস শালা!' গালমন্দ করছে রানা, উঠে দাঁড়িয়েছে এরই মধ্যে, কাপড় থেকে ধুলো ঝাড়ছে। উন্মুক্ত জিনিসটার দিকে তাকাল ও। স্থির হয়ে গেল হাত দুটো। বিমূঢ় একটা ভাব ফুটে উঠল চেহারায়। ধীরে ধীরে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল ও। ক্যানভাসের আবরণ সরে যাওয়ায় একটা নয়, দুটো জিনিস দেখা যাচ্ছে। ধীরে ধীরে হাত বাড়াল রানা, স্পর্শ করল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে সোজা বেরিয়ে এলো

গ্যারেজ থেকে। চিৎকার করে ডাকল লোরাকে।

ঝুল-বারান্দায় বেরিয়ে এসে রেইলিং ধরে ঝুঁকে পড়ল লোরা। 'কি হলো ?'

'নিচে একবার এসো তো।'

গায়ে একটা ট্রেঞ্চ কোট চড়িয়ে নিচে নেমে এলো লোরা। পথ দেখিয়ে গ্যারেজে নিয়ে এলো তাকে রানা, হাত দিয়ে দেখিয়ে জানতে চাইল, 'এগুলো এখানে কোত্থেকে এলো বলতে পারো ?'

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে ভালো করে জিনিসগুলো দেখল লোরা। 'চিনতে পারছি না। কি এগুলো ?'

'গোলমত হলুদ রঙের ওটা একটা প্লেনের অক্সিজেন ট্যাংক। আর ওটা একটা নোজ গিয়ার, টায়ার এবং হুইলসহ। অনেক দিনের পুরানো জিনিস, মরচে ধরে গেছে।'

'এই প্রথম দেখছি আমি।'

'এর আগে গ্যারেজে আসো নি ?'

এদিক ওদিক মাথা দোলাল লোরা। 'কাকা অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাবার পর আর আসিনি। তা বছর তিনেক তো হলোই।'

'এদিকে কোনো প্লেন অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল বলে শুনেছ কখনো ?'

'কই, না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি,' বলল লোরা। 'কাকা বেঁচে থাকার সময় যাও বা দু'একবার এসেছি, প্রতিবেশীদের সাথে বড় একটা দেখা-সাক্ষাৎ ঘটেনি আমার। কোনো প্লেন অ্যাক্সিডেন্ট যদি ঘটেও থাকে তা আমার কানে আসার কথা নয়।'

'কোন্ দিকে ?' জানতে চাইল রানা।

'মানে ?'

'তোমাদের নিকটতম প্রতিবেশী ?' প্রশ্ন করল রানা। 'কোথায়

থাকে তারা ?'

'শহরে যাবার পথে, রাস্তার ধারেই। এখান থেকে যেতে প্রথম বাঁ-দিকে যে বাঁকটা পড়বে, তার মুখেই।'

'নাম কি ওদের ?'

'রেফারী। লী আর শীলা রেফারী। লী একজন রিটায়ার্ড নেভী ম্যান।' রানার একটা হাত ধরে চাপ দিল লোরা। 'ব্যাপার কি বলো তো ? এতো খবর দিয়ে কি দরকার তোমার ?'

'আর কিছু না, স্রেফ কৌতূহল,' লোরার হাতটা তুলে তাতে চুমো খেল রানা। 'সন্ধ্যায় ভূরিভোজনের সময় দেখা হবে আবার।' ঘুরে দাঁড়াল ও, হন হন করে হাঁটতে শুরু করল রাস্তার দিকে।

'ওকি, কোথায় চললে ?' পিছন থেকে বলল লোরা। 'মাছ ধরতে যাবে না ?'

'না। হেঁটে আসার প্রস্তাবটা তোমারই ছিল, মনে আছে ?' কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে বলল রানা।

লম্বা পাইন গাছের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে রানা, তার গমন পথের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লোরা। রানা অদৃশ্য হয়ে যেতে হতাশ ভঙ্গিতে এদিক ওদিক মাথা দোলাল সে, তারপর ঠাণ্ডা বাতাস থেকে বাঁচার জন্যে ছুটে গিয়ে ঢুকল কেবিনের ভেতর।

কাঠামোটা শীলা রেফারীর আশ্চর্য শক্তিশালী। চওড়া হাড়ের ওপর পরিমিত মাংস, চোখে স্টীল রীমের চশমা, পা গুটিয়ে বসে আছে একটা বেতের চেয়ারে। হাতে একটা থ্রিলার বই, চশমার রীমের ওপর দিয়ে নীল চোখে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। পরনে নীল জীনস, ওপরের দুটো বোতাম খোলা আস্তিন গুটানো সাদা শার্ট। তার স্বামী লী

রেফারী দশাসই পুরুষ, কেবিনের সামনে ছোট একটা ট্রাকের পরিচর্যা করছে। সদর দরজার পাশে গাছের সাথে চেইন দিয়ে বাঁধা রয়েছে একটা কুকুর। দেখেই রানাকে খুব পছন্দ হয়ে গেছে, আহ্লাদে লেজ নাড়ছে ঘনঘন।

রাস্তা থেকে নেমে মাঠটা পেরিয়ে আসছে রানা, দু'জনেই তাকিয়ে আছে ওর দিকে। 'গুড আফটার নুন,' বলল ও।

দাঁত দিয়ে চিবিয়ে ক্ষতবিক্ষত করা চুরুটটা মুখ থেকে নামিয়ে মাথা ঝাঁকাল লী। 'গুড আফটার নুন,' বলল সে। চট্ করে একবার তাকাল স্ত্রীর দিকে। 'আমরা একজন মেহমান পেয়েছি, শীলা।' চিকন মেয়েলি কণ্ঠস্বর।

'হাঁটার জন্যে দিনটা ভালো,' বলল শীলা। বই আর চশমার ওপর দিয়ে একদৃষ্টিতে এখনো সে তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

'বাতাসটাও তাজা,' হালকা সুরে বলল রানা।

স্বামী-স্ত্রীর দু'জনের চেহারাতেই বন্ধুসুলভ একটা ভাব দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সেই সাথে অপরিচিত লোকের আগমনে একটু অপ্রতিভও বোধ করছে তারা। এই নির্জন শান্তির নীড়ে সাধারণতঃ কেউ তাদেরকে বিরক্ত করতে আসে না, বিদেশী কোনো লোক তো নয়ই। নোংরা একটা ন্যাকড়ায় হাতের ময়লা মুছে এগিয়ে এলো লী। কাছ থেকে দেখে মনে হলো, স্ত্রীর তুলনায় তার বয়স একটু বেশিই। শীলার যদি পঁয়তাল্লিশ হয়, লীর হবে ষাট।

'আমাদের কোনো সাহায্য আপনার দরকার?' জানতে চাইল লী।

'যদি আপনারা লী আর শীলা রেফারী হন।'

পা নামিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল শীলা। 'হ্যাঁ, আমরাই।'

'মাসুদ রানা,' নিজের পরিচয় দিল ও। 'আপনাদের প্রতিবেশী

লোরা স্মিথের অতিথি।'

অপ্রতিভ ভাবটা নিমেষে কেটে গিয়ে আন্তরিক হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চেহারা দুটো।

'ওমা, তাই বলো! তুমি আমাদের সোনা মানিক লোরার বন্ধু!' খুশিতে চিক চিক করছে শীলার চোখ দুটো। 'কবে এসেছে সে?' স্বামীর দিকে তাকাল একবার। 'কতোদিন দেখি না ওকে, তা বছর তিন-চার তো হবেই, কি বল? এতোদিনে নিশ্চয়ই লোরা মানিক ধিঙ্গি হয়ে উঠেছে। রানার দিকে ফিরল আবার।'

'একটা ব্যাপারে একটু কৌতূহল হয়েছে, তাই ভাবলাম আপনারা যদি কিছু তথ্য দিতে পারেন,' বলল রানা।

'এই এলাকার সমস্ত খবর শীলার নখের ডগায়,' বলল লী। 'ও তোমাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করতে পারবে।'

'গাছের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে থেকো না ওখানে,' স্বামীকে ধমক লাগাল শীলা। 'গলা ভেজাবার জন্যে কিছু এনে দাও। দেখছ না, রোদ মাথায় করে হেঁটে এসে কেমন ক্লান্ত হয়ে গেছে বেচারা।'

'এক্ষুণি আনছি,' ব্যস্ত হয়ে উঠল লী। রানার দিকে ফিরে জানতে চাইল, 'কি ভায়া, বিয়ার চলবে তো?'

মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকাল রানা।

সদর দরজা খুলে রানার কব্জির পিছনটা খামচে ধরল শীলা, ওকে ঠেলে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছে, বলল, 'আমাদের সাথে লাঞ্চ খাচ্ছ তুমি।' অনুরোধ নয়, আদেশের মতো শোনাল কথাটা। অপ্রত্যাশিত স্নেহের এই আবদারটুকু কাঁধ ঝাঁকিয়ে মেনে নেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় দেখল না রানা।

লিভিং রুমটা অত্যন্ত আড়ম্বরের সাথে সাজানো। দেয়ালে সিল্কের

পর্দা, ইলেকট্রিক ঝাড় বাতি ঝুলছে সিলিং থেকে, দেয়ালের ওপর দিকে তৈলচিত্র। ফার্নিচারগুলো যতো না আধুনিক তার চেয়ে বেশি আরামদায়ক। কিচেন থেকে দুটো ঠাণ্ডা বিয়ার নিয়ে এলো লী। ওদিকে টেবিল সাজাতে শুরু করেছে শীলা। প্লেট উপচানো পটেটো স্যালাড, বেক করা বীন আর ভুনা গরুর মাংস। খালি বিয়ারের বোতলগুলো আবার ভর্তি করে আনল লী।

'আপনারা অনেকদিন থেকে বসবাস করছেন এখানে?' মুখ ভর্তি খাবার নিয়ে প্রশ্ন করল রানা।

'সাওয়াচে আমরা ছুটি কাটাতে আসতাম,' বলল লী। 'নেভী থেকে রিটায়ার করার পর স্থায়ী আস্তানা গেড়েছি এখানে। ডিপ-ওয়াটার ডাইভার ছিলাম আমি। বেণ্ড-এর একটা সিরিয়াস কেসে আক্রান্ত হয়ে মেয়াদ শেষ হবার আগেই অবসর নিয়েছি। সেটা বোধ হয় সত্তর সালের কথা।'

'একাত্তর,' স্বামীর ভুলটা সংশোধন করে দিল শীলা।

রানার দিকে তাকিয়ে একটা চোখ টিপল লী। 'রক্ত-মাংসের কমপিউটর বলতে পার শীলাকে।'

'বিধ্বস্ত কোনো প্লেনের কথা বলতে পারেন?' জানতে চাইল রানা। 'দশ মাইল চৌহদ্দির মধ্যে?'

চোখ পিটপিট করে স্মরণ করার চেষ্টা করল লী। 'কই, মনে পড়ছে না।' স্ত্রীর দিকে তাকাল সে। 'হ্যালো, কমপিউটার?'

'তোমার ব্যাপারটা যে কি, আমার ছাই মাথায় ঢোকে না,' নিরাশ ভঙ্গিতে বলল শীলা। 'সব কথা এতো তাড়াতাড়ি ভুলে যাও কিভাবে? ডায়মণ্ডের পিছনে বেচারা ডাক্তার আর তার বউ নিজেদের প্লেন অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা গেল, মনে নেই? আরেকটু সালাড দিই, রানা?'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'কাছাকাছি কোনো শহর নাকি ডায়মণ্ড?'

'এককালে ছিল। এখন ওটাকে স্রেফ কয়েকটা রাস্তার মোড় বলা চলে। একটা টর্নেডো এসে সব উড়িয়ে নিয়ে যাবার পর শহরটাকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়।

'হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে,' কাঁটা চামচের ডগা থেকে মাংসের টুকরো মুখের ভেতর নিয়ে চিবাচ্ছে লী। 'একটা সিঙ্গেল ইঞ্জিন প্লেন ছিল ওটা। পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে গিয়েছিল। ওদের সাথে ছেলে-মেয়েরাও ছিল, একজনও বাঁচেনি। লাশ সনাক্ত করতে এক হপ্তার ওপর সময় লেগেছিল।'

'এপ্রিল চুয়াত্তরের মর্মান্তিক ঘটনা,' বলল শীলা।

'আরো বড় প্লেন সম্পর্কে জানতে চাইছি আমি,' শান্তভাবে ব্যাখ্যা করল রানা। 'একটা এয়ারলাইনার। বিধ্বস্ত হয়েছে সম্ভবতঃ ত্রিশ কি চল্লিশ বছর আগে।'

বড়সড় লালচে মুখটা ঘুরিয়ে সিলিংয়ের দিকে চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকাল শীলা। কয়েক সেকেণ্ড কেটে যাবার পর এদিক ওদিক মাথা দোলাল সে। উঁহুঁ, কারো মুখে শুনেছি বলে তো মনে পড়ছে না। গত একশো বছরে যা কিছু ঘটেছে এই এলাকায়, সব আমার জানা আছে। একটা এয়ারলাইনার বিধ্বস্ত হওয়ার মতো রোমাঞ্চকর ঘটনা আমার কান এড়িয়ে যাবে, তা সম্ভব নয়। অন্তত এই এলাকায় বড় কোনো প্লেন পড়েনি আকাশ থেকে।'

'কিন্তু তুমি জানতে চাইছ কেন বলো তো?'

উত্তরটা দেবার আগে এক সেকেণ্ড ইতস্ততঃ করল রানা। পুরানো একটা প্লেনের নোজ গিয়ার আর অক্সিজেন ট্যাংক দেখে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু সেই কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্যে রোদ মাথায়

করে কয়েক মাইল হেঁটে এসে একটা পরিবারকে বিরক্ত করা বাড়াবাড়ি বৈকি। রানা নিজেও জানে না, এই সামান্য ব্যাপারটা এতো কেন অস্থির করে তুলেছে তাকে। শুধু কেন যেন মনে হচ্ছে, এর মধ্যে অস্বাভাবিক কি যেন আছে। কিসের সাথে যেন একটা যোগ আছে এই অবিষ্কারের, কিন্তু সেটা যে কি, মনের গভীরে ডুব দিয়েও কোনো হদিশ বের করতে পারছে না সে। 'লোরাদের গ্যারেজে পুরানো একটা প্লেনের কিছু পার্টস দেখলাম। নিশ্চয়ই ওর কাকা ওগুলো রেখেছিলেন ওখানে। আমার মনে হলো, আশপাশের কোনো পাহাড় থেকে পেয়েছিলেন হয়ত, নিয়ে এসে গ্যারেজে রেখেছিলেন।'

'বেচারা চার্লি স্মিথ,' ম্লান গলায় বলল শীলা। 'খোদা তাঁর আত্মা-কে শান্তিতে রাখুন। অদ্ভুত এক খ্যাপাটে মানুষ ছিলেন তিনি। কারো সাথে-পাঁচে থাকতেন না, কিন্তু সবাই তাঁকে এড়িয়ে চলত। লোহা-লক্কড় ছিল তাঁর একমাত্র সঙ্গী, একমাত্র সাধনা।'

'মানে ?' প্রশ্ন করল রানা।

কিন্তু স্বামী-স্ত্রী কেউই ওর প্রশ্নের উত্তর দিল না।

'তার মানে প্লেনের পার্টসগুলো ডেনভারের কোনো সারপ্লাস স্টোর থেকে কিনে নিয়ে এসেছিল চার্লি,' বলল লী। 'নিশ্চয়ই তাই। বিদ-ঘুটে আরো একটা কিছু আবিষ্কারের ইচ্ছে ছিল, সন্দেহ নেই।'

'আহা বেচারা!' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল শীলা রেফারী। 'তুনিয়ার কোনো ব্যাপারে কোনো খেয়াল ছিল না তার। নিজের দিকেও নজর দিত না। আধ-পাগলা ভাইকে নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে রাখার জন্যে লোরার বাবা কম চেষ্টা করেছে নাকি ? কিন্তু চার্লি নিজের সাধনা ছেড়ে কোথাও যেতে রাজি হয়নি।'

'সাধনা ?'

'রাজ্যের লোহা-লক্কড় যোগাড় করে কি সব আবিষ্কার করার চেষ্টা করত সে,' রানার দিকে ফিরে বলল লী। 'কিন্তু তার কোনো আবিষ্কারই কাজে লাগত না। কিন্তু তাই বলে দমবার পাত্র ছিল না সে।' ফিক করে হেসে ফেলল। 'বেচারা চার্লি একবার একটা অটোমেটিক ফিশিং-পোল কাস্টার তৈরি করল। পানি ছাড়া আর সবদিকে টোপ ছুঁড়ত সেটা।'

'আপনারা তাকে বেচারা বলছেন কেন?'

স্বামী-স্ত্রীর চেহারায় বিষাদের ছায়া পড়ল।

'চার্লি কিভাবে মারা গেছে শোনোনি তুমি? তোমাকে বলেনি লোরা?' মৃদু গলায় জানতে চাইল শীলা।

'শুধু বলেছে তিন বছর আগে মারা গেছে ওর কাকা।'

বিয়ারের খালি বোতলটা রানাকে দেখাল লী। 'আরো একটা দেবো নাকি?'

'না, ধন্যবাদ,' বলল রানা।

'ঘটনাটা মর্মান্তিক। বিস্ফোরিত হয়ে মারা যায় চার্লি।'

'বিস্ফোরিত হয়ে মারা যায়?'

'আমার ধারণা, ডিনামাইট,' বলল লী। 'কিন্তু আসলে কি ঘটেছে তা কেউ জানে না। জানবে কিভাবে, কিছু পাওয়া গেলে তবে তো। শুধু একটা বুড়ো আঙ্গুল আর একটা বুট জুতো ছাড়া কিছুই পাওয়া যায়নি।'

'শেরিফের রিপোর্টে বলা হয়েছিল, বিস্ফোরণটা চার্লির আরেকটা ব্যর্থ আবিষ্কারের পরিণতি।' কথাটা তর্কের সুরে বলল শীলা।

'ঘোড়ার ডিম!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল লী। 'শেরিফের রিপোর্টের এক পয়সা দাম দিই না আমি।'

'আবার তর্ক করছ তুমি ?' চোখ রাঙাল শীলা।

স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া শুরু হতে যাচ্ছে দেখে অস্বস্তিবোধ করছে রানা। তাচ্ছিল্যের সাথে স্ত্রীর দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে রানার দিকে তাকাল লী। 'যে যাই বলুক, কারো কথায় কান দিয়ো না তুমি। আমার ধারণাই সত্য বলে মনে করবে। বিস্ফোরক সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ ছিল চার্লি। আর্মীর একজন ডিমোলিসন এক্সপার্ট হিসেবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সারা দুনিয়ায় বোমা আর আর্টিলারী শেল ডিফিউজ করে বেড়িয়েছে সে। এই রকম একজন লোক বিস্ফোরক নাড়াচাড়া করার সময় ভুল করতে পারে না।'

'লীর কথায় কান দিয়ো না তুমি,' বলল শীলা। 'ওর ধারণা চার্লি খুন হয়েছে। যত্তোসব ! কার খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, অমন মাটির মতো একজন মানুষকে খুন করে খামোকা পাপের ভাগীদার হতে যাবে ? তাকে খুন করে কার কি লাভ ? কেউ বলবে, তার কোনো শত্রু ছিল ? বেচারা মারা গেছে স্রেফ দুর্ঘটনায়।'

'প্রমাণ করতে পারব না,' বলল লী। 'কিন্তু আমার ধারণা ঠিক তার উল্টো।'

'আর দুটো ফল দিই,' জানতে চাইল শীলা।

'না, ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'পেটে আর এক তিল জায়গা নেই।'

'তোমাকে, লী ?'

'আমার আর ক্ষিদে নেই,' বলল লী।

'কিছু মনে করবেন না,' বলল রানা। 'সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে আমি বোধ হয় একটু বেশি মাথা ঘামিয়ে ফেলেছি। গভীর পাহাড়ী এলাকার মাঝখানে প্লেনের পার্টস···আমি ভেবেছিলাম নিশ্চয়ই কোন বিধ্বস্ত এয়ার-লাইনের অংশ হবে ওগুলো।'

'এতে মনে করার কি আছে?' হাসছে লী রেফারী। 'ছোটোখাটো ব্যাপার নিয়ে অনেকেই আমরা ছেলেমানুষির চূড়ান্ত করে থাকি।'

উষ্ণ আন্তরিকতার সাথে রানাকে বিদায় দিল রেফারী পরিবার। ওদের আতিথেয়তা অনেক দিন মনে থাকবে রানার। বিদায় নেবার আগে কুকুরটার মাথায় হাত বুলিয়ে একটু আদর করল ও। কিন্তু মনের খুঁতখুঁতে ভাবটা কমা তো দূরের কথা, কেন যেন আরো বেড়ে গেল ওর।

গভীর রাত। চারদিকে নির্জন পাহাড়ী নিস্তব্ধতা। কেবিনের ভেতরও কোনো শব্দ নেই। একটা হাত বা পা ছুঁড়ে রানাকে ধাক্কাও দেয়নি লোরা। তবু ঘুম ভেঙে গেল ওর। সাথে সাথে মনে হলো যেন অনেকক্ষণ থেকে জেগে আছে ও, সমস্ত ইন্দ্রিয় সতর্ক সজাগ। মনের ভেতর আশ্চর্য একটা অশান্তি, অদ্ভুত একটা অস্থিরতা। এর জন্যে দায়ী সেই খুঁতখুঁতে ভাবটা। এটাই ঘুমের মধ্যে জাগিয়ে রেখেছিল তাকে।

খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। দূর আকাশে মেঘের ফাঁকে পিটপিট করছে তারা, নিচে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের আবছা কাঠামো। মাথার ভেতর কতোরকম ধারণা আসছে আর যাচ্ছে, কিন্তু বাস্তব ধাঁধার উত্তরটা কোনো মতে মেলাতে পারছে না ও।

ওর বুকে মুখ গুঁজে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে রয়েছে লোরা, গভীর ঘুমে অচেতন। সন্তর্পণে একটা হাত বাড়িয়ে বিছানার পাশের টেবিল থেকে সিগারেট প্যাকেট আর লাইটার তুলে নিল ও।

পুব আকাশের গায়ে ক্ষীণ আলোর পোঁচ। রিস্টওয়াচ দেখল রানা। তিন ঘণ্টা হলো ঘুম ভেঙেছে ওর। খোলা প্যাকেটে আর একটাও

সিগারেট নেই। ঘুমের মধ্যে একটা হাত তুলে দিয়েছে তার গায়ে লোরা। সন্তর্পণে সেটাকে নামিয়ে দিয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়ল ও। হাফ-প্যান্ট পরে নিয়ে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলো কেবিন থেকে।

উঠোনে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোরার জীপ। সেটার পাশে এসে দাঁড়াল রানা। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে গ্লাভ কমপার্টমেন্ট থেকে টর্চ বের করল ও, তারপর সোজা গিয়ে ঢুকল গ্যারেজে।

ক্যানভাস সরিয়ে অক্সিজেন ট্যাংকটা পরীক্ষা করতে শুরু করল রানা। আকৃতিটা সিলিণ্ডারের মতো, এক গজের কিছু বেশি হবে লম্বায়, আঠারো ইঞ্চি ডায়ামিটার। গায়ে অসংখ্য আঁচড়ের দাগ, অনেক জায়-গায় ছালও উঠে গেছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করল ট্যাংকের ফিটিংসগুলো। কয়েক মিনিট পরীক্ষা করার পর নোজ গিয়ারটার দিকে মনোযোগ দিল ও।

হুইল দুটো একটা অ্যাক্সেলের সাথে আটকানো, অ্যাক্সেলের দুটো প্রান্ত হুইল দুটোর মাঝখানে গিয়ে ঢুকেছে, ফলে সবটা মিলিয়ে ইংরে-জী টি অক্ষরের মাথার মতো দাঁড়িয়েছে আকৃতিটা। টায়ারগুলোর তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি। তিন ফিটের কাছাকাছি উঁচু ওগুলো। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, দুটোতেই এখনো বাতাস রয়েছে।

ক্যাচ ক্যাচ করে প্রতিবাদ জানাল গ্যারেজের দরজা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। অন্ধকার গ্যারেজে লোরা ঢুকছে। তার ওপর টর্চের আলো ফেলল রানা। শুধু নীল একটা নাইটি পরে আছে লোরা। চুল-গুলো এলোমেলো। চেহারায় ভীতি আর অনিশ্চয়তার ছাপ।

'রানা তুমি?'

'না,' অন্ধকারে হাসছে ও। 'ভূত।'

ফোঁস করে স্বস্তির একটা হাঁফ ছাড়ল লোরা, এগিয়ে এলো সামনের দিকে। 'কি করছ তুমি এখানে ?'

'অশান্তি বাড়াচ্ছি,' বলল রানা। 'মনের খুঁতখুঁতে ভাবটা দূর করার জন্যে এসেছিলাম, তা আরো বেড়ে গেল। এখন বুঝতে পারছি, গোটা ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর রহস্য আমাকে ভেদ করতেই হবে।'

বোকার মতো কয়েক সেকেণ্ড রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল লোরা। ঠাণ্ডায় কাঁপছে সে। 'ফালতু একটা জিনিস নিয়ে শুধু শুধু সময় নষ্ট করছ, রানা। রেফারীরা যা বলেছে সেটাই ঠিক। কোনো স্যালভেজ ইয়ার্ড থেকে এগুলো যোগাড় করে এনেছিল কাকা।'

'আমার তা মনে হয় না।

'কিন্তু কাকা যে পুরানো লোহা-লক্কড় কিনে আনতেন সে-কথা তো আর মিথ্যে নয়,' বলল লোরা। 'তোমার চারদিকে তাকিয়ে দেখো না। এটা সেটা দিয়ে কতো কিছুই না তৈরি করেছেন তিনি, কিন্তু কোনোটাই সম্পূর্ণ নয়।'

'অসম্পূর্ণ, ঠিক বলেছ,' বলল রানা। 'কিন্তু প্রতিটি লোহা-লক্কড় দিয়ে কিছু না কিছু একটা তৈরি করেছেন তিনি। শুধু অক্সিজেন ট্যাংক আর নোজ গিয়ারে হাত দেননি। কেন ?'

'কেন আবার ! ওগুলো নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় পান নি তিনি, তাই।'

'হয়ত।'

'চুকে গেল সব,' বলল লোরা। 'এবার কেবিনে চলো। ঠাণ্ডায় জমে বরফ হয়ে যাচ্ছি আমি।'

'দুঃখিত, আমার কাজ এখনো শেষ হয়নি।'

'আর কি দেখার আছে ?'

‘এদিকে দেখো,’ বলল রানা। অক্সিজেন ট্যাংকের ওপর টর্চের আলো ফেলল ও। ‘ফিটিংগুলো দেখছ?’

রানার কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ল লোরা। ‘হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। ভাঙা। আর কি আশা করো তুমি?’

‘কোনো স্যালভেজ ইয়ার্ডের বাতিল একটা এয়ারক্রাফট থেকে এগুলো খোলা হয়ে থাকলে মাউন্টিং ব্র্যাকেট আর লাইনের সাথে ফিটিং-গুলো রেঞ্চ, টর্চ অথবা হেভী শিয়ার্সের সাহায্যে খোলা হতো। কিন্তু তা হয়নি। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, প্রচণ্ড শক্তির টানে পড়ে আলাদা হয়েছে এগুলো। নোজ গিয়ারটারও একই অবস্থা। স্ট্রাট বাঁকা হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়েছে হাইড্রলিক শক অ্যাবজরবার-এর ঠিক নিচে। অদ্ভুত ব্যাপার, ভাঙনগুলো একই সময়ে ঘটেনি। ভাঙা কিনারাগুলো দেখো, অনেকটা মসৃণ হয়ে এসেছে, মরচে ধরে গেছে—কিন্তু ওপরের খানিকটা অংশ এখনো কর্কশ, ঠিক মতো মরচে ধরতে পারেনি।’

‘এতো সব বুঝি না ছাই,’ বলল লোরা। ‘কি প্রমাণ হচ্ছে তাই বলো।’

‘তুনিয়া-কাঁপানো কিছু নয়,’ হাসল রানা। ‘কিন্তু এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে এগুলো কোনো স্যালভেজ ইয়ার্ড বা সারপ্লাস স্টোর থেকে আসেনি।’

‘যাক, শেষ পর্যন্ত তুমিই জিতলে। এবার খুশি?’

‘ঠিক তার উল্টো,’ বলল রানা। অক্সিজেন ট্যাংকটা তু’হাত দিয়ে ধরে তুলে ফেলল ও, বয়ে নিয়ে এলো বাইরে। জীপের ওপর রাখল সেটা। ‘নোজ গিয়ারটা বয়ে নিয়ে আসা আমার একার পক্ষে সম্ভব নয়, তোমার সাহায্য লাগবে।’

‘মানে? কি করতে চাও তুমি?’

'মার্কেটিং করার জন্যে ডেনভারে যাবে বলেছিলে তুমি, মনে আছে ?'

'তাতে কি ?'

'তুমি যখন শহরটা কিনতে ব্যস্ত থাকবে, আমি তখন স্টাপলটন এয়ারপোর্টের কাউকে ধরে জানার চেষ্টা করব কোন্ এয়ারক্রাফটের অংশ এগুলো।'

'খামোখা কেন বেগার খাটতে যাচ্ছ ?'

মুচকি হাসল রানা। 'কিছু একটা নিয়ে থাকতে হবে তো ? বড় একঘেয়ে লাগছে, লোরা। তোমার তবু তো চিঠিপত্র লেখার কাজ আছে, সারাটা দিন আমি কি করি বলো তো ?'

বিমূঢ় দৃষ্টিতে রানার কাণ্ডকারখানা লক্ষ্য করছে লোরা। গ্যারেজ থেকে দুটো চওড়া কাঠের তক্তা বের করে আনছে সে। জীপের টেইল-গেটের ওপর তক্তা দুটোর দুই প্রান্ত রাখল, বাকি প্রান্ত দুটো মাটিতে ঠেকে আছে। নোজ গিয়ারটা টেনে তুলতে সুবিধে হবে এখন।

'রেডি ?'

'কিন্তু তোমাকে সাহায্য করতে গেলে আমার নাইটি নোংরা হয়ে...'

'খুলে ফেলো,' সহজ সমাধান জানিয়ে দিল রানা।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো একটা পেরেকের সাথে পোশাকটা লটকে রাখল লোরা। দু'জন ধরাধরি করে বের করে আনল নোজ গিয়ারটা। রানা হাফ-প্যান্ট পরে রয়েছে। লোরা স্মিথ সম্পূর্ণ নগ্না। একটুতেই হাঁপিয়ে উঠল লোরা। কিন্তু রানা হাসছে। জীপের পিছনে সহজেই তোলা গেল নোজ গিয়ারটা।

টেইলগেট বন্ধ করছে রানা। ভোরের আলোয় দাঁড়িয়ে নিজের

গায়ের ধুলো ঝাড়ছে লোরা, আর ভাবছে, বড় আশ্চর্য এই পুরুষগুলো, মাথার ভেতর কি চলছে বোঝার কোনো উপায় নেই।

স্টাপলটন এয়ারপোর্ট। ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিসট্রেশন-এর এয়ার ক্যারিয়ার ডিস্ট্রিক্ট অফিস। প্রিন্সিপাল মেইন্টেন্যান্স ইন্স-পেক্টর কেন্ট রুথ জীপ থেকে নামাবার আগেই অক্সিজেন ট্যাংক আর নোজ গিয়ারটা একনজর দেখে নিয়েছে। রানাকে নিয়ে হ্যাঙ্গারের ভেতর ঢুকল সে। 'পাহাড়ে পেয়েছেন ওগুলো, বলছেন?'

'লিডভিল-এর ত্রিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে, সাওয়াচ রেঞ্জে,' বলল রানা। প্রায় চিৎকার করে কথা বলতে হচ্ছে ওদেরকে। এফ-এ-এ-র হ্যাঙ্গারের প্রকাণ্ড দরজা দিয়ে অক্সিজেন ট্যাংক আর নোজ গিয়ারটা নিয়ে সগর্জনে ভেতরে ঢুকছে একটা ফর্কলিফট।

'হুঁ,' বলল কেন্ট রুথ। 'দেখে তেমন কিছু জানা গেল না।' একটা সিগারেট ধরিয়ে শুরু করল ইন্সপেক্টর, 'অক্সিজেন ট্যাংকটা সম্পর্কে এখুনি কিছু বলার নেই আমার। দ্বিতীয়টা সম্পর্কে বলতে পারি, ওটা একটা প্লেনের সামনের দিকের ল্যাণ্ডিং গিয়ার, যে প্লেনটার ওজন হবে সত্তর কি আশি হাজার পাউণ্ড। হাই স্পীডে জেট ল্যাণ্ডিংয়ের চাপ সহ্য করার মতো ক্ষমতা টায়ারগুলোর নেই, তারমানে প্লেনটা জেট নয়, ওটার প্রপেলার ছিল। তাছাড়া, স্ট্রাট-এর ডিজাইন এমন একটা টাই-পের, যা উনিশশো পঞ্চান্ন সালের পর থেকে আর তৈরি করা হচ্ছে না। টায়ারগুলো গুড ইয়ার কোম্পানীর, আর হুইলগুলো শিকাগোর রানটোল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর। কিন্তু প্লেনটা কাদের তৈরি বা কে ওটার মালিক ছিল, তা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। বুঝব, এমন কোনো সূত্র চোখে পড়েনি আমার।'

‘তারমানে এখানেই এর সমাপ্তি ?’

‘সবুর, এখুনি নিরাশ হয়ে পড়লে চলবে কেন ?’ হাসল কেণ্ট রুথ। কষে একটা টান দিল সিগারেট। ‘পরিষ্কার পড়া যাচ্ছে এমন একটা সিরিয়াল নাম্বার রয়েছে স্ট্রাটে। এই বিশেষ ধরনের নোজ গিয়ারের ডিজাইন কোন্ ধরনের প্লেনের জন্যে তৈরি করা হয়েছিল জানতে পারলেই ম্যানুফ্যাকচারারের সূত্র ধরে স্ট্রাটের সিরিয়াল নাম্বার মিলিয়ে বের করা যাবে কোন্ প্লেনের অংশ এগুলো।’

‘আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে কাজটা খুব সহজ ?’

‘এগুলো ছাড়া আর কোনো পার্টস নেই ?’

‘নেই।’

‘কি মনে করে এগুলো এখানে নিয়ে এসেছেন আপনি ?’ জানতে চাইল কেণ্ট রুথ।

‘আমার জানামতে, কেউ যদি এগুলোর পরিচয় উদ্ধার করতে পারে তো ফেডারেল এভিয়েসন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনই পারবে।’

‘সমস্যায় ফেলে দিয়ে মজা দেখতে চান, তাই না ?’ হাসছে রুথ।

‘না,’ হাসছে না রানা। ‘সমাধান নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যেতে চাই।’

‘কিন্তু সূত্রের সংখ্যা বড় কম,’ বলল রুথ। ‘তবু দেখা যাক। ভাগ্য কখন যে প্রসন্ন হয়, কেউ তা বলতে পারে না।’

কংক্রিটের মেঝেতে লাল রঙের একটা বৃত্ত আঁকা রয়েছে, বুড়ো আঙ্গুল বাঁকা করে জায়গাটা দেখাল রুথ। ফর্কলিফটের অপারেটর সায় দিল মাথা নেড়ে, তারপর তিন দিক রেইলিং ঘেরা ট্রেটা নামাল সেখানে। নব্বই ডিগ্রী বাঁক নিয়ে হ্যাঙ্গারের আরেক কোণে চলে গেল ফর্কলিফট।

অক্সিজেন ট্যাংকটা তুলে নিল রুথ। গভীর মনোযোগের সাথে নেড়েচেড়ে দেখছে। একটু পরই সেটাকে নামিয়ে রাখল। 'এটা কোনো সূত্রই নয়,' তাচ্ছিল্যের সাথে বলল সে। 'এ-ধরনের ট্যাংক এখনো তৈরি করছে বেশ কয়েকটা প্রতিষ্ঠান, অন্ততঃ বিশটা বিভিন্ন টাইপের এরোপ্লেনে ব্যবহার করা হচ্ছে এগুলো।'

হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল সে। নোজ গিয়ারটার প্রতিটি ইঞ্চি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল। এক পর্যায়ে সেটাকে ঘুরিয়ে বসাবার জন্যে রানার সাহায্য নিল সে। পাঁচ মিনিট পেরিয়ে গেল, একটা কথাও বলছে না।

রানাই নিস্তব্ধতা ভাঙল। 'কিছু বুঝতে পারছেন?'

'অনেক কিছু,' সিধে হয়ে দাঁড়াল রুথ। 'কিন্তু আসল প্রশ্নের উত্তর তাতে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'তাহলে উপায়?'

'এই ধরনের পরিস্থিতিতে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের টেকনিশিয়ানদেরকে ডেকে পাঠাই আমি,' বলল রুথ। 'কিন্তু এখন তা না করে একটা শর্টকাট রাস্তা ধরতে চাই। ইউনাইটেড এয়ারলাইনসের মেইন্টেন্যান্স চীফ হার্ভে ডোলানের সাহায্য নেবো আমি। এয়ারক্রাফটের ব্যাপারে সচল একটা এনসাইক্লোপিডিয়া বলা যেতে পারে তাকে।'

'কে তুলেছে ফটোগুলো?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল হার্ভে ডোলান। একটা ফিলটার সিগারেট ঝুলছে তাঁর ঠোঁটে। নোজ গিয়ারের পোলারয়েড ছবিগুলো পরীক্ষা করছে সে।

'আমি,' বলল রুথ।

'জঘন্য, জঘন্য! তুমি কোনো ফটোগ্রাফারই নও,' একরাশ বিরক্তির সাথে বলল ডোলান। 'লাইটিং সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা

নেই।'

'তোমার কাছ থেকে ফটোর সমালোচনা চাইনি আমি,' বলল রুথ, তার গলাতেও তীব্র ব্যঙ্গ ফুটে উঠল। 'গিয়ারটা কোন্ এয়ারক্রাফট থেকে এসেছে বলতে পারো কিনা দেখো।'

'একটু যেন চেনা চেনা লাগছে,' বলল ডোলান। 'বি-টোয়েনটি-নাইনের একটা অংশ হওয়া বিচিত্র নয়।'

'ওতে কাজ হবে না। পরিষ্কার জানতে চাই আমরা,' বলল রুথ। 'তা নাহলে স্বীকার করো, তোমার দ্বারা হবে না।'

'ঝাপসা কয়েকটা ফটো নিয়ে এসে এর বেশি কিছু জানতে চাওয়ার অধিকার নেই তোমার।'

দু'জনে মারামারি লেগে যাবে নাকি? রানার চোখে ক্ষীণ উদ্বেগ। সেটা লক্ষ্য করে হেসে ফেলল রুথ। বলল, 'কিছু মনে করবেন না, মিঃ রানা। আমাদের মধ্যে একটা চুক্তি আছে, কাজের সময় পরস্পরের সাথে আমরা ভদ্র আচরণ করব না। কিন্তু পাঁচটা বাজার সাথে সাথে একজন আরেকজনের কাঁধে হাত রেখে বিয়ার খেতে যাই আমরা।'

'সেই বিয়ারের দাম যদিও বরাবর আমিই দিয়ে আসছি,' বলল ডোলান।

'নোজ গিয়ার সম্পর্কে...' শুরু করল রানা।

'ও হ্যাঁ,' ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে হাসল ডোলান। 'দেখা যাক, কতোদূর সাহায্য করতে পারি আমি।' রিভলভিং চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে, ডেস্ক ঘুরে এগিয়ে গেল একটা বুক শেলফের দিকে। মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত লম্বা সেটা, মোটা মোটা বইতে ঠাসা। 'এগুলো সব পুরানো মেইন্টেন্যান্স ম্যানুয়াল,' সকৌতুকে বলল সে। 'কমার্শিয়াল এভিয়েশনে আমিই বোধহয় একমাত্র পাগল যে এগুলো সংগ্রহ করে

রেখেছি।' সের পাঁচেক ওজনের একটা ম্যানুয়াল নামাল সে। এক হাতের ওপর সেটাকে রেখে দ্রুত পাতা উল্টে যাচ্ছে। মিনিট খানেকের মধ্যে যা খুঁজছিল পেয়ে গেল। খোলা বইটা ধপাস করে ফেলল ডেস্কের ওপর। বইয়ের পাতার এক জায়গায় একটা আঙ্গুল রেখে বলল, 'চিনতে পারছেন ?'

ছবিটা একটা নোজ গিয়ারের লাইন ড্রয়িং।

'হুইল কাস্টিং, পার্টস, এবং ডাইমেনশন'—বইয়ের পৃষ্ঠার ওপর আঙ্গুল দিয়ে টোকা মারছে রুথ—'ওগুলো এক এবং সমান।'

'কোন্ প্লেনের ?' জানতে চাইল রানা।

'বোয়িং স্ট্রাটোক্রুজার,' বলল ডোলান। 'বি-টোয়েনটি-নাইন অনু-মানটা খুব একটা ভুল হয়নি আমার। বম্বার ডিজাইনের ওপর ভিত্তি করেই স্ট্রাটোক্রুজারের ডিজাইন তৈরি করা হয়েছিল। এয়ারফোর্স এগুলোকে সি-নাইনটি-সেভেন নামে ব্যবহার করতো।'

উড়ন্ত একটা স্ট্রাটোক্রুজারের ছবি দেখাল ওদেরকে ডোলান। অদ্ভুতদর্শন একটা প্লেন, জোড়া পেটওয়ালা তিমির মতো দেখাচ্ছে ফিউজিলাজ।

'ছোটবেলায় উড়তে দেখেছি,' বলল রুথ। 'প্যান অ্যাম ব্যবহার করতো এগুলো।'

'ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সও ব্যবহার করতো,' বলল ডোলান।

'এবার ?' মুখ তুলে ডোলানের দিকে তাকাল রানা।

'সীটল-এ বোয়িং-এর কাছে পাঠিয়ে দিই নোজ গিয়ারটার সিরি-য়াল নাম্বার, অনুরোধ করব সিরিয়াল নাম্বার ধরে বের করে দিক প্লেন-টার পরিচয়। ওয়াশিংটনে ন্যাশন্যাল ট্রান্সপোর্টেশন সেফটি বোর্ডকেও ফোন করব আমি। দেশের কোথাও কোনো কমার্শিয়াল স্ট্রাটোক্রুজার

নিখোঁজ হয়ে থাকলে ওদের কাছে তার রেকর্ড থাকার কথা।'

'যদি খবর আসে, হ্যাঁ, একটা প্লেন নিখোঁজ হয়েছিল?'

'রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যে এফ-এ-এ অফিশিয়াল ইনভেস্টিগেশনের ব্যবস্থা করবে,' বলল ডোলান। 'তারপর দেখা যাবে কোথাকার পানি কোথায় গড়ায়।'

তিন

পরবর্তী দুটো দিন একটা চার্টার করা হেলিকপ্টারে কাটাল রানা। পাহাড়ের মাথার ওপর সারাটা দিন চক্কর দিয়ে বেড়াল 'কপ্টারটা, প্রতিবার আকারে বড় হচ্ছে বৃত্তটা। প্রথম দিনই দুর্ঘটনার দুটো জায়গা দেখতে পেল পাইলট আর ও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জানা গেল দুটোই আবিষ্কৃত এবং চিহ্নিত ধ্বংসাবশেষ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকায় অসাড় হয়ে গেছে রানার নিতম্ব, 'কপ্টারের কাঁপুনিতে সারা শরীর থেঁতলে গেছে। লোরার কেবিনটা দেখতে পেয়ে খুশি হয়ে উঠল মনটা।

কেবিনের সামনে সবুজ ঘাসের ওপর নামল 'কপ্টার। খানিক পর সেফটি বেল্ট খুলে নেমে পড়ল রানা।

'কাল আবার ওই একই সময়, স্যার?' জানতে চাইল পাইলট।

মাথা দোলাল রানা। 'কাল আমরা দক্ষিণ দিকে যাবো, উপত্যকার নিচের দিকটা দেখতে হবে।'

কেবিনের দিকে হাঁটছে রানা, বাতাসে চুল উড়িয়ে ছুটে আসছে লোরা। 'কপ্টার নিয়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছে পাইলট। রানার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল লোরা। জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ ঘষছে। দু'হাত দিয়ে ধরে তাকে একটু সরিয়ে দিল রানা। বিকেলের পড়ন্ত রোদ লেগে বেগুনি চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। এইমাত্র স্নান করেছে লোরা,

শরীরটা ঠাণ্ডা বরফ। 'আবার গোসল করতে চাও নাকি?' বলল রানা। 'দেখছ না ঘামে ভিজে নোংরা হয়ে আছি?'

লোরাকে এক হাত নিয়ে জড়িয়ে নিয়ে হাঁটছে রানা। 'সারাদিন খুব একা বোধ করেছ, তাই না?'

হঠাৎ নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল লোরা। 'ভুলেই গেছি! তাড়াতাড়ি করো, এখনো হয়ত ধরতে পারবে তাকে।'

'ধরতে পারব? কাকে?'

'কেন্ট রুথকে। খবর পাঠিয়েছে সে।'

'কিভাবে? তোমাদের তো টেলিফোন নেই।'

'একজন ফরেস্ট রেঞ্জার খবর দিয়ে গেছে। কেন্ট রুথের অফিসে ফোন করতে হবে তোমাকে। খুবই নাকি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।'

'কিন্তু ফোন পাবো কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

'কোথায় আবার, রেফারীদের ওখানে।'

লী বাড়িতে নেই, শহরে গেছে। কিন্তু শীলা ওকে আন্তরিকতার সাথে অভ্যর্থনা জানাল, হাত ধরে নিয়ে এলো টেলিফোনের কাছে। ডায়াল করার আগে একটা সিগারেট ধরাল রানা, ইতিমধ্যে কামরা থেকে বেরিয়ে গেছে শীলা।

অত্যন্ত দক্ষ অপারেটর, দশ সেকেণ্ডের মধ্যে কেন্ট রুথের সাথে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিল সে।

'চাবি ঘুরিয়ে চালু করে দিলেন আমাকে, তারপর একেবারে হাওয়া হয়ে গেলেন যে, মিঃ রানা?'

'আপনি আমার ঠিকানা পেলেন কিভাবে?' জানতে চাইল রানা।

'আমার গাড়িতে রেডিও আছে,' বলল কেন্ট রুথ। পাবলিক কমি-

উনিকেশন স্যাটেলাইট-এর মাধ্যমে হোয়াইট রিভার ন্যাশন্যাল ফরেস্ট-এর একটা রেঞ্জার স্টেশনে সিগন্যাল পাঠিয়ে জানিয়ে দিই মেসেজটা রিলে করার জন্যে।' দ্রুত বলে গেল রুথ।

'খবরটা কি?'

'ভালো-মন্দে মেশানো খবর···

'আগে ভালোটা,' বলল রানা।

'বোয়িঙের কাছ থেকে খবর পেয়েছি, নোজ গিয়ারটা অরিজিন্যাল ইকুইপমেন্ট হিসেবে পঁচাত্তর হাজার চারশো তিপ্পান্ন নম্বর এয়ার-ফ্রেমে লাগানো হয়েছিল। মন্দ খবর, ওই নির্দিষ্ট প্লেনটা সামরিক বাহিনীর।'

'এয়ারফোর্সের?'

'সেই রকমই মনে হচ্ছে। ন্যাশন্যাল ট্রান্সপোর্টেশন সেফটি বোর্ড নিখোঁজ কোনো কমার্শিয়াল স্ট্রাটোক্রুজারের কথা বলতে পারছে না।'

'হুঁ,' বলল রানা। 'এ-ব্যাপারে আপনাদের বোধহয় আর কিছু করার নেই, তাই না? আমার যতদূর জানা আছে, এয়ারফোর্সের সেফটি আপনাদের মাথা ঘামাবার বিষয় নয়।'

'কিন্তু আপনি ইচ্ছে করলে তদন্ত চালিয়ে যেতে পারবেন।'

'দেখা যাক,' বলল রানা।

'আপনি তদন্ত চালিয়ে যাবেন ধরে নিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় নরটন এয়ার ফোর্স বেস-এর সেফটি বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেলকে একটু অনুরোধ করেছি আমি, আপনার নামে। পঁচাত্তর হাজার চারশো তিপ্পান্ন নম্বর বোয়িং-এর ইতিহাস জানতে চেয়েছি ওদের কাছে। এক-জন কর্ণেল, কর্ণেল রেজনিক, তথ্য পাওয়ামাত্র আপনার সাথে যোগা-যোগ করবেন।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'কর্ণেল রেজনিকের ফাংশানটা কি

বলতে পারেন?'

'একই পদ আর দায়িত্ব আমাদের, তবে তিনি সামরিক বাহিনীর স্বার্থ দেখছেন,' বলল রুথ। 'পশ্চিমে যতো এয়ারফোর্স ফ্লাইং অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে তার কারণ অনুসন্ধান করাই তার কাজ।'

'গুড,' বলল রানা। 'এবার তাহলে একটা উত্তর পাওয়া যাবে।'

'আমিও তাই আশা করি।' খানিক ইতস্ততঃ করল রুথ, তারপর আবার বলল, 'আচ্ছা, শেষ পর্যন্ত যদি জানা যায় যে মিস্ লোরার গ্যারেজে অক্সিজেন ট্যাংক আর নোজ গিয়ারটা থাকার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে, তাহলে কি হবে?'

'আমার বিশ্বাস, এর রহস্য আরো গভীরে লুকিয়ে আছে।'

ধীরে ধীরে রিসিভারটা ক্রাডলে রেখে দিয়ে সেটার দিকে স্তম্ভিত-দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কেন্ট রুথ। শিরদাঁড়ার কাছে আশ্চর্য একটা শিরশিরে ভাব অনুভব করছে সে। রানার গলার আওয়াজটা অস্বাভাবিক গম্ভীর লাগল তার কানে, যেন কবরের ভেতর থেকে গম গম করে উঠছে।

দু'দিন পরের ঘটনা।

কেবিনের ডাইনিং টেবিলে গম্ভীর মুখে একা বসে আছে রানা। সামনে খোলা রয়েছে একটা টপোগ্রাফিক্যাল ম্যাপ। সন্ধ্যা উতরে যাবার পর ক্লান্ত হয়ে চেয়ারে হেলান দিল ও, হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ দুটো ডলছে। ছুটি কাটাতে এসে একটা এরোপ্লেনের ভূত সওয়ার হয়েছে কাঁধে, কিন্তু ভূতের চেহারা দেখার সমস্ত চেষ্টা এখন পর্যন্ত ব্যর্থ। লাভের মধ্যে মনোলোভা এক বান্ধবীকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছে সে, আর মোটা টাকা গচ্চা দিয়েছে 'কপ্টারের ভাড়া গুণে। কিন্তু তবু হাল ছাড়েনি

সে। যতো দিন যাচ্ছে ততো আরো বেশি করে মনে হচ্ছে তার, এই ব্যাপারটার সাথে তার নিজের কি একটা যেন যোগাযোগ আছে। নোজ গিয়ার আর অক্সিজেন ট্যাংকটা প্রথম দেখেই যেমন মনে হয়েছিল—তার আবিষ্কারের অপেক্ষাতেই যেন পড়ে আছে ওগুলো। যাই হোক, জেদ চেপে গেছে তার, মনের খুঁতখুঁতে ভাবটা দূর না হওয়া পর্যন্ত এখান থেকে নড়ছে না সে। সেজন্যেই গতকাল ওয়াশিংটনে ফিরে যাবার কথা থাকলেও ফেরেনি সে, অসন্তুষ্ট হয়ে একা ফিরে যেতে হয়েছে লোরাকে।

সিগারেট ধরাচ্ছে রানা, লাইটার ধরা হাতটা হঠাৎ স্থির হয়ে গেল। কাঠের সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ। ভুরু কুঁচকে উঠল। অস্বাভাবিক ভারি শব্দ, যেই হোক দুই মনের কম নয় ওজন। একটু পরই সামনের ব্যালকনিতে উঠে এলো পায়ের আওয়াজটা। দু'সেকেণ্ড পর দরজা দিয়ে প্রকাণ্ড একটা দাড়ি কামানো মুখ উঁকি দিল, দুই চোখে শিশুর সরলতা, সারা মুখে নির্মল হাসির উদ্ভাস। তার ঠোঁটের ওপর গোঁফ জোড়া দেখার মতো, যেমন ঘন তেমনি লম্বা চওড়া—চেহারায় বাঘের মতো একটা ছাপ এনে দিয়েছে। প্রথম দর্শনেই তাকে ভালো লেগে গেল রানার। কিন্তু কে হতে পারে? এখানে কোত্থেকে?

'বাড়িতে কেউ আছেন নাকি?'

চেয়ার থেকে না উঠেই বলল রানা, 'ভেতরে আসুন।'

ঘরের ভেতর ঢুকল লোকটা। বিশাল শরীর, ধড়টা মস্ত এক ড্রামের মতো। দুশো বিশ পাউণ্ডের কম হবে না, অনুমান করল রানা। ওর দিকে একটা বাঘের থাবা বাড়িয়ে দিল সে। 'আপনি নিশ্চয়ই মাসুদ রানা?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'বসুন।'

রানার সামনের একটা চেয়ারে বসল লোকটা। 'ভাগ্যকে ধন্যবাদ,

প্রথম চেষ্টাতেই পেয়েছি আপনাকে। পাহাড়ী এলাকা, তার ওপর সন্ধ্যা হয়ে গেছে, ভয় হচ্ছিল পথ হারিয়ে ফেলেছি। আমি রেজনিক। অ্যাবি রেজনিক।'

'কর্ণেল রেজনিক?'

'টাইটেল বাদ দিন। দেখছেন না, সাদা পোশাক পরে এসেছি আমি?'

'আপনি ব্যক্তিগতভাবে আসবেন তা কিন্তু আশা করিনি আমি,' বলল রানা। 'এতো কষ্ট স্বীকার না করে একটা চিঠি লিখলেও হতো।'

ঠোঁটের হাসিটা সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল কর্ণেল রেজনিকের। 'আসলে এক ঢিলে দুটো পাখী মারছি আমি,' বলল সে। 'ইলিয়নয়েসে চানুট এয়ারফোর্স বেসে আগামী হপ্তায় এয়ারক্রাফট সেফটির ওপর ভাষণ দেবার কথা আমার। পথের মধ্যে আপনি পড়েন, তাই ভাবলাম আপনার মত স্বনামধন্য ব্যক্তির সাথে পরিচিত হবার এই সুযোগটা হাত ছাড়া করা উচিত হবে না। তাছাড়া, এদিকে ভালো ট্রাউট পাওয়া যায় বলে শুনেছি, ভাবলাম, ওদেরকে নিয়ে একটু খেলাও হবে।'

'তার মানে এক ঢিলে তিন পাখী মারছেন আপনি,' বলল রানা। 'এসে ভালো করেছেন। একা বসে ভেরেণ্ডা ভাজছি আমি। আপনার সাথে কথা বলে তবু সময়টা একটু কাটবে। সাথে লাগেজ আছে?'

'বাইরে, একটা ভাড়া করা গাড়িতে।'

'নিয়ে আসুন, আমি কফি চড়াচ্ছি,' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা।

কর্ণেল রেজনিকও উঠে দাঁড়ালো। বলল, 'আসার পথে কেন্ট রুথের সাথে দেখা করে এসেছি আমি।'

'তার মানে নোজ গিয়ারটা আপনি দেখেছেন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে হাতের লেদার ব্রীফকেসটা টেবিলের ওপর রাখল কর্নেল রেজনিক। সাইড পকেটের চেইন খুলে ভেতর থেকে একটা স্ট্যাপল পিন মারা ফোল্ডার বের করে ধরিয়ে দিল রানার হাতে। 'এয়ারফোর্সের বোয়িং সি-নাইনটি-সেভেন, নাম্বার সেভেন-ফাইভ-ফোর-ফাইভ-থ্রি-এর স্ট্যাটাস রিপোর্ট এটা। এই স্ট্রাটোক্রুজারের কমাণ্ডার ছিল মেজর ভ্যান জনসন। আমি লাগেজ নিয়ে এসে খুলছি, এই ফাঁকে রিপোর্টটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিতে পারেন আপনি, মিঃ রানা।' একটু থেমে হাসল সে। 'কোনো প্রশ্ন থাকলে হুংকার ছাড়বেন, কেমন ?'

দশ মিনিট পর অতিরিক্ত বেডরুমে নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে ফিরে এলো কর্নেল রেজনিক। টেবিলের উল্টোদিকে রানার মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসল সে। 'আপনার কৌতূহল মিটেছে তো ?'

ফোল্ডারের ওপর দিয়ে তাকাল রানা। 'এরা বলছে, উনিশশো চুয়ান্ন সালের জানুয়ারীতে একটা রুটিন ফ্লাইটে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে হাওয়াই যাবার পথে প্রশান্ত মহাসাগরের কোথাও নিখোঁজ হয় স্ট্রাটোক্রুজার।

'এয়ারফোর্সের রেকর্ডে তাই দেখা যাচ্ছে।'

'কিন্তু নোজ গিয়ারটা তাহলে এখানে কলোরাডোয় এলো কি-ভাবে ?'

'গভীর কোনো রহস্য নেই এর মধ্যে। একটা প্লেনের সার্ভিস জীবনে তার পুরানো গিয়ার বদলাবার দরকার হতে পারে, বদলানো হয়ও। অনেক সময় হার্ড ল্যাণ্ডিঙের ফলে স্ট্রাটে চিড় ধরে। অথবা টো করার সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই রকম আরো অনেক কারণে গিয়ার বদলাবার দরকার হয়।'

'মেইন্টেন্যান্স রেকর্ডে তার কথা উল্লেখ থাকে না?'

'না।'

'ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত না?'

'নিয়মের লঙ্ঘন, হয়ত। কিন্তু অদ্ভুত বলা যায় না। মেকানিকরা মেকানিক্যাল পার্টস সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ, খাতা-পত্র লেখার কাজে তেমন পটু নয়।'

ফোল্ডারে টোকা মারল রানা। 'এতে আরো বলা হয়েছে, প্লেন বা তার ক্রুদের কোনো সন্ধানই পাওয়া যায়নি।'

'হ্যাঁ, এখানে একটু রহস্য রয়েছে বলে মনে হয়। যদিও, এর একটা পানির মতো সহজ উত্তরও আছে। রেকর্ডে দেখা যাচ্ছে, সার্চটা ছিল অস্বাভাবিক জোরালো। অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে সম্ভাব্য সমস্ত জায়গায় তন্নতন্ন করে খোঁজা হয় প্লেনটাকে। গ্রাউণ্ড ফোর্সকেও ডাকা হয়েছিল। এয়ারফোর্স আর নেভীর যৌথ প্রচেষ্টা তো ছিলই। কোনো ফল হয়নি।' মাথা নেড়ে রানাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ওর হাত থেকে কফির কাপটা নিল সে। 'যাই হোক, সহজ উত্তরটা হলো, প্রশান্ত মহাসাগরের নিচে শুয়ে আছে স্ট্রাটোক্রুজার। কেউ যদি এটাকে বিরাট একটা রহস্য মনে করে, আপত্তি নেই, কিন্তু সে-রহস্যের কোনো সমাধান কখনো পাওয়া যাবে না। এমন ডজন ডজন প্লেনের উল্লেখ আছে আমাদের ফাইলে, যেগুলোর কোনো সন্ধান করা যায়নি, স্রেফ বাতাসে মিলিয়ে গেছে।'

'হুঁ,' সিগারেট ধরিয়ে ওপর-নিচে মাথা দোলাল রানা।

'এয়ার সেফটির একজন ইনভেস্টিগেটরের কাছে প্রতিটি নিখোঁজ প্লেন মাংসে বেঁধা একটা কাঁটার মতো। আমাদেরকে আপনি ডাক্তারদের সাথে তুলনা করতে পারেন, অপারেটিং টেবিলে মাঝেমধ্যেই রুগী

হারাতে হয় যাদেরকে। এবং একবার হারালে রাতের ঘুম হারাম হয়ে যায়।'

'ফাইভ-থ্রি?' জানতে চাইল রানা। 'ওটা কি আপনার রাতের ঘুম কেড়ে নেবে?'

'দুর্ঘটনাটা ঘটেছে আমার যখন চার বছর বয়স,' বলল কর্ণেল রেজনিক। 'ওটার সাথে আমার তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। আমি যতোটুকু বুঝি, এবং এয়ারফোর্স যতোটুকু বোঝে, ফাইভ-থ্রি মহাকালের অন্ধকার গহ্বরে চিরতরে হারিয়ে গেছে। সাগরের তলায় ঘুমাচ্ছে সে। এর যা কিছু রহস্য, তাও চাপা পড়ে গেছে সেই সাথে।'

কর্ণেল রেজনিকের দিকে স্থির দৃষ্টিতে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকল রানা, তারপর তার কাপটা ভরে দিল আবার। বলল, 'আপনি ভুল করছেন, কর্ণেল। রহস্য যখন আছে, তার উত্তরও না থেকে পারে না। এবং সেটা তিন হাজার মাইল দূরেও নয়।'

চার

ব্রেকফাস্ট শেষ করে রানা এবং রেজনিক দু'জন দু'দিকে চলে গেল। হেলিকপ্টার ঢুকতে পারে না এমন একটা গিরিখাদে ঢুঁ মারতে গেল রানা, আর রেজনিক গেল মাছ ধরতে। দিনটা শুকনো। পাহাড়ের ও-পর দু'একটা মেঘের ভেলা দেখা যাচ্ছে, টেম্পারেচার লো সিক্সটির ঘরে স্থির হয়ে আছে।

দুপুরের পর গিরিখাদ থেকে উঠে এসে কেবিনের দিকে হাঁটা ধরল রানা। গাছের ভেতর দিয়ে সরু একটা আবছা পথ দেখা যায় কি যায় না, সেটা পেরিয়ে টেবল লেকের পাড়ে এসে দাঁড়াল ও। পানির কি-নারা ধরে এক মাইল এগোবার পর একটা ঝর্ণা আর কর্ণেল রেজনিক-কে দেখতে পেল। ছিপ গুটিয়ে কেবিনে ফেরার জন্যে তৈরি হচ্ছে সে।

'এনি লাক ?'

'মাত্র একটা ট্রাউট,' বলল রেজনিক। 'আপনার খবর কি ? যা খুঁজছেন পেয়েছেন ?'

'পাইনি,' গম্ভীর মুখে বলল রানা। 'একটু ব্যায়াম হয়েছে, সেটুকুই লাভ।'

রানাকে একটা সিগারেট অফার করল রেজনিক। লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে দিল সেটা। 'আপনি সাংঘাতিক জেদী মানুষ, মিঃ রানা।'

হেসে উঠল রানা।

ঠিক এই সময় ঝর্ণার পানিতে বাঁক নিয়ে উদয় হলো একটা কলা-গাছের ভেলা। একটা কিশোর আর কিশোরী ভেজা কাপড় পরে হাসা-হাসি, পানি ছোঁড়াছুঁড়ি করছে। তীরে দু'জন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে কোনো খেয়ালই নেই তাদের, অঢেল আনন্দ-উচ্ছ্বাসে মেতে আছে নিজেদেরকে নিয়ে। রানা আর রেজনিক নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকল ভাটির দিকে যতোক্ষণ না তারা অদৃশ্য হয়ে গেল।

'ওরাই উপভোগ করছে জীবনটাকে,' বলল রেজনিক। 'কোনো দুশ্চিন্তা নেই, দায়িত্ব নেই ··ভেলায় চড়ে আমরা কি আর এখন ওদের মতো মেতে উঠতে পারব?'

রেজনিকের প্রশ্নটা শুনতেই পায়নি রানা। ছেলে আর মেয়েটা যেখানে অদৃশ্য হয়ে গেছে সেখানে অপলক চোখে তাকিয়ে আছে ও। চেহারায় গভীর চিন্তার ভার। হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখটা।

'কি হয়েছে বলুন তো আপনার?' জানতে চাইল রেজনিক। 'আপ-নাকে দেখে মনে হচ্ছে এইমাত্র যেন দেবতার দর্শন পেয়েছেন?'

ধীরে ধীরে হাসি ফুটে উঠল রানার মুখে। 'ব্যাপারটা সেই প্রথম থেকেই খোঁচা মেরে আমার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে, কিন্তু আমি গ্রাহ্য করিনি।'

'কি গ্রাহ্য করেননি?'

'শক্ত সমস্যার পানির মতো সহজ সমাধান, যা নিয়ম।'

'আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, মিঃ রানা।'

'অক্সিজেন ট্যাংক আর নোজ গিয়ার,' বলল রানা। 'কোত্থেকে ওগুলো এসেছে এখন আমি জানি।'

রানার দিকে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে কর্ণেল রেজনিক। বোবা হয়ে গেছে যেন সে। নিজের অজান্তে অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে এলো

তার গলার ভেতর থেকে, 'জানেন?'

'দুটো জিনিসের মধ্যে একটা ব্যাপারে মিল আছে,' বলল রানা। 'কিন্তু তা আমরা দেখেও দেখতে পাইনি।'

'মিল আছে?' ভুরু কুঁচকে বলল রেজনিক। 'দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস, মিল থাকবে কোত্থেকে? একটায় আছে গ্যাস, আরেকটায় হাইড্রলিক।'

'হ্যাঁ, কিন্তু এয়ারক্রাফট থেকে খুলে নেবার পর একটা বিষয়ে দু-টোর প্রবণতা একই রকম দাঁড়ায়।'

'কি সেটা?'

'দুটোই পানিতে ভাসে।'

লিডভিল। লেক কাউন্টি এয়ারপোর্ট।

উড়ন্ত একটা ব্যাঙের মতো মাথার ওপর ঘুরছে ক্যাটলিন-টু হাণ্ড্রেড। গতি মন্থর হলেও, এর এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে যা এই আকৃতির আর কোনো বিমানের নেই। নিজের ওজনের দ্বিগুণ কার্গো নিয়ে অসম্ভব সব জায়গায় ল্যাণ্ড করতে পারে ক্যাটলিন।

ঝপ্ করে নেমে পড়ল প্লেনটা। রানওয়ে দু'হাজার ফিট বাকি থাকতেই হঠাৎ করে স্থির হয়ে গেল, ঠিক রানা আর রেজনিকের সামনে। ইঞ্জিন বন্ধ করে দেয়া হলো। এক মিনিট পর নিচে নামল পাইলট, সোজা এগিয়ে আসছে ওদের দু'জনের দিকে।

ভূত দেখার মতো চমকে উঠল কর্নেল রেজনিক। একবার পাইলট আর একবার রানার দিকে ঘনঘন তাকাচ্ছে সে। দু'চোখে বিমূঢ় বিস্ময়। রানার সামনে দাঁড়িয়ে পাইলটও তাকিয়ে আছে কর্ণেলের দিকে। তার চোখেও বিস্ময়, তবে সেটা কৌতুক মেশানো।

খুক খুক করে একটু কেশে হাসিটা চেপে রাখল রানা। বলল, 'পরিচয় করিয়ে দিই। কর্ণেল রেজনিক, এ আমার বন্ধু বেন নেলসন, এককালে আমার সহকর্মী ছিল, বর্তমানে ন্যাশনাল আণ্ডারওয়াটার অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সীর মুখ উজ্জ্বল করছে, চীফ ডিরেক্টর দোর্দণ্ড প্রতাপ জর্জ হ্যামিল-টনের সহকারী এবং একজন ডিরেক্টরও বটে। বেন, ইনি হলেন··· কর্ণেলের বিস্তারিত পরিচয় দিল রানা।

রেজনিক আর বেন পরস্পরের হাত ধরল, ভঙ্গিটা দেখে মনে হলো দু'জন যেন পাঞ্জা লড়ছে। দু'জন দুজনের চোখে তাকিয়ে আছে, দুটো নাকে প্রায় ধাক্কা লাগার অবস্থা। চেহারায় অমিল নেই বললেই চলে। বেন নেলসনের মাথায় চুল নেই, মস্ত টাক চকচক করছে, কিন্তু রেজ-নিকের মাথায় ঝাঁকড়া চুল, একটুকুই যা পার্থক্য। একনজর দেখে যে কেউ বলবে এরা যমজ ভাই। দু'জনের একই কাঠামো, সমান লম্বা, একই ওজন, এমন কি গায়ের রঙ আর গোঁফ জোড়াও হুবহু এক।

'কর্ণেল,' সহাস্যে বলল বেন নেলসন, 'আশা করি পরস্পরের সাথে আমরা কখনোই ঝগড়া বিবাদ করব না।'

'আমিও বুঝতে পারছি, সেটা শুধু সময়েরই অপচয় হবে,' সকৌতুকে হেসে বলল কর্ণেল রেজনিক।

'যে সব ইকুইপমেণ্ট আনতে বলেছিলাম, এনেছো, বেন ?' জানতে চাইল রানা।

মাথা দোলাল বেন। 'সব। কিন্তু এই চুরি সম্পর্কে অ্যাডমিরাল যদি জানতে পারেন, পানিতে চুবিয়ে মারবেন আমাকে।'

'অ্যাডমিরাল ?' বলল রেজনিক। 'এর মধ্যে নেভী আসছে কিভাবে?'

'নেভী আসছে না,' বলল রানা। 'অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের কথা বলছে বেন। ভদ্রলোক রিটায়ার করেছেন, তিনিই এখন ন্যাশনাল

আণ্ডারওয়াটার অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সীর চীফ ডিরেক্টর।'

এতোক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে চোখ দুটো কপালে উঠে গেল কর্ণেলের। 'তার মানে বলতে চাইছেন, আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানের একটা প্লেন চুরি করে এনেছেন আপনি, মিঃ বেন?'

'শুধু প্লেনটা নয়, সাথে ইকুইপমেণ্টও রয়েছে,' হাসছে বেন।

'এ অবিশ্বাস্য,' বলল রেজনিক। 'আপনাদেরকে সহায়তা করার অপরাধে নির্ঘাৎ কোর্ট মার্শাল হবে আমার।'

'যদি ধরা পড়ি তবে তো?' বলল রানা। 'ব্যাপারটা জানাজানি হবার আগেই জায়গামতো পৌঁছে দেয়া হবে সব। তাছাড়া, ধরা যদি পড়িও, দুটো গালমন্দ করে ক্ষমা করে দেবেন অ্যাডমিরাল। আমাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করেন।' দ্রুত প্রসঙ্গ বদলে কাজের কথায় চলে এলো রানা। 'তোমরা ধরাধরি করে কার্গো নামাও, বেন। আমি জীপটা নিয়ে আসি।' হন হন করে চলে গেল ও।

'আপনারা বুঝি খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু?' জানতে চাইল রেজনিক।

'জানের জান।'

'আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় না, এই ব্যাপারটা নিয়ে একটু বেশি মাথা ঘামাচ্ছেন এই বিদেশী ভদ্রলোক?'

'ফাইফ-থ্রির কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ।'

'রানা যদি বলে আপনার মাথার চুলে লুকিয়ে আছে একটা বাঘ, চোখ বন্ধ করে তাই বিশ্বাস করা উচিত আপনার,' গম্ভীর মুখে বলল বেন। 'এটা আমার নয়, নুমা-র ডিরেক্টর অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের কথা।'

ডেকে হাঁটু রেখে একটা রো-বোটে বসে আছে রানা, অপলক চোখে তাকিয়ে আছে টিভি মনিটরের দিকে। বো-এর দিকে বসে রয়েছে কর্ণেল রেজনিক, বৈঠা চালাচ্ছে। বিশ ফিট দূরে আরেকটা বোটে রয়েছে বেন, ব্যাটারী-চালিত একটা ট্র্যান্সমিটারের আড়ালে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে। বৈঠা চালাচ্ছে সে। একটা তারের দিকে উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে আছে, তারটা স্টার্ণ টপকে নেমে গেছে পানিতে। অপর প্রান্তে রয়েছে ওয়াটারটাইট কেসে ভরা একটা টিভি ক্যামেরা।

'কিস্স্যু দেখা যাচ্ছে না?' চিৎকার করে জানতে চাইল বেন।

'বৈঠা চালান, বৈঠা চালান,' তাগাদা দিল রেজনিক। 'মাঝখানের ফাঁক কমে আসছে, দেখছেন না?'

ওদের কথায় কান নেই রানার, টিভি স্ক্রীনের দিকে গভীর মনোযোগের সাথে তাকিয়ে আছে ও। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে বৈকালিক অলস বাতাস নেমে এসে লেকের পানির ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছে, বোট দুটোকে সমান দূরত্বে রাখা কঠিন হয়ে উঠেছে বেন আর রেজনিকের পক্ষে।

সেই কাকভোর থেকে লেগে রয়েছে ওরা, কিন্তু এখন পর্যন্ত মনিটরের পাশ ঘেঁষে নুড়ি পাথরের স্তূপ আর মরা গাছের বনভূমি ছাড়া কিছু যেতে দেখেনি। পাতাহীন ন্যাড়া শাখায় বেশ কয়েকবার আটকে গেছে ক্যামেরাটা, ছাড়াতে প্রতিবার বেশ কিছু সময় নষ্ট হয়েছে। কয়েকটা রঙধনু ট্রাউট লেজের বাড়ি মেরে গেছে ক্যামেরার গায়ে। তাতে অবশ্য কোনো ক্ষতি হয়নি।

'এ-ধরনের একটা সার্চের জন্যে স্কুবা ইকুইপমেণ্ট ব্যবহার করলে ভালো হতো না?'

হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে ক্লান্ত চোখ দুটো রগড়াচ্ছে রানা। রেজ-

নিকের প্রশ্নের উত্তরে বলল, 'টিভি ব্যবহার করার অনেক সুবিধে। তা-ছাড়া, কোথাও কোথাও লেকটা দুশো ফিট গভীর, অতো গভীরে একজন ডাইভার কয়েক মিনিটের বেশি থাকতে পারবে না। তার ওপর, পঞ্চাশ ফিটের নিচে পানির তাপ প্রায় ফ্রিজিং পয়েন্টে রয়েছে। দশ মিনিটের বেশি অতো ঠাণ্ডা কারো শরীরে সইবে না।'

'কিন্তু কিছু যদি পাই আমরা, তখন ?'

'একনজর দেখার জন্যে ওয়েট স্যুট পরে নামব একবার, তার আগে নয়।'

মনিটরে কি যেন ফুটে উঠছে একটা, ভালো করে দেখার জন্যে স্ক্রীনের দিকে ঝুঁকে পড়ল রানা। কালো একটা কাপড় দিয়ে আড়াল সৃষ্টি করল ও, বাইরের আলো যাতে স্ক্রীনে না পড়ে।

'কিছু দেখতে পাচ্ছ, রানা ?' হাঁক ছাড়ল বেন।

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'ভৌতিক ছবি।'

'মানে ?' ভুরু কুঁচকে উঠল রেজনিকের।

'দেখে মনে হচ্ছে একটা লগ কেবিন,' স্ক্রীনে চোখ রেখে বলল রানা।

'লগ কেবিন ?'

'এসে দেখে যান না ?'

এগিয়ে এসে রানার কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে টিভি স্ক্রীনের দিকে তাকাল রেজনিক। বোট থেকে একশো সত্তর ফিট নিচে রয়েছে ক্যামেরা, ভাঙাচোরা দুমড়ানো মোচড়ানো একটা কাঠামোর ছবি রিলে করে পাঠাচ্ছে ওপরে। পানির চঞ্চল গা ভেদ করে সূর্যের আলো এঁকে-বেঁকে খুব সামান্যই নামতে পেরেছে অতো নিচে, কাঠামোটাকে আব-ছাভাবে দেখা যাচ্ছে।

হতভম্ব দেখাচ্ছে রেজনিককে। 'ওখানে ওটা এলো কোত্থেকে?'

'টেবল লেক মানুষের তৈরি,' বলল রানা। 'পঞ্চাশ বছর আগে এই উপত্যকার ঝর্ণার স্রোতকে বাঁধ দিয়ে আটকানো হয়। পুরানো স্রোতটার কাছে একটা কাঠচেরাইয়ের কারখানা ছিল, পানি ফেঁপে উঠলে ডুবে যেতো সেটা। এই কেবিনটা ওই কারখানারই একটা অংশ হবে।'

'কিন্তু এখনো প্রায় অক্ষত দেখাচ্ছে!'

'ঠাণ্ডা হিম তাজা পানির কৃতিত্ব,' বলল রানা।

'এবার বাড়ি ফিরলে হয় না, রানা?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল বেন।

'আর দু'ঘণ্টা পর সন্ধ্যা হয়ে আসবে,' বলল রানা। 'বাড়ি ফিরতেও ওই দু'ঘণ্টা সময় লাগবে আমাদের। ঘুরিয়ে নাও বোট।'

'ক্যামেরা?' জানতে চাইল বেন। 'রীল গুটিয়ে নেবো?'

'না,' বলল রানা। 'ঝুলছে ঝুলুক। ডকে গিয়ে তুললেই হবে।'

বোট ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরতি পথে রওনা হলো ওরা। রোদের আঁচে চেহারাগুলো ঝলসে গেছে, ঠায় বসে থেকে ব্যথা ধরে গেছে শরীরে। গরম পানির গোসল, আগুনের আঁচ, গ্লাস ভর্তি হুইস্কি, মুরগীর রোস্ট আর নরম বিছানার কথা মনে পড়ে যেতে ক্লান্তি যেন আরো বেড়ে গেল ওদের। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে আছে সবাই, কথা বলার ধৈর্য নেই।

একটু পর নিস্তব্ধতা ভাঙল রেজনিক। 'লেকের মাঝখান দিয়ে দু'বার যাওয়া আসা করেছি আমরা। পাথর, গাছ আর মাছ ছাড়া কি দেখেছি? বাস্তবকে আপনার মেনে নিতে হবে, মিঃ রানা।'

কপালে চিন্তার রেখা নিয়ে রেজনিকের দিকে নয়, বেনের দিকে তাকাল রানা। 'তোমার বাঁ দিকে এক বুড়ো অ্যাঙলার মাছ ধরছে, ওদিকে একবার চলো তো।'

ঘাড় ফিরিয়ে বাঁ দিকে তাকাল বেন, নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল সে, তারপর বোটের নাক ঘুরিয়ে নিয়ে বুড়ো অ্যাঙলারের দিকে এগোতে শুরু করল। কর্ণেলের চেহারায় বিরক্তি ফুটে উঠেছে, কিন্তু কোনো মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকল সে।

মাথাচাড়া দিয়ে পানির ওপর উঠে পড়েছে একটা প্রকাণ্ড পাথর, সেটার ওপর দাঁড়িয়ে টোপ ছুঁড়ছে বুড়ো লোকটা। বোটের ওপর রানাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মাথার হ্যাট খুলে নাড়ল সে। গলা ছেড়ে কথা বললে পরস্পরের কথা শুনতে পাবে এখন ওরা।

'এনি লাক?'

'কপাল মন্দ আজ।'

'টেবল লেকে প্রায়ই মাছ ধরেন আপনি?'

'বাইশ বছরের ওপর হলো।' প্রাচীন হাসি হাসল বুড়ো।

'বলতে পারেন, লেকের কোন্ দিকটায় সবচেয়ে বেশি বেইট খোয়া যায়?'

'ঠিক বুঝলাম না!'

'টেবল লেকে এমন কোনো জায়গা আছে যেখানে অ্যাঙলারদের বেইট খোয়া যায়?'

একটা হাত নেড়ে বুড়ো বলল, 'ওদিকে একটা ডুবন্ত কাঠচেরাই কারখানা আছে, ওখানে এই কাণ্ড ঘটে বটে।'

'পানির গভীরতা?'

'আট, কোথাও বারো ফিট।'

'আরো গভীর জায়গা খুঁজছি আমরা, আরো অনেক গভীর,' বলল রানা।

এক মুহূর্ত চিন্তা করল বুড়ো শিকারী। 'লেকের দক্ষিণ প্রান্তে আগাছা

ভরা জায়গাটার ওপরে মস্ত একটা গর্ত আছে, গত গ্রীষ্মে ওখানে আমি আমার সবচেয়ে প্রিয় দুটো স্পিনার হারিয়েছি। গরমের দিনে বড় মাছগুলো গভীর পানিতে নেমে যায়, কিন্তু আপনাকে আমি ওখানে টোপ ফেলার পরামর্শ দেবো না। যতই ফেলুন, সব আটকে যাবে।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ,' বলল রানা, হাত নেড়ে বিদায় নিল। 'গুড লাক।'

'গুড লাক,' উত্তরে বলল বুড়ো শিকারী। পরমুহূর্তে তার হাতের রডটা ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে গেল। টোপটা বোধহয় বড় একটা মাছই গিলেছে। ছিপ-হুইল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল শিকারী।

'শুনলে তো, বেন?'

ঘাড় ফিরিয়ে লেকের দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে আছে বেন, অনুমান করল আগাছা ভরা গর্ত এখান থেকে সিকি মাইলের কম দূরে নয়। নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল সে। রানার ইচ্ছের বিরুদ্ধে মুখ খোলা স্বভাব নয় তার। লেকের মেঝের সাথে যাতে ঘষা না খায় তাই আরেকটু তুলে নিল সে ক্যামেরাটা। তারপর টেনেটুনে হাতের দস্তানা জোড়া ঠিকঠাক করল, তুলে নিল বৈঠা দুটো। গম্ভীর চেহারা নিয়ে চুপচাপ সবই লক্ষ্য করছে কর্ণেল রেজনিক, কিন্তু রানার প্রতি বেনের আনুগত্য আর আস্থা দেখে প্রতিবাদ করার সাহস পাচ্ছে না।

প্রতিকূল বাতাস ঠেলে এগোচ্ছে ওরা। অসহ্য ধীর গতিতে কাটল ত্রিশটা মিনিট। বেন আর রেজনিক নিঃশব্দে তাদের শ্রম দিয়ে যাচ্ছে—বেন রানার প্রতি অন্ধ বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ, আর রেজনিক বেনের কাছে পরাজয় স্বীকার না করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। টিভি স্ক্রীনের দিক থেকে মুহূর্তের জন্যেও চোখ সরাচ্ছে না রানা, মাঝেমধ্যেই ক্যামেরার ডেপথ অ্যাডজাস্টমেন্ট সংশোধন করতে বলছে সে বেনকে।

পাতলা আগাছার ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে এখন ক্যামেরা, সেই

সাথে ক্রমশঃ উঁচু হয়ে উঠছে লেকের মেঝে। রানার ভয় অমূলক প্রমাণিত হলো, কোথাও বাধা পেয়ে ক্যামেরাটা আটকে যাচ্ছে না। তারপর হঠাৎ আগাছার জঙ্গল হালকা হয়ে গেল, পানির রঙ হয়ে উঠল গাঢ়। ক্যামেরা আরো নিচে নামাবার জন্যে একবার থামল ওরা।

গভীর পানিতে পৌঁছে মাত্র কয়েক গজ এগিয়েছে, এই সময় একটা বাঁক খাওয়া জিনিসের কোণ ফুটে উঠল টিভি স্ক্রীনে। অংশ বিশেষ দেখে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

'বৈঠা থামাও!' তীক্ষ্ণ গলায় বলল রানা।

ধপ্ করে সীটের একপাশে হেলান দিল রেজনিক, বিরতি পেয়ে কৃতজ্ঞ বোধ করছে। কিন্তু নিজের বোট থেকে তীক্ষ্ণ চোখে রানার দিকে তাকিয়ে আছে বেন। রানার কণ্ঠস্বর চেনা আছে তার।

লেকের হিম-শীতল তলদেশে মন্থর গতিতে এগোচ্ছে ক্যামেরা, ধীরে ধীরে একটা উদ্ভট আকৃতির জিনিসের ছবি ফুটে উঠছে স্ক্রীনে। স্তব্ধ হয়ে বসে আছে রানা, টিভির পর্দায় দেখছে গাঢ় নীল ব্যাকগ্রাউণ্ডের ওপর একটু একটু করে ফুটছে মস্ত বড় একটা সাদা তারা। অধীর উত্তেজনায় শরীরের সমস্ত পেশী টান টান হয়ে গেছে ওর, রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে। গলার ভেতরটা কাঠ হয়ে গেছে শুকিয়ে।

বৈঠা চালিয়ে কাছে চলে এসেছে বেন, দুটো বোটকে এক করে ধরে রেখেছে সে। পরিবেশের উত্তেজনাটা টের পেয়েছে রেজনিকও, মাথা তুলল সে, সপ্রশ্ন চোখে তাকাল রানার দিকে। 'কিছু দেখতে পাচ্ছেন নাকি?'

'একটা প্লেন,' অস্বাভাবিক মৃদু গলায় বলল রানা। 'গায়ে মিলিটারী মার্কিং।' শরীরের কাঁপুনিটা ইচ্ছাশক্তির জোরে দমিয়ে রেখেছে ও।

হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এলো কর্নেল রেজনিক। স্ক্রীনের দিকে

তাকিয়েই অবিশ্বাসে কপালে উঠে গেল তার চোখ জোড়া, হাঁ হয়ে গেছে মুখ, ভেতরে আলাজিভ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। প্লেনের ডানার ওপর দিয়ে ভেসে এসেছে ক্যামেরা, এখন ফিউজিলাজের পাশ ঘেঁষে পিছিয়ে যাচ্ছে। চৌকো একটা পোর্ট ধীরে ধীরে সরে আসছে দৃষ্টিসীমার মধ্যে। পোর্টের ওপর দিয়ে মিছিল করে এগিয়ে যাচ্ছে বড় বড় ইংরেজী অক্ষরগুলো: MILITARY AIR TRANSPORT SERVICE.

'সুইট জীসাস!' হাঁপাচ্ছে বেন।

'মিলিটারী এয়ার ট্র্যান্সপোর্ট!' জ্বরের ঘোরে কথা বলছে যেন রেজনিক। 'মডেল? মডেলটা কি বলতে পারেন?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রানা। 'উঁহুঁ, ইঞ্জিন আর নোজ সেকশন এড়িয়ে গেছে ক্যামেরা। বাঁ দিকের ডানার ডগা হয়ে এখন এগোচ্ছে লেজের দিকে।'

'ভার্টিক্যাল স্ট্যাবিলাইজারের ওপর সিরিয়াল নাম্বার থাকার কথা,' অস্ফুটে বলল রেজনিক, যেন প্রার্থনা করছে।

পানির নিচে উন্মোচিত হচ্ছে বিস্ময়কর এক দৃশ্য, নিঃসাড় বসে সবাই তাই দেখছে ওরা। গভীর কাদায় ডুবে বসে আছে প্লেনটা। ফিউজিলাজ ফেটে গেছে দুই ডানা পর্যন্ত, লেজটা বেঁকে গেছে এক দিকে।

হালকা ভাবে বৈঠা চালিয়ে নিচের ক্যামেরাটাকে নতুন এক পথে নিয়ে এলো বেন। পরিষ্কার ফুটে উঠল অ্যালুমিনিয়ামের গায়ের স্ক্রুগুলো। নিজেদের চোখে দেখছে, কিন্তু তবু যেন বিশ্বাস হচ্ছে না কারো। পর-মুহূর্তে ভার্টিক্যাল স্ট্যাবিলাইজারের গায়ে সিরিয়াল নাম্বারের প্রথম সংখ্যাটা ফুটে উঠতে দেখল ওরা। 7-এর পর 5, তারপর 4, সবশেষে 53। এক সেকেণ্ডের জন্যে মুখ তুলে তাকাল রেজনিক, রানার চেহারাটা

দেখে নিল। সামান্যতম বিকার নেই—লোকটা মানুষ না আর কিছু? ভাবছে সে।

'মাই গড!' আঁতকে উঠল সে, সর্ব শরীর থরথর করে কাঁপছে তার। 'ফাইভ-থ্রি! এটা ফাইভ-থ্রি! কিন্তু এ যে অসম্ভব!'

'উঁহু, সম্ভব,' বলল বেন। 'চোখে দেখে অবিশ্বাস করব কিভাবে বলুন?' খপ্ করে রানার হাতটা ধরে ঝাঁকাতে শুরু করল সে। 'জিতে রহো, দোস্ত!'

'এখন আমরা কি করব?' জানতে চাইল কর্ণেল রেজনিক।

'বোট থেকে একটা মার্কার বয়া ফেলে দিয়ে আজকের মতো শেষ করা যাক,' বলল রানা। 'কাল সকালে দেখব ধ্বংসস্তূপের ভেতর কি পাওয়া যায়।'

ওখানেই বসে মাথা নাড়ছে রেজনিক, আর বারবার বিড়বিড় করছে, 'অসম্ভব! হতে পারে না···ওটা ওখানে থাকতেই পারে না···কি করে! ···বিশ্বাস করি না, অসম্ভব···

'কি হলো, কর্ণেল?' সহাস্যে জানতে চাইল রানা। 'নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না আপনি?'

'ব্যাপারটা তা নয়,' ফোঁড়ন কাটল বেন নেলসন, 'কর্ণেল একটা সাইকোলজিক্যাল সমস্যায় পড়ে গেছেন।'

'সমস্যায় পড়ে গেছেন?'

'হ্যাঁ,' বলল বেন। 'ওঁর মাথার চুলে যে একটা বাঘ লুকিয়ে আছে তা তিনি বিশ্বাস করেন না।'

হাড়-কাঁপানো ভোরের বাতাস সত্ত্বেও স্যুটের ভেতর ঘামছে রানা।

ব্রিদিং রেগুলেটর চেক করে নিয়ে আকাশের দিকে বুড়ো আঙুলের ডগা তুলে বেনকে সিগন্যাল দিল ও, বোটের কিনারা টপকে ঝপাৎ করে নেমে গেল পানিতে।

হিম-শীতল পানির ধাক্কা ইলেকট্রিক শকের মত অনুভব করল রানা। কয়েক মিনিট পানির ঠিক নিচেই ভেসে থাকল, ওয়েট স্যুটের পাতলা আবরণ ভেদ করে ঠাণ্ডা ছুরি বিঁধছে গায়ে, শরীরের তাপে আবরণটাকে আবার গরম হয়ে ওঠার জন্যে সময় দিচ্ছে ও। টেম্পারেচার সহনীয় হয়ে এলো একটু পরই, কান ছুটো পরিষ্কার করে নিয়ে ফিন চালিয়ে নামতে শুরু করল নিচের দিকে। মার্কার বয়ার লাইনটা একটু তেরছা ভাবে লেকের গভীর দেশে নেমে গেছে, গাঢ় রঙের পানির গভীরতা যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে ওকে।

দ্রুত নেমে এলো রানা লেকের তলায়, নরম কাদার ভেতর ফিন চালিয়ে এক জায়গায় স্থির হয়ে থামল ও। কাদায় ঘোলা হয়ে গেছে পানি, বেশি দূর দৃষ্টি যাচ্ছে না। চোখের সামনে কব্জি তুলে ডেপথ গজটা পরীক্ষা করল ও। একশো চল্লিশ ফিট। তার মানে ডিকমপ্রেস-নের জন্য দুশ্চিন্তা না করেও দশ মিনিট এখানে থাকতে পারবে।

সবচেয়ে বড় শত্রু পানির তাপ, সমস্ত মনোযোগ কেড়ে নিচ্ছে ওর। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার সংস্পর্শে শরীরের তাপ হারিয়ে ফেলছে ও। আট ফিটের ওদিকে আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু সেটা কোনো সমস্যা হয়ে দেখা দিল না। মার্কার বয়ার লাইনটা প্লেনের একেবারে গা ঘেঁষে পড়েছে, হাত বাড়ালেই ধাতব গা ছুঁতে পারে ও। নামার আগে ভেবে-ছিল, কাছ থেকে প্লেনটাকে দেখে একটু ভয় ভয় করবে তার, ছুঁতে গেলে ছমছম্ করবে গা। কিন্তু ওসব কিছুই হলো না। আশ্চর্য একটা তৃপ্তি অনুভব করছে ও, যেন ক্লান্তিকর একটা দীর্ঘ অভিযান এইমাত্র

শেষ করল।

সাঁতরে প্লেনের ইঞ্জিনগুলোর ওপর চলে এলো ও। প্রপেলারের ব্লেডগুলো গর্বিত ভঙ্গিতে বাঁক নিয়েছে পিছন দিকে। ফিন লাগানো সিলিণ্ডারগুলো আর কখনো কমবাসনের তাপ অনুভব করবে না। কক-পিটের জানালার পাশ ঘেঁষে এগোচ্ছে ও, কাঁচগুলো এখনো অটুট, কিন্তু ছাতা পড়ে গেছে, ভেতরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

রিস্টওয়াচ দেখল রানা, মূল্যবান ছুটো মিনিট এরই মধ্যে পেরিয়ে গেছে। মেইন ফিউজিলাজের একটা জায়গা ভেঙে ছ'ফাঁক হয়ে গেছে, দ্রুত সেদিকে এগোল ও। ফাটলটার কাছে একটু ইতস্ততঃ করল, না জানি কি দেখতে পাবে ভেতরে। পরমুহূর্তে ফাঁক গলে ভেতরে ঢুকে পড়ল, অন্ করল ডাইভ লাইটের বোতাম।

আবছা আলোয় প্রথমেই মেটাল ক্যানগুলো দেখতে পেল রানা। স্ট্রাপ ছিঁড়ে গেছে, কার্গো কেবিনের মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে সেগুলো। সাবধানে পা ফেলে এগোচ্ছে রানা, সামনে খোলা দেখা যাচ্ছে কন্ট্রোল কেবিনের দরজা।

কন্ট্রোল কেবিনে ঢুকে দ্রুত চারদিকে চোখ বুলাল ও। যার যার সীটে বসে রয়েছে চারটে কংকাল, নাইলনের বেল্ট এখনো সীটের সাথে আটকে রেখেছে তাদেরকে। নেভিগেটরের আঙ্গুলের হাড়গুলো কিছু ধরার জন্যে বাঁকা হয়ে রয়েছে। প্যানেলের সামনে বসা কংকালটা যেন ফুঁপিয়ে কাঁদছে, মাথাটা কাত হয়ে রয়েছে একদিকে।

সন্তর্পণে এগোল রানা। এয়ার রেগুলেটর থেকে বেরিয়ে বুদবুদগুলো দ্রুত উঠে যাচ্ছে, গায়ে গা ঠেকিয়ে ভিড় জমাচ্ছে সিলিঙের এক কোণে। কংকাল হলেও, আশ্চর্য একটা প্রাণের ছোঁয়া রয়েছে ওদের মধ্যে। কালের আঁচড়ে শরীর থেকে মাংস ঝরে গেলেও, গায়ে এখনো

সেঁটে রয়েছে কাপড়চোপড়। ইউনিফর্মগুলো সম্পূর্ণ অক্ষত, ঠাণ্ডা হিম পানি আড়াই দশকেও পচতে দেয়নি ওগুলোকে।

সীটের ওপর শিরদাঁড়া খাড়া করে বসে রয়েছে কো-পাইলট, মস্ত একটা গহ্বরের মত দেখাচ্ছে মুখটাকে, বোঝা যায় চিৎকার করার জন্যে মুখ খুলেছিল শেষ মুহূর্তে। সামনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে পাইলট, ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেলে ছুঁই ছুঁই করছে মাথাটা। তার ব্রেস্ট পকেট থেকে উঁকি দিচ্ছে একটা ছোট মেটাল প্লেট। দু'আঙ্গুলে ধরে সেটা পকেট থেকে বের করে নিল রানা, গুঁজে রাখল ওয়েট স্যুটের আস্তিনে। পাইলটের সীটের পকেট থেকে উঁকি দিচ্ছে একটা ফোল্ডার, সেটাও তুলে নিল ও।

অবশ হয়ে আসছে শরীর। দ্রুত রিস্টওয়াচ দেখল রানা। সময় হয়ে এসেছে। মুখ তুলতেই ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। কংকালগুলো ঘাড় ফিরিয়ে মণিহীন চোখে চেয়ে আছে সরাসরি ওর দিকে। লক্ষণ ভালো নয়, বুঝতে পারছে ও। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার প্রকোপে রক্তপ্রবাহের গতি শ্লথ হয়ে পড়ছে, আক্রান্ত হচ্ছে ব্রেন, দৃষ্টিভ্রম ঘটছে ওর।

তাড়াতাড়ি পিছিয়ে ককপিট থেকে বেরিয়ে এলো রানা। জায়গা পেয়ে কার্গো কেবিনের ভেতর ঘুরে দাঁড়াল ও, পরমুহূর্তে আবার ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকটা। একটা মেটাল ক্যানের আড়াল থেকে বেরিয়ে রয়েছে একটা কংকালের পা। কার্গো বাঁধার কয়েকটা রিঙের সাথে স্ট্র্যাপ দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে কংকালটাকে। ঠিক কংকাল বলা যায় না, কারণ ককপিটে বসা ক্রুদের মতো এটার শরীর থেকে এখনও মাংস ঝরে যায়নি।

লোকটার দিকে এগোচ্ছে রানা। প্রথমেই লক্ষ্য করল, পরনের ইউনিফর্মটা এয়ারফোর্সের নয়। আর সবার পরনে নীল পোশাক,

কিন্তু এর পরনে খাকী রঙের কাপড়। পুরানো একটা আর্মি ইস্যু। পকেটগুলো সার্চ করল ও। খালি।

হাত-পা অসাড় লাগছে। নড়তে চড়তে অনেক বেশি সময় নিচ্ছে এখন। কিছুক্ষণের মধ্যে শরীরটাকে গরম করে তুলতে না পারলে প্লেনের ভেতর লাশের সংখ্যা আরো একটা বাড়বে। ঠিক মতো কাজ করছে না ব্রেন। পিছিয়ে আসতে গিয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করল, পথ হারিয়ে ফেলেছে সে। আতংকে ধড়াস ধড়াস করে লাফাচ্ছে বুকের ভেতর হার্ট। চোখ দুটো ঢুলু ঢুলু হয়ে আসছে, ক্রমশঃ জ্ঞান হারাচ্ছে ও। শেষ মুহূর্তে বুদবুদগুলো দেখতে পেল, ঠেলাঠেলি করে বেরিয়ে যাচ্ছে কার্গো কেবিন থেকে। তাড়াহুড়ো করতে চাইছে রানা, কিন্তু অসাড় শরীরটা বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, এগোতে দিচ্ছে না ওকে। ধীর গতিতে কেবিন থেকে বেরিয়ে এলো ও। মনে পড়ছে, একশো চল্লিশ ফিট। পা ছুঁড়তে শুরু করল ও। ফিনগুলো পায়ে আছে কিনা অনুভব করছে না, শুধু কোমর থেকে নিচের দিকটা পাথরের মতো ভারি লাগছে। কতক্ষণ এভাবে কেটে গেছে বলতে পারবে না রানা, খোলা চোখে ওপর দিকে তাকিয়ে ছিল, হঠাৎ মাত্র দশ ফিট দূরে বোটের তলাটা দেখতে পেল। বোটের কিনারা থেকে ঝুঁকে রয়েছে বেন, শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন দেখাচ্ছে তার মাথাটাকে।

হাত বাড়িয়ে একটা বৈঠা ধরবে, সে শক্তি নেই রানার। বেন আর রেজনিক পানি থেকে টেনে তুলল ওকে। ওদের হাতে নেতিয়ে পড়েছে ওর শরীরটা।

'ওর স্যুট খুলতে সাহায্য করুন আমাকে!' চেঁচিয়ে উঠল বেন। রানাকে একনজর দেখেই বিপদ টের পেয়ে গেছে সে। দ্রুত ব্যবস্থা নিতে না পারলে কিছুক্ষণের মধ্যে মারা যাবে রানা।

'মাই গড, একেবারে নীল হয়ে গেছেন!'

'আর পাঁচ মিনিট পানিতে থাকলে হাইপোথারমিয়া ছিনিয়ে নিয়ে যেতো ওকে,' ছুরি দিয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ওয়েট স্যুট কেটে ফেলছে বেন।

'হাইপোথারমিয়া?'

'বডি-হিট লস,' বলল বেন। 'এতে আক্রান্ত হয়ে অনেক ডাই-ভারকে মারা যেতে দেখেছি আমি।'

'কিন্তু আমি এখুনি মরতে চাই না, বেন,' নিচু গলায় বলল রানা। থরথর করে কাঁপছে ও।

নগ্ন রানাকে দু'জন মিলে ম্যাসেজ করছে। দশ মিনিট পর মোটা উলের কম্বল দিয়ে মুড়ে ফেলা হলো ওকে। হাত আর পায়ে ধীরে ধীরে রক্ত চলাচল শুরু হচ্ছে, ফিরে আসছে অনুভূতি। সরে দাঁড়াল ওরা, যাতে রোদ লাগে ওর গায়ে। সরাসরি একটা থার্মোফ্লাস্ক থেকে গরম কফি ঢালছে ওর মুখে।

'তুমি শালা বোকা নাকি?' আর কোনো বিপদ নেই বুঝতে পেরে বকাঝকা শুরু করেছে বেন। 'আর একটু দেরি হলেই তো পটল তুলতে। কি দরকার ছিল অতোক্ষণ নিচে থাকার? ওখানের পানি নিশ্চয়ই ফ্রিজিং...'

'কি দেখলেন ওখানে?' কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে জিজ্ঞেস করল রেজনিক।

দ্রুত কয়েকবার মাথা ঝাঁকিয়ে সিধে হয়ে বসল রানা। 'ফোল্ডার... ফোল্ডারটা কোথায়?'

চোখের সামনে তুলে ধরল সেটা বেন। 'এই যে, আমার কাছে। তোমার হাতে ছিল।'

‘ছোটো একটা চৌকো মেটাল প্লেটও নিয়ে এসেছি…’

‘সেটাও পেয়েছি আমি,’ বলল বেন। ‘তোমার আস্তিন থেকে পড়ে গিয়েছিল।’

বোটের গায়ে হেলান দিল রানা। বেন ফ্লাস্কটা ওর মুখের সামনে ধরতে আরেকটা চুমুক দিল ও। ‘কার্গো কেবিনে অনেকগুলো বড় সাই-জের মেটাল ক্যান রয়েছে। স্টেইনলেস স্টীলের তৈরি, মরচে প্রায় ধরেনি বললেই চলে। ভেতরে কি আছে বুঝতে পারিনি। ওগুলোর গায়ে কোনোরকম মার্কিং নেই।’

‘কি রকম দেখতে ?’ প্রশ্ন করল রেজনিক। ‘আকৃতি ?’

‘সিলিণ্ডারের মতো।’

চিন্তিত দেখাচ্ছে কর্ণেল রেজনিককে। ‘স্টেইনলেস স্টীলের ক্যানে মিলিটারী কার্গো ? কি হতে পারে ? মাথায় কিছু ঢুকছে না আমার।’ পরমুহূর্তে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল সে। ‘ক্রু ? আছে কেউ ?’

‘যার যার সীটে বসে আছে। এয়ারফোর্সের ইউনিফর্ম পরা চারটে কংকাল।’

আলতোভাবে ফোল্ডারটা খুলছে বেন। ‘কাগজগুলো এখনো হয়ত পড়ার মতো আছে। কেবিনে নিয়ে গিয়ে আলাদা করে শুকোবার ব্যবস্থা করতে হবে।’

‘ওটা বোধহয় ফাইভ-থ্রির ফ্লাইট প্ল্যান,’ বলল রেজনিক।

‘লেখাগুলো পড়া গেলে হয়ত জানা যাবে কোর্স থেকে এতোদূরে কেন এসেছিল ক্রুরা।’

‘পেণ্টাগনকে সমস্ত ঘটনা জানাবার আগে তথ্যগুলো গুছিয়ে নিতে হবে আমাদেরকে,’ গম্ভীর মুখে বলল রেজনিক।

খুব জোরে ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল রানা। তারপর মৃদু

হাসল।

ভুরু কুঁচকে রানার দিকে তাকাল রেজনিক। 'কিছু বলতে চান, মিঃ রানা?'

'গোটা ব্যাপারটাকে খুব সহজভাবে নিচ্ছেন আপনি, কর্ণেল,' বলল রানা। 'সমস্ত তথ্য গুছিয়ে নেয়া কি এতোই সহজ? চোখে যতোটুকু দেখতে পাচ্ছি তার চেয়ে অনেক, অনেক বেশি রহস্য জড়িয়ে রয়েছে ফাইভ-থ্রির সাথে।'

'বিধ্বস্ত প্লেনের পুরোটা পেয়েছি আমরা, তাই নয় কি?' অনেক কষ্টে গলাটাকে শান্ত করে রেখেছে রেজনিক। 'সমস্ত তথ্য মাত্র কয়েক গজ দূরে রয়েছে। লেকের তলা থেকে ওটাকে উদ্ধার করলেই তো আমাদের দায়িত্ব শেষ। এর মধ্যে কঠিন কোন্ জিনিসটা, আর রহস্যই বা কোথায়?'

'কাহিনী নতুন একটা মোড় নিয়েছে, কর্ণেল।'

'মানে?'

'বলতে ভুলে গেছি,' শান্তভাবে বলল রানা, 'আমাদের হাতে এখন একটা খুনের কেসও রয়েছে।'

'হোয়াট!' একযোগে আঁতকে উঠল বেন আর রেজনিক।

পাঁচ

কলোরাডো। চার্লি স্মিথের কেবিন।

কিচেন রুমের টেবিলে ফোল্ডারের খোলা পাতাগুলো ছড়িয়ে দিয়েছে বেন নেলসন। মোট ছয়টা শীট। পাইলটের পকেট থেকে পাওয়া ছোট্ট অ্যালুমিনিয়ামের প্লেটটা নিজের তৈরি একটা সলিউশনে ডুবিয়ে রেখেছে বেন, মরচে আর রঙের দাগ তোলার জন্যে।

পাথরের তৈরি ফায়ারপ্লেসের সামনে দাঁড়িয়ে গরম কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে রানা আর কর্নেল রেজনিক। গনগনে আগুনে গোটা কামরাটা গরম হয়ে উঠেছে।

'আপনি যা বলতে চাইছেন, তার তাৎপর্য কি আকার নিতে পারে ভেবে দেখেছেন, মিঃ রানা?' চাপা উত্তেজনার সাথে কথা বলছে রেজনিক। 'কোথাও কিছু নেই, আপনি একটা সিরিয়াস ক্রাইমের কথা বলছেন, কোনো প্রমাণ ছাড়াই···'

'আরে থামুন,' হেসে উঠে বলল রানা। 'আপনার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, আমি যেন গোটা ইউ. এস. এয়ারফোর্সের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ এনেছি। আমাকে ভুল বুঝবেন না, কর্নেল। এখনো কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই আমার। আর প্রমাণের কথা যদি বলেন, একজন ফোরেনসিক প্যাথোলজিস্ট লাশটা পরীক্ষা করেই বলে দেবে ওটা মার্ডার। কার্গো হোল্ডের কংকালটা ছাব্বিশ বছর আগে

প্লেনের ক্রুদের সাথে মারা যায়নি, এই কথার ওপর আমার জীবনের সমস্ত সঞ্চয় বাজি রাখতে পারি আমি।'

'এতোটা নিশ্চিত হবার পিছনে নিশ্চয় কিছু যুক্তি আছে আপনার?'

'কয়েকটা ব্যাপার মিলছে না,' বলল রানা। 'আমাদের রহস্যময় প্যাসেঞ্জারের হাড়ে এখনো মাংস রয়েছে। অথচ আড়াই দশক আগেই ক্রুদের হাড় থেকে খসে পড়ে গেছে সমস্ত মাংস। আমার বিশ্বাস, প্লেন দুর্ঘটনার অনেক বছর পরে মারা গেছে এই লোকটা। রিঙের সাথে তার হাত-পা বাঁধা দেখে এসেছি। এরপরও সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে?

সিগারেট ধরাল কর্ণেল রেজনিক। চেহারাটা গম্ভীর হয়ে উঠেছে তার। 'বেশ! এবার দেখা যাক, বাস্তব সত্য হিসেবে কি কি পাচ্ছি আমরা। টেবল লেকে আমরা একটা প্লেন আবিষ্কার করেছি, যার সিরিয়াল নাম্বার সাত-পাঁচ-চার-পাঁচ-তিন। এখানে এটার থাকার কথা নয়, তবু আছে।

'এবং আমরা মোটামুটি ঝুঁকি না নিয়েই ধরে নিতে পারি, ককপিট সীটে যারা বসে আছে তারা সবাই অরিজিন্যাল ক্রু। অতিরিক্ত লোকটা সম্পর্কে ধরে নেয়া যাক, ভুল করে তার কথা উল্লেখ করা হয়নি রিপোর্টে। প্লেনে হয়ত শেষ মুহূর্তে উঠেছিল সে। ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্যকারী বা একজন মেকানিকও হতে পারে। দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে সে হয়ত নিজেকে কার্গো রিঙের সাথে বেঁধে ফেলেছিল।'

'কিন্তু দু'রকম ইউনিফর্ম কেন, এর কি ব্যাখ্যা দেবেন আপনি?'

'দুর্ঘটনার অনেক পরে মারা গেছে সে, এর যেমন কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারছেন না আপনি, তেমনি দু'রকম ইউনিফর্মের ব্যাপারেও আমি কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারছি না।'

'কিন্তু যদি বলি প্লেনের পঞ্চম আরোহীর পরিচয় আমি জানি?'

'হোয়াট্?' দু'চোখ ভরা অবিশ্বাস নিয়ে রানার মুখে কি যেন খুঁজছে রেজনিক। 'আপনার কি মাথা খারাপ হলো, মিঃ রানা?'

'আমরা যার কেবিনে বসে রয়েছি,' শান্তভাবে বলল রানা, 'লোরা স্মিথের কাকা, চার্লি স্মিথ।'

দু'পা পিছিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল কর্ণেল রেজনিক। রানার কথাটা হজম করার চেষ্টা করছে সে। এগিয়ে এসে তার পাশের চেয়ারটায় বসল রানাও। রেজনিকের কাপটা আবার ভরে দিল ও।

'প্রমাণ?' অবশেষে অস্ফুটে জানতে চাইল কর্ণেল।

'বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পেরেছি, বিস্ফোরণ নাড়াচাড়া করতে গিয়ে মারা গেছেন চার্লি স্মিথ। ধ্বংসস্তূপ থেকে একটা বুট আর একটা বুড়ো আঙ্গুল ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায়নি। একটা খুন ধামা চাপা দেবার কি সুন্দর কৌশল, তাই না? একটা বিস্ফোরণের আয়োজন করা তেমন কোনো কঠিন কাজ নয়। বিস্ফোরণ ঘটার পরপরই সেখানে নিহত ব্যক্তির একটা বুড়ো আঙ্গুল আর একটা জুতো রেখে এলাম, যা সবাই চিনতে পারবে। এর মধ্যে আমি লাশটা সরিয়ে ফেললাম, এমন একটা জায়গায়, যেখানে কারো চোখ যাবে না। সবাই জানল, লোকটা দুর্ঘটনায় মারা গেছে। দিব্যি গায়ে বাতাস লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি, জানি আমাকে ছোঁবার কারো কোনো উপায় নেই।'

'আপনি বলতে চাইছেন প্লেনের ওই লোকটার পায়ের একটা বুড়ো আঙ্গুল আর একটা জুতো নেই?'

'সত্যিই নেই,' মৃদু গলায় বলল রানা।

তৈরি হতে সাড়ে ন'টা বেজে গেল বেনের। পাইপটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আছে সে, কথার সাথে বেরিয়ে আসছে ধোঁয়া।

'ফোল্ডারের কাভারটা মোটা চামড়ার বলে আড়াই দশক পানিতে ডুবে থাকার পরও প্রায় অক্ষত অবস্থায় রয়েছে,' রানাকে রিপোর্ট করছে বেন। 'কিন্তু ভেতরের কাগজগুলো পচে নরম কাদা হয়ে গেছে। লেখাগুলো প্রায় সবই অদৃশ্য, দুনিয়ার কোনো ল্যাবরেটরী সেগুলোকে আর ফিরিয়ে আনতে পারবে না। ছয়টার মধ্যে তিনটে পাতার অবস্থা জঘন্য, একটা অক্ষরও অবশিষ্ট নেই। চার নম্বর পাতাটা দেখে মনে হয়, এটাতে আবহাওয়ার তথ্য ছিল। ছাড়া ছাড়া ভাবে দু'একটা জায়গায় বাতাস, অলটিচ্যুড, আর অ্যাটমোসফেরিক টেম্পারেচার, এই শব্দ-গুলো দেখতে পাচ্ছি। একটা মাত্র বাক্যের অংশবিশেষ ডিসাইফার করতে পেরেছি আমি, সেটা হলো: "পশ্চিম ঢালের পিছনে পরিষ্কার হয়ে আসছে আকাশ"।'

'পশ্চিম ঢাল বলতে কলোরাডো রকিকে বোঝায়,' বলল রানা।

খপ্ করে টেবিলের কিনারা আঁকড়ে ধরল কর্নেল। 'গড! এ কথার মানে কি বুঝতে পারছেন না আপনারা?'

'মানে, এয়ারফোর্সের রিপোর্টে যাই বলা হোক, ফাইভ-থ্রির ফ্লাইট ক্যালিফোর্নিয়া থেকে শুরু হয়নি,' বলল রানা। 'ক্রুরা কন্টিনেন্টাল ডিভাইডের আবহাওয়া সম্পর্কে মাথা ঘামিয়ে থাকলে, প্লেনটা অবশ্যই পুবদিক থেকে রওনা হয়েছিল।'

'চার নম্বর ডাটা শীটে আর কিছু নেই,' বলল বেন। 'আরগুলোর তুলনায় পাঁচ নম্বর শীটটাকে তথ্যের ডিপো বলতে পারো। মাঝেমধ্যে কয়েকটা অক্ষর নেই, কিন্তু সেগুলো বুদ্ধি থাকলে পূরণ করে নেয়া সম্ভব। অক্ষত অবস্থায় দু'জন ক্রুর নাম পাচ্ছি এতে। এবার শূন্যস্থান পূরণের

কাজে হাত দিতে হয়। এদিকে দেখো।'

পাঁচ নম্বর শীটের এক জায়গায় একটা আঙ্গুল রাখল বেন, রানা আর রেজনিক সেদিকে ঝুঁকে পড়ল। লেখা রয়েছেঃ

A rc ft omm nd r : Ma r V n J ns n.

'শূন্যস্থানগুলো পূরণ করলে কি দাঁড়ায়?' বলল বেন। 'এয়ারক্রাফট কমাণ্ডার মেজর ভ্যান জনসন। ঠিক?'

'ঠিক,' বলল রানা। শীটের আরেক জায়গায় আঙ্গুল রাখল ও। 'এখানে কয়েকটা অক্ষর বসিয়ে নিলে আমরা ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার-এর পদ আর নামটা পাচ্ছি।'

'মাস্টার সার্জেন্ট জো,' শূন্যস্থান পূরণ করে পড়ে গেল বেন। 'পরবর্তী লাইনগুলো পড়া যাচ্ছে না, তবে ধরে নেয়া যায়, অন্যান্য ক্রুদের পদ আর নাম ছিল ওই সব জায়গায়। তারপর আমরা কি দেখছি?' নিচের একটা লাইনের ওপর আঙ্গুল রাখল সে।

ode n me : ext 53

'ক্লাসিফায়েড কল সাইন,' বলল রানা। 'সিকিউরিটি ফ্লাইটের প্রত্যেক এয়ারক্রাফটে থাকে একটা করে। সাধারণতঃ একটা নাউনের সাথে প্লেনের নাম্বারের শেষ দুটো সংখ্যা যোগ করা হয়।'

নির্ভেজাল শ্রদ্ধার সাথে রানার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে কর্ণেল রেজনিক। 'এসব আপনি জানলেন কোত্থেকে?'

'কারো মুখে শুনেছি, ঠিক মনে পড়ছে না,' প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল রানা।

'এখানে তাহলে আমরা পাচ্ছি—কোড নেম : কিছু একটা ফাইভ-থ্রি। এই কিছু একটা, কি এটা?'

'কোন্ নাউনের মাঝখানে ই এক্স এবং টি আছে?' বলল রেজনিক।

'টি-র পরের অক্ষর দুটো ও এবং এন হবার সম্ভাবনা।'

'সেক্সটন ?' বলল রানা।

'সেক্সটন ফাইভ-থ্রি,' উৎসাহের সাথে সায় দিয়ে বলল রেজনিক। 'ওয়াণ্ডারফুল ! সেক্সটন না হয়েই যায় না।'

'পাঁচ নম্বর শীটের শেষ ধাঁধাটা হলো,' বলল বেন, 'ই-ব্ল্যাঙ্ক-এ, রঙ্গেলো (Rongelo) জিরো-সিক্স-জিরো ব্ল্যাঙ্ক।'

'এস্টিমেটেড টাইম অব অ্যারাইভাল, সিক্স ইন দি মর্ণিং অ্যাট রঙ্গেলো,' তর্জমা করল কর্ণেল, চেহারায় এখনো বিস্ময় ফুটে রয়েছে তার। 'রঙ্গেলো ? সেটা আবার কোন্ নরকে ? সেক্সটন ফাইভ-থ্রির গন্তব্য-স্থান ছিল হাওয়াই ! অথচ এখানে দেখা...'

'আমি যা দেখতে পাচ্ছি তাই পড়ে শোনাচ্ছি আপনাকে, নিজের মন থেকে তো আর..

বেনকে থামিয়ে দিয়ে জানতে চাইল রানা, 'ছয় নম্বর শীটে কিছু নেই ?'

'নেই মানে ? তিন তিনটে লাইন রয়েছে। কিন্তু একটা ডেট আর নিচের দিকে একটা সিকিউরিটি ক্লাসিফিকেশন ছাড়া বোধগম্য নয় কিছু। এই যে, দেখো।'

rders d te anu ry 2 954

Aut or s d y : J k en on ot

TO SE R T COD IA

অক্ষরগুলোর ওপর ঝুঁকে পড়েছে কর্ণেল। অর্থ উদ্ধার করতে বেগ পেতে হচ্ছে না তাকে। বলল, 'প্রথম লাইনটা এইরকম—''অর্ডারস্ ডেটেড জানুয়ারী, দিনের তারিখটা বিশ থেকে উনত্রিশ তারিখের মধ্যে যে-কোনো একটা হতে পারে, নাইনটিন-ফিফটি-ফোর''।

'দ্বিতীয় লাইনটা সম্ভবতঃ, "অথোরাইজড্ বাই", কিন্তু অফিসারের নামটা পড়ার কোনো উপায় নেই। তবে পদটা যে জেনারেল, তা বোঝা যাচ্ছে।'

'তারপর আসছে—"টপ-সিক্রেট কোড ওয়ান-এ", গুরুত্বের মাত্রা বোঝাবার জন্যে এর চেয়ে বড় কোনো কোড নেই আর,' বলল বেন।

'তাহলে ধরে নিতে হয়,' বলল রানা, 'হয় পেন্টাগন নয় হোয়াইট হাউসের অথবা দু'পক্ষেরই কোনো একজন কর্তাব্যক্তি সেক্সটন ফাইভ-থ্রির আসল ব্যাপার ধামাচাপা দেবার জন্যে ভুয়া একটা অ্যাক্সিডেন্ট রিপোর্ট তৈরি করেছিল।'

'এমন বিদঘুটে, সৃষ্টিছাড়া কথা আমার জীবনে আমি শুনিনি,' বলল কর্নেল রেজনিক। 'রুটিন ফ্লাইটের একটা সাধারণ এয়ারক্রাফট সম্পর্কে মিথ্যে রিপোর্ট তৈরি করার পিছনে কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে?'

'বাস্তবের মুখোমুখি হোন, কর্নেল,' বলল রানা। 'সেক্সটন ফাইভ-থ্রি সাধারণ কোনো প্লেন ছিল না। আপনাদের রিপোর্টে বলা হয়েছে, সানফ্রান্সিসকোর কাছাকাছি ট্রাভিজ এয়ারফোর্স বেস থেকে রওনা হয়ে হাওয়াইয়ের হিকাম ফিল্ডে নামার কথা ফাইভ-থ্রির। কিন্তু এখন আমরা জানি, সেক্সটন ফাইভ-থ্রির গন্তব্যস্থান ছিল রঙ্গেলো নামে একটা জায়গা।'

মাথার পিছনটা চুলকাচ্ছে বেন, বলল, 'রঙ্গেলো নামে কোনো জায়গা আছে বলে কখনো আমি শুনিনি।'

'শুনেছি বলে আমারও মনে পড়ছে না,' বলল রানা। 'তবে ওয়ার্ল্ড অ্যাটলাস খুললেই জানা যাবে।'

'সব মিলিয়ে কি আমরা পেলাম তাহলে?' ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে জানতে চাইল কর্নেল।

'খুব বেশি কিছু না,' স্বীকার গেল রানা। 'উনিশশো চুয়ান্ন সাল। জানুয়ারীর শেষদিকের ঘটনা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুব অথবা মধ্যপশ্চিম এলাকার কোথাও থেকে একটা সি-নাইনটি-সেভেন-এর টপ সিক্রেট ফ্লাইট শুরু হয়। কিন্তু কলোরাডোর ওপর আসার পর যান্ত্রিক গোল-যোগ দেখা দেয়, আর কোনো উপায় না দেখে দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় ল্যাণ্ড করার সিদ্ধান্ত নেয় পাইলট। ভাগ্যগুণেই হোক আর পাইল-টের দক্ষতার গুণেই হোক, ফাঁকা একটা জায়গা দেখতে পেয়ে সেখানে প্লেনটাকে নামিয়ে আনে সে। মনে রাখতে হবে, সময়টা ছিল জানু-য়ারী। কলোরাডো রকির সমস্ত এলাকা ছিল বরফে ঢাকা। ফাঁকা মাঠ মনে করে পাইলট মেজর ভ্যান জনসন প্লেনটাকে যেখানে নামিয়ে আনে সেটা ছিল একটা বরফ ঢাকা লেক।'

'কাজেই প্লেনটা স্থির হয়ে দাঁড়াবার পর তার ওজন যখন চেপে বসল, দু'ফাঁক হয়ে গেল বরফ, সেই ফাঁক গলে নিচে নেমে গেল স্ট্রাটো-ক্রুজার,' বলল কর্ণেল রেজনিক।

'ঠিক তাই। বিধ্বস্ত প্লেনের ভেতর হুড়হুড় করে ঠাণ্ডা হিম পানি ঢুকে পড়ে, ক্রুরা নড়াচড়ার সময়ও পায়নি, যে যার সীটে বসে মারা যায়। দুর্ঘটনাটা কেউ দেখতে পায়নি, লেকের ওপরের ফাটলটা খানিক পরই আবার জোড়া লেগে যায়। সেজন্যেই ব্যাপক তল্লাশী চালিয়েও প্লেনের কোনো সন্ধান করা সম্ভব হয়নি। পরে ভুয়া একটা অ্যাক্সিডেন্ট রিপোর্ট তৈরি করে সেক্সটন ফাইভ-থ্রির গোটা ব্যাপারটা ধামাচাপা দেয়া হয়। এবং সবাই তার কথা ভুলে যায়।'

'চমৎকার!' বলল বেন। 'সাথে বাস্তব প্রমাণ ইত্যাদি না থাকলে গাঁজা বলে হেসেই উড়িয়ে দিতাম আমি। কিন্তু এর মধ্যে চার্লি স্মিথ আসছেন কোন্‌খানে? কিভাবে?'

'মাছ ধরার সময় নিশ্চয়ই তার বড়শীতে অক্সিজেন ট্যাংকটা আটকে যায়,' বলল রানা। 'তার রক্ত-মাংসের সাথে মিশে ছিল আবিষ্কারের নেশা, অক্সিজেন ট্যাংকটা বড়শির সাথে উঠে আসার পর সাংঘাতিক কৌতূহলী হয়ে লেকের পানিতে ডুব দেয় সে। এবং আগেই ভেঙে থাকা নোজ গিয়ারটা কেটে ওপরে তুলে আনে।'

'চার্লি স্মিথ খুন হয়েছে এ-কথা যদি তর্কের খাতিরে মেনেও নিই,' বলল কর্ণেল, 'কোনো মোটিভ আমি দেখতে পাচ্ছি না।'

মুখ তুলে কর্ণেলের দিকে তাকাল রানা। 'একজন মানুষের প্রাণ কেড়ে নেবার পিছনে কোনো উদ্দেশ্য না থেকে পারে না। আপনি কার্গোর কথাটা ভুলে যাচ্ছেন কেন?'

'ঠিক!' চেঁচিয়ে উঠল বেন। 'কার্গো একটা মোটিভ হতে পারে। হাইলি ক্লাসিফায়েড ফ্লাইট ছিল ওটা। কি কার্গো বহন করছিল সে তা আমরা জানি না, কিন্তু সেটা যে সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ সে-ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই বললেই চলে। অন্ততঃ মার্ডার করার জন্যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।'

এদিক ওদিক মাথা দোলাচ্ছে কর্ণেল। 'এতোই যদি মূল্যবান হবে কার্গো, সেটা তাহলে চার্লি স্মিথ বা তার খুনী উদ্ধার করেনি কেন? মিঃ রানা আগেই বলেছেন, সমস্ত কার্গো এখনও প্লেনের সাথে রয়েছে।'

'কার্গো আছে বলেছি,' মৃদু গলায় বলল রানা, 'সবটা আছে তা বলিনি। কতোটুকু কি ছিল তা না জেনে কিভাবে বলব সবটা আছে কি নেই!'

'পরবর্তী প্রশ্ন?' গলা পরিষ্কার করে জানতে চাইল বেন।

'বলো।'

'কি আছে মেটাল ক্যানগুলোয়?'

'তারিখটা মনে রাখতে হবে,' বলল রানা। 'উনিশশো চুয়ান্ন সাল। গোপন একটা মিশন নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে যাচ্ছিল সেক্সটন ফাইভ-থ্রি। তার কার্গো ছিল বড় সিলিণ্ডার আকৃতির অনেকগুলো মেটাল ক্যান। ওই সময়…'

'হ্যাঁ, তুমি কি বলতে চাইছ বুঝতে পেরেছি আমি,' রানাকে বাধা দিয়ে দ্রুত বলল বেন, 'ওই সময় বিকিনিতে নিউক্লিয়ার বোমা টেস্ট করা হচ্ছিল।'

চেয়ার ছেড়ে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল কর্ণেল রেজনিক। কয়েক সেকেণ্ড পাথরের মতো স্থির হয়ে বসে থাকলো সে। তারপর জানতে চাইল, 'আপনারা কি বলতে চাইছেন সেক্সটন ফাইভ-থ্রি নিউক্লিয়ার ওয়র হেড বহন করছিল?'

অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে রানাকে। কর্ণেলের প্রশ্নের উত্তর দিতে একটু দেরি করল ও। 'জোর করে কিছু আমি বলতে চাইছি না, কর্ণেল। আমি শুধু সম্ভাবনার কথা বলছি। সেক্সটন ফাইভ-থ্রির সন্ধান পাবার পর কয়েকটা প্রশ্ন না জেগে পারে না। ত্নিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রের এয়ারফোর্স তাদের একটা হারিয়ে যাওয়া প্লেনের সমস্ত তথ্য গোপন করার জন্যে ভূয়া একটা রিপোর্ট কেন পরিবেশন করল? প্লেনের ক্রুরা কেন নিয়েছিল মৃত্যুর ঝুঁকি? প্যারাস্যুট ব্যবহার করে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা না করে কেন তারা প্লেন নিয়ে ত্নর্গম লোকবসতিহীন এলাকায় নামল?'

'কিন্তু একটা কথা আপনি ভুলে যাচ্ছেন, মিঃ রানা,' বলল কর্ণেল, 'কার্গোটা নিউক্লিয়ার ওয়রহেড হলে সেটা খুঁজে বের করার চেষ্টা কখনোই ত্যাগ করত না সরকার।'

'হ্যাঁ,' বলল রানা, 'ওখানেই রহস্য জট পাকাচ্ছে। 'দেশের

অর্ধেকটা ধ্বংস করতে পারে এমন একটা কার্গোকে আবহাওয়া দুষিত করতে দেবার জন্যে ফেলে রাখতে পারে না কেউ। কিন্তু সেই সাথে এ-কথাও মনে রাখতে হবে, প্লেনটা খুঁজে বের করার জন্যে চেষ্টার কোনো ক্রুটি হয়নি। তবে সার্চ বন্ধ করাটা সত্যিই অদ্ভুত।'

হঠাৎ নাক টেনে কি যেন শুঁকলো কর্ণেল। 'কিসের গন্ধ পাচ্ছি ?'

ব্যস্ততার সাথে উঠে দাঁড়াল বেন, ছুটে গেল স্টোভটার দিকে। 'মেটাল প্লেটটা বোধহয় পুড়ে যাচ্ছে।'

'কি দিয়ে ফোটাচ্ছিলেন ওটা ?' জানতে চাইল কর্ণেল।

'ভিনিগার আর বেকিং সোডা। হাতের কাছে আর কিছু ছিল না…'

'মরচে আর রঙের দাগ তাতে উঠবে ?'

'বলতে পারি না। আমি কেমিস্ট নাকি ? তবে কোনো ক্ষতি হবে বলে মনে হয় না।'

হতাশায় একটা হাত ছুঁড়ে রানার দিকে ফিরল কর্ণেল, বলল, 'ভুলটা আমারই। প্রফেশন্যাল ল্যাব টেকনিশিয়ানদের জন্যে প্লেটটা নিজের কাছে রেখে দেয়া উচিত ছিল আমার।'

কর্ণেলের মন্তব্য শান্তভাবে অগ্রাহ্য করে একটা চিমটে দিয়ে ফুটন্ত পানি থেকে মেটাল প্লেটটা তুলে ফেলল বেন। তোয়ালে দিয়ে মুছে আলোর সামনে তুলল সেটাকে। নানাভাবে ঘুরিয়ে দেখছে।

'কি দেখছ ?' জানতে চাইল রানা।

ওদের সামনে টেবিলের ওপর মেটাল প্লেটটা রাখল বেন। বুক ভরে শ্বাস নিল, চেহারাটা গম্ভীর হয়ে উঠেছে। 'একটা লক্ষণ,' উত্তেজিত-ভাবে বলল সে। 'রেডিও অ্যাকটিভিটির লক্ষণ।'

'মাই গড!' আঁতকে উঠল ওরা।

ছয়

চেসাপীক বে। ইউ. এস. এ.। নভেম্বর, উনিশশো আশি।

ভোর হতে আর দু'ঘণ্টা বাকি। ফর্বস্ মেরিন স্ক্র্যাপ অ্যাণ্ড স্যালভেজ কোম্পানী। আলোকিত গেটের সামনে প্রকাণ্ড নীল ডিমের মতো একটা ক্যাডিলাক এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে প্রিন্সের মতো চেহারা নিয়ে নামল এক লোক। শরীরটা বিশাল, মাথাভর্তি ঝাঁকড়া চুল। আয়ত দুই চোখে ক্ষুরধার বুদ্ধির ঝিলিক। অন্ধকারে অদ্ভুত একটা জ্যোতি ছড়াচ্ছে যেন চেহারাটা। কাঠের পা, কিন্তু কোনো জড়তা বা আড়ষ্ট ভাব নেই হাঁটার মধ্যে, সহজ সাবলীল ভঙ্গিতে গেটের দিকে হেঁটে আসছে সে।

পোর্টেবল টিভি সেট দেখছে ইউনিফর্ম পরা গার্ড। মস্ত একটা হাই তুলে ঘুম তাড়াবার চেষ্টা করল সে। পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। গেট হাউজের খিলান-আকৃতির জানালা দিয়ে ছোটো একটা ফোল্ডার ঢুকিয়ে দিল বিশালদেহী আগন্তুক। হাত বাড়িয়ে নিয়ে সেটার ওপর চোখ বুলাল গার্ড। এক নিমেষে শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল তার, চেহারায় শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠল। পরিচয়পত্রটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল সে, 'ওয়েলকাম টু আমেরিকা, ক্যাপ্টেন। আমাদের ডিরেক্টর আপনাকে আশা করছেন।'

'জাহাজটা এখানে ?' ভারি, গম্ভীর গলায় জানতে চাইল আগন্তুক। 'দেখতে পাবো ?'

'জ্বী, স্যার। পুব ডকে নোঙর করা আছে,' সমীহের সাথে বলল গার্ড। জানালা দিয়ে স্যালভেজ এলাকার একটা ম্যাপ গলিয়ে দিল সে। 'দেখেশুনে পা ফেলবেন, স্যার। এনার্জি রেশনিং-এর জন্যে ইয়ার্ডের আলো নিভিয়ে রাখা হয়েছে।'

উত্তর না দিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল আগন্তুক।

প্রকাণ্ড ডেরিক-এর নিচে দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগোচ্ছে সে। বাতাসে টার, তেল আর লবণের গন্ধ। ডকে পৌঁছে মানুষজনের খোঁজে এদিক সেদিক তাকাচ্ছে সে। নাইট ক্রুরা অনেক আগেই যে যার বাড়ি ফিরে গেছে। শুধু একটা বুড়ো সী-গাল কাঠের পিলারের মাথায় বসে গলাটাকে লম্বা করে দিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

আরো একশো গজ এগিয়ে থামল সে। জেটির পাশে প্রকাণ্ড একটা কালো পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে জাহাজটা। গ্যাংপ্ল্যাঙ্ক বেয়ে ওপরে উঠল সে। ডেক ধরে হাঁটছে। অস্বাভাবিক লম্বা ডেক, শেষ হতে চায় না। সামনে ব্রিজ।

একসময় বে-র পুব দিক থেকে সূর্য উঠল। বিশাল জাহাজটার আসল চেহারা ফুটে উঠল দিনের আলোয়। রঙ চটে গেছে, জায়গায় জায়গায় মরচে আর ঝালাইয়ের উৎকট দাগ। কিন্তু এসব কিছুই চোখে পড়ল না আগন্তুকের, বা চোখে পড়লেও গ্রাহ্য করল না। জাহাজটা তার উদ্দেশ্য পূরণ করবে, এটুকু বুঝতে পেরেই সন্তুষ্ট সে। ব্রিজে দাঁড়িয়ে রেইলিংয়ের গায়ে হালকা ভাবে হাত বুলাচ্ছে কবীর চৌধুরী, নির্জন ডেকের দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করছে, 'ঠিক তোমাকেই আমার দরকার।'

ওয়াশিংটন ডি. সি.। নভেম্বর।

পেন্টাগন। কর্নেল রেজনিক সেক্সটন ফাইভ-থ্রির আবিষ্কার সম্পর্কে রিপোর্ট করার পর পুরো একটা হপ্তা কেটে গেছে। কর্তৃপক্ষ অবহেলা আর উদাসীনতার সাথে সাতটা দিন কাটিয়ে দিয়ে আজ ডেকে পাঠিয়েছে কর্নেলকে, তাও ব্যাপারটার গুরুত্ব অনুধাবনের জন্যে নয়, আনুষ্ঠানিকভাবে হেসে উড়িয়ে দেবার জন্যে। কর্মকর্তাদের সামনে বসে নিষ্ফল রাগে মনে মনে ফুঁসছে রেজনিক, সেই সাথে নিরাশায় কালো হয়ে যাচ্ছে তার চেহারা।

কনফারেন্স রুমে মাত্র তিনজন লোক উপস্থিত। চীফ অব-এয়ার-ফোর্স সেফটি, জেনারেল হোমার। জয়েন্ট চীফ অব স্টাফ-এর সহকারী জেনারেল জন করিডন। এদের সামনে আসামীর চেহারা নিয়ে বসে আছে কর্নেল রেজনিক। জেনারেলদের সামনে ভিডিওটেপের মধ্যে সমস্ত প্রমাণ রয়েছে, কিন্তু তবু তাঁরা নিমজ্জিত প্লেনের কোনো গুরুত্ব আছে বলে স্বীকার করতে রাজি নন। তাঁরা বলতে চাইছেন, ফাইভ-থ্রিকে উদ্ধার করলে খবরের কাগজগুলোকে মহা হৈ-চৈ শুরু করার একটা সুযোগ দেয়া হবে শুধু, আর কোনো লাভ হবে না। স্তব্ধ হয়ে বসে আছে কর্নেল রেজনিক।

'কিন্তু স্যার, ওদের পরিবার-পরিজন?' অবশেষে প্রতিবাদ জানাল কর্নেল। 'লাশগুলো পাওয়া গেছে এ-কথা তাদেরকে না জানানো একটা ক্রাইম।'

'মাথা ঠাণ্ডা করুন, কর্নেল। পুরানো ক্ষত খুঁচিয়ে দিয়ে কি উপকার করতে চান আপনি তাদের? ক্রুদের মা-বাবা অনেকদিন আগেই মারা গেছেন, ধরে নেয়া যায়। স্ত্রীদের বিয়ে হয়েছে আবার। ছেলে-মেয়েরা মানুষ হয়েছে নতুন বাবার কাছে। তাদের বর্তমান জীবনটা

শান্তিতে কাটুক, সেটাই কি কাম্য হওয়া উচিত নয় আমাদের ?'

'কিন্তু কার্গোর ব্যাপারটা কি হবে ?' কর্ণেল বলল, 'সেক্সটন ফাইভ-থ্রির কার্গো নিউক্লিয়ার ওয়রহেড কিনা...'

'সমস্ত ব্যাপারটা আমরা পুংখানুপুংখভাবে যাচাই করে দেখেছি,' তীক্ষ্ণ গলায় বললেন জেনারেল জন করিডন। সমস্ত মিলিটারী স্টোর-হাউজ রেকর্ড কমপিউটরের সাহায্যে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখা হয়েছে, কোথাও থেকে কোনো ওয়রহেড হারায়নি, বা সংখ্যায় কমে যায়নি। হিরোশিমায় ফেলা বোমাটা থেকে ধরে আজ পর্যন্ত যতো আণবিক বোমা তৈরি হয়েছে, প্রত্যেকটির হিসাব আছে আমাদের। সেই হিসেবে কোনো গরমিল নেই।'

'কিন্তু স্যার, আমরা সবাই জানি, নিউক্লিয়ার ওয়রহেড কোথাও পাঠাবার সময় স্টেইন-লেস স্টীলের ক্যানে ভরে পাঠানো হতো, আজও তাই হয়...'

'কিন্তু কর্ণেল, আপনি কি একথা একবারও ভেবেছেন, যে-ক্যান-গুলোর কথা আপনি বলছেন সেগুলো খালিও হতে পারে ?'

মাথাটা ঝুঁকে পড়ল কর্ণেলের, হতাশায় কালো হয়ে গেছে চেহারা, বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে তাকে। প্রধান একজন ইনভেস্টিগেটর নয়, কর্মকর্তারা তাকে মায়ের কোলের শিশু বলে মনে করছে। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা কর্ণেলের। এই রকম আচরণ আশা করেনি সে।

'তাছাড়া, প্রশান্ত মহাসাগরে নিখোঁজ হয়ে গেছে যে প্লেনটা, টেবল লেকের ওটা যদি সেটাই হয়ে থাকে,' বললেন জেনারেল হোমার, 'তাহলে গোটা ব্যাপারটাকে চেপে যাওয়াই সবদিক থেকে ভালো হবে।'

'স্যার ?'

'প্লেনের কোর্স। রিপোর্টের সাথে বাস্তবের আকাশপাতাল তফাৎ। নিশ্চয়ই এর পিছনে গুরুতর কোনো কারণ আছে। যা হয়ত এয়ার-ফোর্স প্রকাশ করতে চায় না। ভেবে দেখুন, নির্ধারিত কোর্স থেকে উল্টোদিকে একহাজার মাইল সরে যাওয়ার কি মানে হতে পারে? হয় ক্রুরা প্লেনটাকে চুরি করার মতলব ফেঁদেছিল, নাহয়···গড নোজ!'

'কিন্তু ফ্লাইট অর্ডার নিশ্চয়ই কেউ অথোরাইজ করেছিল,' হতভম্ব দেখাচ্ছে কর্ণেলকে।

'তা করেছিল,' বললেন জেনারেল জন করিডন। 'ক্যালিফোর্নিয়া, ট্রাভিজ এয়ারফোর্স বেস থেকে একজন কর্ণেল, কর্ণেল ফচেট অরিজি-ন্যাল অর্ডারটা ইস্যু করেছিল।'

তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল রেজনিক। 'ফ্লাইট অর্ডার সাধারণতঃ কয়েক-মাসের বেশি ফাইলে রাখা হয় না, এটা ছাব্বিশ বছর ধরে রেখে দেয়া হয়েছে কেন?'

জেনারেল জন করিডন তার মস্ত একটা কাঁধ ঝাঁকালেন। 'কেন, তা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না, কর্ণেল। কিন্তু কথাটা সত্যি। ট্রাভিজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফিসে পুরানো ফাইলে সেক্সটন ফাইভ-থ্রির শেষ ফ্লাইট অর্ডার পাওয়া গেছে।'

'আর ফাইভ-থ্রির ধ্বংসাবশেষ থেকে যে অর্ডারটা পাওয়া গেছে?'

'বাস্তবতাকে অস্বীকার করে কোনো লাভ নেই, কর্ণেল,' বললেন জেনারেল হোমার। তাঁর ক্লিনশেভড মুখে রাগের ভাব। ঘনঘন পাইপে টান দিয়ে মুখের সামনে ধোঁয়ার একটা মেঘ সৃষ্টি করলেন তিনি। কলোরাডো লেক থেকে যে কাগজগুলো উদ্ধার করেছেন আপনি, তা ডিসাইফার করার উপযুক্ত নয়। অনুমান করে একটা মনগড়া অর্থ দাঁড় করালেই তো আর হলো না। ওখানে যা লেখা নেই, আপনি তাই

পড়ছেন।'

'আমি যতোটুকু বুঝি,' জেনারেল জন করিডন চকচকে টাকে হাত বুলাচ্ছেন, 'সেক্সটন ফাইভ-থ্রি্র কোর্স সম্পর্কে যে রহস্য রয়েছে তা একটা মৃত বিষয়।' জেনারেল হোমারের দিকে ফিরলেন তিনি। 'আপনি আমার সাথে একমত, জেনারেল?'

'সম্পূর্ণ।'

জেনারেল জন করিডন তীব্র দৃষ্টি হানলেন কর্ণেল রেজনিকের দিকে। 'আমাদের সামনে দাখিল করার মতো আর কিছু আছে আপনার, কর্ণেল?'

কর্মকর্তারা বসে আছেন, অপেক্ষা করছেন একটা উত্তরের জন্যে। কর্ণেল জানে, এঁদেরকে কিছু বলা না বলা সমান। সে তার শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে আছে, মাথার ওপর ধারাল তলোয়ারের মতো ঝুলছে অবাধ্যতার অভিযোগ। এদের সিদ্ধান্ত মেনে নিলে সব ঠিক থাকবে, তা নাহলে মাথার ওপর নেমে আসবে তলোয়ারটা। এঁরা তাকে সেক্সটন ফাইভ-থ্রি্র সব কথা ভুলে যেতে বলছে। এয়ারফোর্সে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে, তার প্রতি একটুও যদি মায়া থাকে, সব কথা ভুলে যেতে হবে তাকে।

ওয়াশিংটন ডি. সি.। হোয়াইট হাউস।

পিছনের মাঠে এক ডজন বল নিয়ে খেলছেন প্রেসিডেন্ট। মাত্র পাঁচ ফিট দূরে একটা কাপ, কিন্তু একটা বলও তাতে ফেলতে পারছেন না। আপন মনে মনে হাসছেন তিনি, ভাবছেন গলফ তাঁর খেলা নয়। টেনিস কিম্বা হ্যাণ্ডবলের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক চ্যালেঞ্জ তিনি বুঝতে পারেন, কিন্তু নিজের নৈপুণ্যের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মধ্যে কৃতিত্বটা কোথায়,

ভেবে পান না তিনি।

'এখন আমি তৃপ্তির সাথে মরতে পারি, কারণ সবই আমার দেখা হয়েছে।'

সিধে হয়ে দাঁড়ালেন প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী অব ডিফেন্স চার্লস উইলসনের দিকে তাকালেন। হাসছেন উইলসন।

একহারা চেহারার ছোটোখাটো মানুষ সেক্রেটারী উইলসন, সদা প্রফুল্ল, সবার প্রিয়।

'বুঝলে উইলসন,' বিষণ্ন একটু হেসে বললেন প্রেসিডেন্ট, 'আমার হাতে এই যে প্রচুর সময় দেখতে পাচ্ছ, এ থেকেই প্রমাণ হয় প্রেসিডেন্ট হবার পর কাজ করার সুযোগ নেই আমার।'

'আজ আপনাকে একটু বিষণ্ন দেখাচ্ছে, স্যার,' বললেন সেক্রেটারী অব ডিফেন্স। 'আপনার তো খুশি হবার কথা, ইলেকশনে আপনার পার্টি আর আপনার লোকেরা জিতেছে।'

'ইলেকশনে কেউ আসলে জেতে না কখনো,' প্রেসিডেন্ট একটু গম্ভীর হলেন। 'কি ভাবছ তুমি, উইলসন?'

'রকিতে যে পুরানো প্লেনটা পাওয়া গেছে,' উইলসন বললেন, 'ওটার ব্যাপারে মাথা ঘামাতে নিষেধ করে দিয়েছি আমি সবাইকে।'

'বোধহয় ভালোই করেছ।'

'অদ্ভুত একটা ব্যাপার,' বললেন উইলসন। 'এয়ারফোর্স ফাইলের ওই বানোয়াট ফ্লাইট প্ল্যান ছাড়া ক্রুদের সত্যিকার মিশন সম্পর্কে কোথাও কোনো তথ্য বা সূত্র নেই।'

'হুঁ,' অবশেষে কাপে একটা বল ফেলতে পেরেছেন প্রেসিডেন্ট। 'লেকের তলায় পড়ে ঘুমাতে দাও ওটাকে। নিজের শাসনকালে আইসেনহাওয়ার যদি উত্তরটা মাটি চাপা দিয়ে রাখতে বাধ্য হয়ে থাকেন, আমি

কোন্ সাহসে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বের করতে যাবো ?'

'আমার ইচ্ছে, লাশগুলো উদ্ধার করে সামরিক মর্যাদায় দাফন করি। এইটুকু ওদের প্রাপ্য।'

'বেশ। কিন্তু কোনোরকম পাবলিসিটি নয়।'

'এয়ারফোর্সের যে লোকটা চার্জে আছে তাকে আমি এ-ব্যাপারে সাবধান করে দেবো।'

প্রেসিডেন্ট ঘুরে দাঁড়ালেন। রুমাল দিয়ে হাত মুছছেন তিনি। ধীরে ধীরে হাঁটছেন তাঁর একজিকিউটিভ অফিসের দিকে। 'কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি, অনুমান করতে পারো কিছু, উইলসন ? উনিশশো চুয়ান্ন সালে কি গোপন করার চেষ্টা করেছিলেন আইসেনহাওয়ার ?'

'গত কয়েক দিন ধরে সারারাত জেগে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছি আমি,' সেক্রেটারী অব ডিফেন্স চার্লস উইলসন বললেন, 'পাইনি।'

লাঞ্চের সময়। কটনউড ইনে প্রচণ্ড ভিড়। খালি টেবিলের জন্যে দাঁড়িয়ে আছে লোকজন। ভিড় ঠেলে এগোচ্ছে কর্ণেল রেজনিক। তাকে দেখতে পেয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকল রানা।

'এই ভিড়ে আপনাকে খুঁজে পাবো কিনা ভাবছিলাম,' রানার মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে বলল রেজনিক।

একজন ওয়েট্রেস এসে দাঁড়াল টেবিলের পাশে, ভি-কাট ব্লাউজের ভেতর বুকের প্রায় সবটাই দেখা যাচ্ছে। টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ল সে। 'এ মার্টিনি অন দি রক,' বলল রেজনিক। 'না, ডবল বানাও ওটাকে।'

ওয়েট্রেস চলে গেল।

রেজনিকের দিকে তাকিয়ে আছে রানা। 'ব্যাপার কি ? পেন্টাগন

কর্মকর্তারা ধমকে দিয়েছে নাকি ?'

ধীর ভঙ্গিতে মাথা দোলাল রেজনিক। 'আমার রিপোর্টের প্রতিটি শব্দ অর্থহীন বলে রায় দিয়েছে ওরা।'

'আপনি সিরিয়াস ?'

'ন্যাংটো করে মারতে বাকি রেখেছে শুধু।'

'সে কি ! তা কিভাবে সম্ভব ? পাঁচ নম্বর লাশ আর মেটাল ক্যান-গুলোর ব্যাপারে গুরুত্ব না দিয়ে পারে কিভাবে ?'

'ক্যানগুলো নাকি খালি। আর চার্লি স্মিথের কথা তুলিনি আমি। তুললে কোনো ফল হতো না। ওরা আমার কোনো কথা শুনতে রাজি নয়।'

'আপনি তাহলে ইনভেস্টিগেশন থেকে সরে যাচ্ছেন ?'

'হ্যাঁ, যদি একজন জেনারেল হিসেবে অবসর নিতে চাই,' গম্ভীর গলায় বলল রেজনিক।

'ওরা আপনাকে হুমকি দিয়েছে নাকি ?'

'মুখ ফুটে উচ্চারণ করার দরকার হয়নি,' বলল রেজনিক। 'ওদের চোখেই তা ফুটে উঠেছিল।'

'এখন তাহলে কি হবে ?' জানতে চাইল রানা। নিজের গ্লাসে চুমুক দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল ও। কপালে চিন্তার রেখা।

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানার দিকে রেজনিক। 'আশা করি আপনি একাই চালিয়ে যেতে পারবেন।'

দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে আছে নিঃশব্দে।

কয়েক মুহূর্ত পর রানাই প্রথম কথা বলল, 'আপনি চান প্লেনটাকে আমি টেবল লেক থেকে তুলি ?'

'কেন নয় !'

'কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন, সেক্সটন ফাইভ-থ্রিকে তোলার জন্যে বিশজন ক্রু, কয়েক ট্রাক ভর্তি ইকুইপমেন্ট, কমপক্ষে দু'হপ্তা সময় আর প্রায় চার লাখ মার্কিন ডলার লাগবে। এতসব যোগাড় করা এখুনি আমার পক্ষে সম্ভব নয়। নুমা-র ডিরেক্টর অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিল-টনকে বলে হয়ত দেখতে পারি, কিন্তু তিনি আমাকে এতো বড় একটা প্রজেক্টে সাহায্য করতে পারবেন কিনা বলা মুশকিল। বাজেটের প্রশ্ন আছে।'

'কিন্তু তাই বলে এতোদূর এসে হাল ছেড়ে দেবেন আপনি?'

'হাল ছেড়ে দিচ্ছি তা তো আমি বলিনি,' হাসল রানা। 'সরকারের তরফ থেকে তোলা হলে আমার কাজটা সহজ হয়ে যেত, এই আর কি। তবে, তার আগে আরো কয়েকটা ব্যাপারে তদন্ত চালাতে হবে আমাকে।'

'তার মানে?' ভুরু কুঁচকে উঠল রেজনিকের।

'সেক্সটন ফাইভ-থ্রির সাথে আরো গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে, কর্ণেল,' বলল রানা। 'তা নাহলে ওটাকে নিয়ে এতো মাথা ঘামাবার কোনো দরকার ছিল না। তবে যতো তাড়াতাড়ি পারি কলোরাডোয় ফিরে যাবো আমি। ক্রুদের লাশগুলো...'

'তোলা হবে। সামরিক মর্যাদায় দাফন করা হবে ওদেরকে। কিন্তু তোলার দায়িত্ব এখনও কাউকে দেয়া হয়নি। সম্ভবতঃ আমাকেই দেয়া হবে। আমি আপনার সাথে যোগাযোগ রাখব।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'ভালো কথা, সেক্সটন ফাইভ-থ্রির ফ্লাইট প্ল্যান-এর ব্যাপারটা আপনার কর্তারা কিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা কিন্তু বলেননি আমাকে।'

'অরিজিন্যালটা পেয়েছেন জেনারেল জন করিডন। প্লেন থেকে

আমরা যেটা উদ্ধার করেছি তার সাথে ওটার কোনো মিল নেই।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা, অন্যমনস্ক ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল, তার-পর জানতে চাইল, 'আপনার কাছে জেরোক্স কপির একটা আছে নাকি? আমাকে ধার দিবেন?'

'ফ্লাইট প্ল্যানের?'

'শুধু ছয় নম্বর শীটটা।'

'বাইরে, আমার গাড়িতে আছে। কেন?'

'অন্ধকারে একটা ঢিল ছুঁড়ে দেখতে চাই,' বলল রানা। 'আমার এক বন্ধু আছে এফ.বি.আই.-এ, ধাঁধার উত্তর বের করতে জুড়ি নেই তার।'

সাত

ন্যাশন্যাল আণ্ডার ওয়াটার অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সী-র জাহাজ ভিজালিয়ার কনফারেন্স রুমে বসে মারটিন প্যানজারের সাথে কথা বলছে রানা। নুমার স্যালভেজ মাস্টার মারটিন, প্রকাণ্ড গরিলার মতো চেহারা, ক্লিনশেভড, কিন্তু লম্বা কালো চুলে সারা শরীর ঢাকা, সারাক্ষণ চুইংগাম চিবাচ্ছে। নুমার একজন ডিরেক্টর, বেন নেলসন, টেলিফোনে তাকে রানার পরিচয় জানিয়ে নির্দেশ দিয়েছে, ওর সাথে সম্ভাব্য সবরকম সহযোগিতা করতে হবে। রানাকে অভ্যর্থনা জানাবার সময় একটু গাম্ভীর্য দেখিয়েছিল মারটিন, কিন্তু একটু পরই রানার মনোমুগ্ধকর ব্যক্তিত্ব আর মানুষকে আপন করে নেবার সহজাত গুণ লক্ষ্য করে কখন যে গাম্ভীর্যের খোলস ছেড়ে শিশুর মতো সরল হয়ে উঠেছে, তা নিজেও বলতে পারবে না সে।

'একটা পদ্ধতি হলো ডলিঙ্গার (Dollinger) ভ্যারিয়্যাবল এয়ার ট্যাংক,' রানার প্রশ্নের উত্তরে উৎসাহের সাথে কথা বলে যাচ্ছে মারটিন। 'গভীর পানি থেকে ডোবা জাহাজ তুলতে এর জুড়ি নেই। খোলের পাশে একজোড়া এয়ার ট্যাংক ডুবিয়ে দিন, তারপর ভালো করে বেঁধে নিয়ে বাতাস ভরে ফুলিয়ে নিন। সহজ কৌশল, উনিশশো পনের সালে

হাওয়াইয়ের কাছে পুরানো সাবমেরিন এফ-ফোরকে এই একই বেসিক প্রিন্সিপালের সাহায্যে তোলা হয়েছিল।'

'কিন্তু বালি সরাবার জন্যে আপনাকে সাকশন পাম্প ব্যবহার করতে হবে না?' জানতে চাইল রানা। 'যতো হালকা হবে, ভেঙে যাবার আশংকা ততো কমবে, তাই নয় কি? মোটা আয়রন প্লেটগুলো টিকে যাবে বলে মনে হয়, কিন্তু ভারি ওক প্যানেলিংগুলো দীর্ঘদিন পানির নিচে থেকে নিশ্চয়ই পচে যায়।'

'হ্যাঁ, সাকশন পাম্প ব্যবহার করতে হবে,' রানাকে সমর্থন করে বলল মারটিন। 'পুরানো জাহাজ যদি হয়, তাতে কামান ইত্যাদিও থাকে। সেগুলো আমরা সরিয়ে দিয়ে হালকা করে নিই জাহাজটাকে।'

এতোক্ষণে নিজের প্রসঙ্গটা পাড়ছে রানা। 'ডলিঙ্গার এয়ার ট্যাংক,' সিগারেট ধরিয়ে বলল ও। 'ডোবা একটা প্লেন তোলার জন্যে কতো-টুকু উপযুক্ত ওটা?'

চুইংগাম চিবানো বন্ধ হয়ে গেল মারটিনের, ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল, 'কতো বড়?'

'একশো সত্তর কি আশি হাজার পাউণ্ড, কার্গোসহ।

'কতো গভীর?'

'একশো চল্লিশ ফিট।'

রানার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে স্যালভেজ মাস্টার, কিন্তু দেখছে যেন বহুদূরের জিনিস। কয়েক মুহূর্ত পর আবার চুইংগাম চিবাতে শুরু করল সে। বলল, 'এক্ষেত্রে আমি ডেরিক ব্যবহার করতে বলব।'

'ডেরিক?'

'স্থির প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো দুটো ডেরিক ওই পরিমাণ বোঝা অনা-য়াসে তুলতে পারবে,' বলল মারটিন। 'তাছাড়া, প্লেন মানেই ভঙ্গুর

জিনিস। আপনি যদি ডলিঙ্গার ট্যাংক ব্যবহার করেন, আর তোলার সময় যদি দুটো ট্যাংক মুহূর্তের জন্যেও একটু উঁচু-নিচু হয় বা নিজে-দের পথ থেকে কোনোদিকে সরে যায়, প্লেনটা দু'টুকরো হয়ে যেতে পারে।' একটু থেমে প্রশ্ন করল সে, 'কিন্তু এরোপ্লেন আবার ডুবল কোথায়, মিঃ রানা?'

'কতো প্লেনই তো এখানে সেখানে ডুবে আছে,' বলল রানা। 'কে জানে কবে কোন্‌টা তোলার দরকার হতে পারে।'

ঠিক এই সময় একজন ক্রু দরজা খুলে উঁকি দিল, ইঙ্গিতে ওয়াল-ফোনটা রানাকে দেখিয়ে বলল, 'আপনার একটা শোর-টু-শিপ কল, স্যার।'

উঠে গিয়ে ওয়ালফোনের রিসিভার তুলে নিল রানা। 'হ্যালো?'

'তুমি শালা তুষারমানব হয়ে গেছো নাকি?' অপরপ্রান্ত থেকে ঘড় ঘড়ে একটা গলা ভেসে এলো। 'খুঁজে পাই না কেন?'

'কার সাথে কথা বলছি, প্লীজ?'

'লে বাবা,' কৃত্রিম নৈরাশ্যে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা অপরপ্রান্ত থেকে। 'শালার উপকার করার জন্যে সারাটা রাত জেগে কাটালাম, এখন উনি চিনতেই পারছেন না আমাকে!'

'দুঃখিত, পিট,' বলল রানা, হাসছে এখন ও। 'কিন্তু রেডিওফোনে তোমার গলাটা হুবহু সোফিয়া লরেনের মতো শোনাচ্ছে, আমার কি দোষ বলো'

ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন-এর একজন এজেন্ট ডার্ক পিট, রানার অনেক দিনের পুরানো বন্ধু। গতকাল ওর সাথে যোগাযোগ করেছিল রানা।

'তুমি শালা নিশ্চয়ই কোনো মিস বিউটিকে নিয়ে পড়ে আছো…'

শুরু করল পিট।

তাকে থামিয়ে দিয়ে জানতে চাইল রানা, 'আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছ?'

'যা জানতে চেয়েছিলে তার চেয়ে আরো কিছু বেশি জানাতে পারব বলে আশা করি।'

'শুনছি।'

'সেক্সটন ফাইভ-থ্রি র ফ্লাইট অর্ডার অথোরাইজ করেছিল···

'একজন জেনারেল।'

'ওখানেই ভুল করেছ,' বলল পিট। 'তিনি জেনারেল ছিলেন না।'

'কিন্তু একমাত্র জেনারেল টাইটেলই ফিট করে ওখানে!'

'মোটেই তা নয়। জেনারেল লিখতে ইংরেজিতে সাতটা অক্ষর লাগে, কিন্তু তোমার দেয়া কাগজে শুধু পঞ্চম অক্ষরটা পড়া যাচ্ছে, একটা আর, ঠিক?'

'হ্যা।'

'সেক্সটন ফাইভ-থ্রি, যেহেতু এয়ারফোর্সের একটা প্লেন, তার পাইলটও একজন এয়ারফোর্সের লোক, তাই আমিও ধরে নিয়েছিলাম ওটার ফ্লাইট অর্ডার একজন এয়ারফোর্স অফিসারই অথোরাইজ করবে।'

'আরো সংক্ষেপে বলা যায় না?'

'কিন্তু এয়ারফোর্সের ফাইল ঘেঁটে এমন কোনো নাম পেলাম না যার সাথে তোমার কাগজে পাওয়া অফিসারের নামের ছাড়াছাড়া অক্ষরগুলো মেলে। এই সময় আমার মনে হলো, অ্যাডমিরাল-ও তো একটা সাত অক্ষরের পদ, এই শব্দেরও তো পঞ্চম চরিত্র একটা আর।'

হঠাৎ তলপেটে একটা সুড়সুড়ি অনুভব করল যেন রানা। আয়হায়,

সম্ভাবনাটা মুহূর্তের জন্যে তার মনে উঁকি দেয়নি। অ্যাডমিরাল শব্দটা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তার মনের ভেতর। কারো মাথায় ঢোকেনি এয়ারফোর্সের একটা প্লেন নেভীর কার্গো বহন করতে পারে!

'কোনো নাম?' উত্তরটা কি হবে ভেবে রীতিমতো ভয় পাচ্ছে রানা। 'নেভীর ফাইল ঘেঁটে কোনো নাম পেয়েছ তুমি, পিট?'

'নামের প্রথম অংশটা সহজ, জে-র পরে দুটো অক্ষর নেই, তার-পর একটা কে। তারমানে জ্যাক। মাঝখানের অক্ষর দুটো হবে এ এবং সি। নামের দ্বিতীয় অংশটা—প্রথম অক্ষরটা নেই, তারপর আছে একটা ই, একটা এন। এর পরের অক্ষরটা নেই, তারপর রয়েছে একটা ও, একটা এন। ডেনটন? মেলে না?'

'মেলে।'

'এরপর নামের শেষ অংশ,' বলল পিট। 'শেষের দুটো অক্ষর আছে, একটা ও, এবং একটা টি। প্রথম দিকে সম্ভবত দুটো অক্ষর ছিল। এই দুটো অক্ষর যদি এস এবং সি হয়, কি দাঁড়ায়?'

'স্কট।'

'হ্যাঁ,' বলল পিট। 'পুরো নামটা তাহলে কি দাঁড়াল?'

'জ্যাক ডেনটন স্কট,' বলল রানা।

'অ্যাডমিরাল জ্যাক ডেনটন স্কট,' হাসছে ডার্কপিট। 'কমপিউটরের সাহায্য নিয়ে নেভী রেকর্ড ঘাঁটতে গিয়ে দেখলাম, দিব্যি রয়েছে নামটা।'

'কিন্তু সেটা উনিশশো চুয়ান্ন সালের কথা,' বলল রানা। 'জ্যাক ডেন-টন তখনই যদি অ্যাডমিরাল হয়ে থাকেন, এখন তিনি হয় আশি বছ-রের বুড়ো, নয়ত মারা গেছেন—সম্ভবতঃ মারাই গেছেন।'

'আন্দাজে বাঘ মেরো না,' ধমকের সুরে বলল পিট। 'জ্যাক ডেন-

টনের ফাইল পড়েছি আমি। সাংঘাতিক মেধাবী অফিসার ছিলেন। তাঁর পদোন্নতির গতি দেখে মনে হয়েছিল, ন্যাভাল চীফ অব স্টাফের পদটা তাঁর কপালেই ঝুলছে। কিন্তু তারপরই হঠাৎ করে তাঁকে বদলি করে দেয়া হয় ভারত মহাসাগরের একটা ফ্লিটে, যেখানে যোগ্যতা দেখাবার কোনো অবকাশই ছিল না। রহস্যময় একটা ব্যাপার! কে জানে, হয়ত বড় কর্তার সাথে মতের মিল হয়নি, তাই অবিচারের শিকার হন তিনি। সে যাই হোক, উনিশশো বাষট্টি সালে অবসর নিয়েছেন তিনি। আগামী ডিসেম্বরে উনআশিতে পড়বেন।'

'তুমি বলতে চাইছ জ্যাক ডেনটন বেঁচে আছেন?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করল রানা।

'নেভীর পেনশন গ্রহিতাদের তালিকায় নাম আছে তাঁর,' তথ্য-গুলো একটা একটা করে ছাড়ছে পিট, রানাকে অধৈর্য করে তুলে মজা পাচ্ছে সে।

'ঠিকানা, পিট?' জানতে চাইল রানা। 'কোনো ঠিকানা পাওনি?'

'একটা সরাইখানা। নাম অ্যাংকোরেজ হাউজ। ভার্জিনিয়া লেক্সি-নটনের ঠিক দক্ষিণে। ওখানের নিয়মকানুন জানা থাকার কথা তোমার—পোষা কুকুর-বিড়াল আর বাচ্চা নিয়ে ওঠা নিষেধ। ষোলোটা কামরা, প্রাচীন অ্যান্টিকস দিয়ে সাজানো।'

'তোমার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ, দোস্ত।'

'এর মধ্যে আমাকে নেবে নাকি?' সাগ্রহে জানতে চাইল পিট। 'তোমার সাথে কাজ করা মানেই তো ভয়ংকর রোমাঞ্চ।'

'তোমাকে হয়ত দরকার হবে আমার,' বলল রানা। 'কিন্তু এখনই নয়, পিট।'

'এফ. বি. আই আগ্রহী হতে পারে এমন কোনো ব্যাপার নয়

তো ?'

'না, তোমাদের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না ব্যাপারটা।'

'তাহলে ঠিক আছে,' বলল পিট। 'কিন্তু দরকার হলে ডেকো আমাকে, কেমন ?'

'প্রমিজ।' রিসিভার রেখে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল রানা। দেখল ওর দিকে ঘন ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে স্যালভেজ মাস্টার মারটিন প্যানজার।

'অনধিকার চর্চা না হয়ে গেলে জানতে পারি, ব্যাপারটা কি ?' প্রশ্ন করল সে।

'ছাব্বিশ বছরের পুরানো একটা রহস্য,' বলল রানা। 'মীমাংসার জন্যে আপনার সাহায্যও হয়ত লাগবে। এখুনি নয়, তার আগে আরো কিছু কাজ বাকি আছে আমার।'

'যখনই সাহায্য লাগবে, খবর পাঠাবেন, স্যার,' বলল মারটিন। 'আপনাকে সাহায্য করতে পারলে খুশি হবো আমি।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'আবার দেখা হবে।'

সকালের ফ্লাইটে রিচমণ্ড পৌঁছুল রানা। ট্যাক্সিতে বসে ভার্জিনিয়ার গ্রামীণ সৌন্দর্য দেখছে ও। পাইনগাছের বনভূমি, ছোটো ছোটো জলপ্রপাত, ঢালু ক্ষেত-খামার, ছবির মতো ঘর-বাড়ি। ইন্টারস্টেট এইট্টি ওয়ান পেরিয়েই বাঁক নিল ট্যাক্সি, ঢুকে পড়ল লেক্সিনটনে। শহরের আর্কিটেকচারের নমুনাগুলো দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে দেখার মতো, কিন্তু হাতে সময় নেই রানার। একটু পরই দক্ষিণ দিকে মোড় নিল ট্যাক্সি। রঙচঙে একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়েছে আগেই। অ্যাংকোরেজ হাউস আর মাত্র মাইলখানেক দূরে।

নুড়ি বিছানো পথের শেষ মাথায় সরাইখানাটা। রিসেপশনে কাউকে দেখতে না পেয়ে একটু অবাক হলো রানা। কলিংবেলের বোতামে চাপ দিতে যাবে, এই সময় দরজা দিয়ে বিশ-বাইশ বছরের একটা মেয়ে হাতে একটা চেয়ার নিয়ে ভেতরে ঢুকল। পরনে জীনস আর ডেনিম ব্লাউজ, ছাই রঙের চুলের সাথে বাঁধা রয়েছে একটা লাল ব্যানডানা। পায়ে রাইডিং বুট। গায়ের রঙটা আশ্চর্য চকচকে আর মসৃণ। চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ। একনজর দেখেই বুঝল রানা, অত্যন্ত ব্যক্তিত্ব-সম্পন্না চরিত্র, ভূমিকম্পই হোক বা অগ্নিকাণ্ড, কোনো কিছুতেই টলার পাত্রী নয়।

সুন্দর একটা পায়াওয়ালা ঝাড়বাতির সামনে চেয়ারটা রাখল মেয়েটা। বলল, 'দুঃখিত। আমি আপনার গাড়ির শব্দ শুনতে পাইনি।'

চেয়ারটা দেখিয়ে বলল রানা, 'খুব সুন্দর জিনিস। নিশ্চয়ই একটা অ্যান্টিকস ?'

'হ্যাঁ,' বলল মেয়েটা। 'ক্যান্টারবেরীর হেনরি ব্লিনের তৈরি।'

'আপনাদের এখানে অনেক দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ আছে বলে শুনেছি।'

'সমস্ত কৃতিত্ব সরাইখানার মালিক অ্যাডমিরাল স্কটের,' বলল মেয়েটা। ডেস্কের পিছন দিকে চলে গেল সে। 'সংগ্রহের ব্যাপারে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ, এটা তাঁর একটা নেশাও বটে।'

'আচ্ছা!'

'আপনার একটা কামরা দরকার ?'

'হ্যাঁ, শুধু আজ রাতটার জন্যে।'

রেজিস্টার খাতাটা উল্টো করে ডেস্কের ওপর রাখল মেয়েটা। সই করল রানা।

'তেরো নম্বর কামরা। দোতালায় উঠে বাঁ দিকের তিনটে দরজা

পেরিয়ে। আশা করি লাগেজ বয়ে নিয়ে যেতে কোনো অসুবিধে হবে না, মিঃ রানা?' সই করার সময় উল্টোদিক থেকে নামটা পড়ে নিয়েছে মেয়েটা। 'আমি হিলি মিলিগান। কিছু দরকার হলে দরজার পাশের বোতাম চাপ দেবেন।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'অ্যাডমিরাল আছেন, নাকি বাইরে গেছেন?' জানতে চাইল ও। 'তাঁর সাথে একটু আলাপ করতাম—অ্যান্টিকস্ সম্পর্কে।'

লবির শেষ মাথার জোড়া পর্দা লাগানো দরজাটা দেখিয়ে মেয়েটা বলল, ওখান দিয়ে বেরিয়েই একটা পুকুর দেখতে পাবেন। অ্যাডমিরাল কচুরীপানা সাফ করছেন।'

দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে চওড়া একটা ফুটপাত দেখতে পেল রানা, দু'পাশে বুনো ফুল আর পাইন গাছ। ফুটপাতের শেষ দিকে একটা পুকুরের কিনারা দেখা যাচ্ছে, তারপরই ক্রমশঃ উঠতে শুরু করেছে পাহাড়ের গা।

একজন বুড়ো লোককে দেখতে পেল রানা, পায়ে গামবুট, হাতে একটা লম্বা আঁকশি, সেটা দিয়ে একগাদা কচুরীপানা তুলে আনছেন। দশাসই পুরুষ অ্যাডমিরাল, মাথায় হ্যাট নেই, দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে মনে হয়, আরো ত্রিশ বছর কম হবে তাঁর বয়স। টাক মাথা থেকে দর-দর করে ঘাম নেমে আসছে।

'অ্যাডমিরাল জ্যাক ডেনটন?'

মাঝপথে স্থির হয়ে গেল আঁকশিটা। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে দাঁড়ানো রানাকে দেখে নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, আমি জ্যাক ডেনটন।' কথা শেষ করে পুকুরের দিকে তাকালেন তিনি আবার, আঁকশি দিয়ে কচুরীপানা তুলতে থাকলেন।

আমার নাম মাসুদ রানা, একটু যদি সময় দেন, আপনার সাথে দু'টো কথা বলতে চাই আমি।'

'অবশ্যই, শুরু করুন,' বললেন অ্যাডমিরাল, আঁকশি দিয়ে এক-গাদা কচুরীপানা টেনে এনে ফেললেন একপাশে। 'কিছু মনে করবেন না, কাজটা আজকেই শেষ করতে হবে আমাকে।'

পরিস্থিতিটা অস্বস্তিকর লাগছে রানার কাছে, প্রসঙ্গটা কিভাবে তুলবে বুঝতে পারছে না। খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করল ও। অ্যাডমিরাল আর কিছু বলছেন না বা ওর দিকে ফিরেও তাকাচ্ছেন না।

মৃদু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিল ও, তারপর বলল, 'আপনাকে আমি কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই। একটা এয়ারক্রাফটের ব্যাপারে। ওটার কোড ডেজিগনেশন ছিল সেক্সটন ফাইভ-থ্রি।'

কিছুই ঘটল না। অ্যাডমিরাল জ্যাক ডেনটন নিজের কাজে পুরো-দমে ব্যস্ত। কিন্তু তাঁর আঁকশি ধরা হাতের নখের ডগাগুলো রক্তশূন্য সাদা হয়ে গেছে, দৃষ্টি এড়াল না রানার।

'সেক্সটন ফাইভ-থ্রি,' বললেন তিনি, তারপর কাঁধ ঝাঁকালেন। 'কই, মনে পড়ছে না কিছু।'

'ওটা একটা মিলিটারী এয়ার ট্র্যান্সপোর্ট সার্ভিস প্লেন ছিল। উনিশ-শো চুয়ান্ন সালে গায়েব হয়ে যায়।'

'আচ্ছা? সে তো অনেক যুগ আগের কথা,' শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন অ্যাডমিরাল পানির দিকে। 'উঁহুঁ, কোনো মিলিটারী এয়ারট্র্যান্স-পোর্ট এয়ারক্রাফটের কথা মনে পড়ছে না আমার।' একটু পর আবার বললেন, 'মোটেও আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। আমার ত্রিশ বছরের নেভী জীবনে পুরোটা সময় আমি সারফেস অফিসার ছিলাম। আমার দায়িত্ব ছিল হেভী অর্ডন্যান্স।'

‘এয়ারফোর্সের মেজর ভ্যান জনসন নামে কোনো পাইলটের কথা মনে পড়ে ?’

‘জনসন ? মেজর ভ্যান জনসন ?’ এদিক ওদিক মাথা নাড়ছেন অ্যাডমিরাল। ‘কই, মনে পড়ছে না।’ এতোক্ষণে আবার একবার তিনি ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন রানার দিকে। ‘আপনার নামটা আরেকবার বলবেন ? এসব প্রশ্ন আপনি আমাকে কেন করছেন ?’

‘আমার নাম মাসুদ রানা,’ আবার বলল রানা। ‘ন্যাশনাল আণ্ডার-ওয়াটার অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সীর সাথে একটা কন্ট্রাক্টে কাজ করছি। ওটা একটা আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান, একটা ব্যাপারে ইনভেস্টিগেশন করার জন্যে ওরা আমাকে ভাড়া করেছে। কিছু পুরানো কাগজপত্র পেয়েছি আমি, যাতে উল্লেখ করা হয়েছে, সেক্সটন ফাইভ-থ্রির ফ্লাইট অর্ডার আপনি অথোরাইজ করেছিলেন।’

‘নিশ্চয়ই কেউ কোথাও কোন ভুল করেছে।’

‘বোধহয়,’ বলল রানা। ‘হয়ত সমস্ত রহস্যের সমাধান পাওয়া যাবে প্লেনটার ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করার পর।’

‘কিন্তু আপনি যেন বললেন, গায়েব হয়ে গেছে সেটা ?’

‘গায়েব হয়ে গিয়েছিল, আমি সেটাকে আবিষ্কার করেছি।’

তীক্ষ্ণ চোখে অ্যাডমিরালের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে রানা, কিন্তু পাশ থেকে দেখে তাঁর কোনো প্রতিক্রিয়া বোঝা যাচ্ছে না। অ্যাড-মিরালকে একা রেখে সরে যাবার সিদ্ধান্ত নিল ও। ভদ্রলোককে চিন্তা-ভাবনা করার সময় দেয়া দরকার।

‘আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত, অ্যাডমিরাল,’ বলল রানা। ‘আমার সূত্রগুলো নিশ্চয়ই ভুল। কিছু মনে করবেন না।’ ঘুরে দাঁড়াল রানা, ফুটপাত ধরে ফিরে আসছে। প্রায় পঞ্চাশ ফিটের মতো এগিয়ে

এসেছে ও, এই সময় বাধা পেল।

'মিঃ রানা!'

ঘুরে দাঁড়াল রানা। 'ইয়েস?'

'আপনি কি সরাইখানায় উঠেছেন?'

'কাল সকাল পর্যন্ত। তারপর ফিরে যেতে হবে আমাকে।'

কথা বললেন না অ্যাডমিরাল, একবার শুধু মাথা ঝাঁকালেন।

ফুটপাত ধরে সরাইখানার দরজার কাছে পৌঁছে গেছে রানা, এই সময় ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকাল পুকুরের দিকে। আপন মনে আঁকশি দিয়ে কচুরীপানা টেনে তুলছেন অ্যাডমিরাল। দুশ্চিন্তা বা উত্তেজনার চিহ্নমাত্র নেই তাঁর ভাবভঙ্গিতে। রানা যেন এইমাত্র তাঁর সাথে খোশ গল্প করে এসেছে।

আর সব বোর্ডারদের সাথে বসে রাজকীয় ডিনার সারল রানা। ডাইনিং রুমটা আঠারো শতকের একটা কাউন্টি সরাইখানার খাবার ঘরের ঢঙে সাজানো। দেয়ালে হাতে তৈরি রাইফেল আর হরিণের মাথা ঝুলছে। সমস্ত তৈজসপত্র পুরানো আমলের, প্রত্যেকটির ঐতি-হাসিক মূল্য আছে। যা কিছু পরিবেশন করা হলো, ঘরে তৈরি খাবারের মতো স্বাদ সেগুলোর।

এক টেবিল থেকে আরেক টেবিলে যাচ্ছে হিলি, কফি পরিবেশনের সুযোগে দু'একটা কথা বলছে বোর্ডারদের সাথে। আইরিশ কফি শেষ করে পোর্চে বেরিয়ে এলো রানা। পুব দিকে আস্ত একটা চাঁদ উঠেছে, তার আলোয় রূপোর মতো চক চক করছে পাইন গাছের মাথাগুলো। এগিয়ে গিয়ে রেইলিঙের সামনে দাঁড়াল ও, একটা সিগারেট ধরাল। পরবর্তী চালটা অ্যাডমিরাল দেবেন, আশা করছে ও।

খানিক পর মৃদু পায়ের আওয়াজ ঢুকল কানে, পিছন দিকে না তাকিয়েও কে আসছে বুঝতে পারল রানা। রানার পিছনে কয়েক সেকেণ্ড নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকল সে।

'ভার্জিনিয়া চাঁদের মতো এতো উজ্জ্বল চাঁদ আপনি আর কোথাও পাবেন না।'

'তাই বুঝি?' বলল রানা।

'ডিনারটা উপভোগ করেছেন?' জানতে চাইল হিলি। রানার পিছন থেকে এগিয়ে এসে পাশে দাঁড়াল সে। একটা হাত রাখল রেইলিঙে।

'অনেকদিন এমন উপভোগ করিনি। আপনাদের রাঁধুনীর তুলনা হয় না। খাবারগুলো যেন প্লেটের ওপর কবিতা।'

বন্ধুত্বপূর্ণ হাসিটা অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে উঠল হিলির মুখে। ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে রেইলিঙের ওপর গুরু-নিতম্ব তুলে বসল সে। হঠাৎ তার চেহারা কেমন যেন সিরিয়াস হয়ে উঠল। 'বলুন, মিঃ রানা, আমাদের অ্যাংকোরেজ হাউজে কেন এসেছেন আপনি?'

হিলির চোখে চোখ রাখল রানা। 'স্রেফ কৌতূহল, নাকি আর কিছু?'

'দুঃখিত,' বলল হিলি। 'আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাতে চাইনি আমি, কিন্তু আপনি আসার পর থেকে বাবাকে কেমন যেন অস্থির আর উদ্বিগ্ন দেখছি। আমি ভাবলাম...'

'অ্যাডমিরাল আপনার বাবা?'

'আমি তাঁর পালক-কন্যা।' এরপর গলার আওয়াজ আরো নিচু করে নিজের জীবনের ইতিহাস শুরু করল হিলি। বলার কথা তার একটাই, অ্যাডমিরালকে সে ভালোবাসে, কারণ তিনি তাকে মানুষ করেছেন। কথার মাঝখানে হঠাৎ সে রিস্টওয়াচ দেখল। 'ইস্, আর সব গেস্টরা

না জানি কি মনে করছে। আমি যাই। সরাইখানার পাশে ছোটো একটা পাহাড় আছে, ওখান থেকে লেক্সিনটন শহরটা পুরো দেখা যায়। বড় সুন্দর দৃশ্য। জায়গাটা রেইলিং দিয়ে ঘেরা, ইচ্ছে হলে যেতে পারেন ওখানে।' বলে আর দাঁড়াল না হিলি।

ভুরু কুঁচকে হিলির গমনপথের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানা। হিলির শেষ কথাগুলোর সুরে পরামর্শ বা অনুরোধ ছিল না, ছিল আদেশের কাঠিন্য।

অনেক কমিয়ে বলেছে হিলি। ঢালের মাথা থেকে দৃশ্যটা শুধু সুন্দর নয়, শ্বাসরুদ্ধকর। গোটা উপত্যকাটাকে রূপালী আবরণ দিয়ে ঢেকে রেখেছে চাঁদটা, আর শহরের আলোগুলো বহুদূরের গ্রহের মতো পিট পিট করছে। এখানে এসেছে এক মিনিটও হয়নি, এমনি সময় পিছনে কারও উপস্থিতি অনুভব করল রানা।

'অ্যাডমিরাল ডেনটন?' শান্তভাবে জানতে চাইল ও।

'প্লিজ, মাথার ওপর হাত তুলুন, আর এদিকে ঘোরার চেষ্টা করবেন না,' রুক্ষ কণ্ঠে বললেন অ্যাডমিরাল।

কথা মতো কাজ করল রানা। ওর গায়ে হাত পড়ল, অ্যাডমিরাল সম্পূর্ণ বডি সার্চ করলেন না, শুধু পকেট থেকে ওয়ালেটটা বের করে নিয়ে তাতে টর্চের আলো ফেললেন। কয়েক মুহূর্ত পর আলোটা নিভিয়ে দিয়ে ওয়ালেটটা আবার ভরে দিলেন রানার পকেটে। 'হাত দুটো নামিয়ে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ান, মিঃ রানা।'

তাই করল রানা। দেখল, অ্যাডমিরালের বাঁ হাতে একটা রিভলভার ধরা রয়েছে। ওর পেটের দিকে তাক করা। 'এসবের কোনো দরকার আছে কি?' মৃদু গলায় বলল ও।

'নিষিদ্ধ তথ্য জানেন আপনি। সেটা এমন একটা ব্যাপার, যার সমাপ্তি টানা হয়ে গেছে বহুযুগ আগে। আপনার পরিচয় সম্পর্কে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক।'

'নিজের যে পরিচয় দিয়েছি, সেটা যে সত্যি, এখন আপনার বিশ্বাস হয়েছে তো ?'

'নুমার চীফ ডিরেক্টর অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনকে টেলিফোন করেছিলাম আমি,' জ্যাক ডেনটন বললেন। 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্যাসিফিকে আমার কমাণ্ডে কাজ করেছিল ও। ওদের একজন ডিরেক্টরের সাথে আপনার একটা কণ্ট্রাক্ট হয়েছে বটে, কিন্তু সে-ব্যাপারে হ্যামিলটন বিশেষ কিছু জানে না। কিন্তু আপনার আসল পরিচয় জানিয়ে দিয়েছে সে আমাকে। সেই সাথে আপনার একগাদা প্রশংসাও করেছে, যার কোনো দরকার ছিল না।'

'আমি ঠিক বুঝলাম না···

'আপনি রানা এজেন্সীর চীফ, অনেক সফল অভিযানের নায়ক, মুসোলিনীর সোনা উদ্ধার করেছেন···'

বয়ঃবৃদ্ধ একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ভদ্রলোকের মুখ থেকে নিজের প্রশংসা শুনে কুণ্ঠাবোধ করছে রানা। 'আমার আবিষ্কারের কথা এখনো আমি অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনকে জানাইনি।'

'আপনার আবিষ্কার। সেক্সটন ফাইভ-থ্রি ?'

'ওটার অস্তিত্ব আছে, অ্যাডমিরাল। হাত দিয়ে ছুঁয়েছি আমি প্লেনটাকে।'

অ্যাডমিরালের বুকটা ফুলে উঠল, যেন সমস্ত বাতাস টেনে নিচ্ছেন তিনি। 'মিঃ রানা, আপনার মতো একজন স্বনামধন্য মানুষের কাছ থেকে এই আচরণ আমি আশা করি না। আপনি যে শুধু ধোঁকা দিচ্ছেন

তাই নয়, মিথ্যে কথাও বলছেন। আমি জানতে চাই, কেন?'

'প্রমাণ চান, অ্যাডমিরাল? নিজেদের পেশায় প্রচুর সুনাম আছে, এমন দুজন লোককে সাক্ষী হিসেবে আপনার সামনে হাজির করতে পারি। ভিডিওটেপ করা ছবিও আছে।'

হতচকিত একটা ভাব ফুটে উঠল অ্যাডমিরালের চেহারায়। 'অসম্ভব! মহাসাগরে ডুবে গেছে সে। মাসের পর মাস তন্নতন্ন করে খুঁজেছি আমরা, তার কোনো চিহ্নমাত্র পাওয়া যায়নি কোথাও। কোত্থেকে, কিভাবে···অসম্ভব!'

'ভুল জায়গায় খুঁজেছিলেন আপনারা, অ্যাডমিরাল। সেক্সটন ফাইভ-থ্রি, কলোরাডোর একটা পাহাড়ী লেকে ডুবে আছে।'

অ্যাডমিরালের প্রকাণ্ড মুখ থেকে সমস্ত কাঠিন্য এক নিমেষে ঝরে পড়ল। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছেন। মুহূর্তের মধ্যে একজন লোকের চেহারা এতোটা বদলে যেতে পারে, ভাবতেও পারেনি রানা। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, রুগ্ন দেখাচ্ছে তাঁকে। রিভলভার ধরা হাতটা ঝুলে পড়ল শরীরের পাশে, টলতে টলতে একটা কাঠের বেঞ্চের দিকে এগোলেন তিনি। একটা হাত বাড়িয়ে তাঁকে ধরে সোজা করে রাখল রানা।

মাথা নেড়ে ধন্যবাদ জানালেন অ্যাডমিরাল, ধীরে ধীরে বসে পড়লেন বেঞ্চের ওপর। 'আমি জামতাম···' হাঁপাচ্ছেন তিনি। '···আমি জানতাম, একদিন ব্যাপারটা বিস্ফোরণ ঘটাবে! এ বিপদ চিরকাল মুখ লুকিয়ে থাকার নয়।' একটা কাঁপা হাত বাড়িয়ে রানার কব্জিটা চেপে ধরলেন তিনি। 'কার্গো? মাই গড, কার্গোর কথা কিছু বলছেন না কেন?' আতংকে গলাটা বুঁজে এলো অ্যাডমিরালের।

'স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে মেটাল ক্যানগুলো, তাছাড়া ওগুলোর আর কোনো ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হয় না। তবে জোর

করে কিছু বলা সম্ভব নয় এখুনি।'

'প্রার্থনা করি সব যেন ঠিক থাকে,' বিড়বিড় করে বললেন অ্যাড-মিরাল। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন। 'কলোরাডো? রকি পর্বত-মালা। তার মানে মেজর ভ্যান জনসন আর তার ক্রুরা ওটাকে রাজ্যের বাইরে বের করে নিয়ে যেতে পারেনি!'

'ফ্লাইটটা কলোরাডো থেকে শুরু হয়েছিল?'

'সেক্সটন ফাইভ-থ্রির অরজিন পয়েন্ট ছিল বাকলী ফিল্ড।' একটা হাতে মাথার ভার চাপালেন অ্যাডমিরাল। 'এতো তাড়াতাড়ি কি গণ্ডগোল দেখা দিল? টেকঅফ করার একটু পরই নেমে এসেছিল ওরা···

'নিশ্চয়ই মেকানিক্যাল কোনো গোলযোগ দেখা দিয়েছিল,' বলল রানা। 'একমাত্র যে ফাঁকা জায়গা দেখতে পায় ওরা, সেখানেই নামার চেষ্টা করেছিল। শীতকাল, লেকটা নিরেট বরফে মোড়া ছিল, একটা মাঠ বলে ভুল করেছিল ওটাকে। প্লেনের ভর সামলাতে না পেরে ডেবে যায় বরফ, লেকের তলায় নেমে যায় সেটা। ঠিক ওই জায়গাটায় লেকটা খুব বেশি গভীর; তাই গ্রীষ্মে বরফ গলার পরও প্লেনের আউটলাইন দেখা যায়নি আকাশ থেকে।'

'আর এদিকে আমরা ধরে নিয়েছিলাম··· ক্রমশঃ অ্যাডমিরালের কণ্ঠস্বর নিচু হতে হতে মিলিয়ে গেল। খানিক পর নরম গলায় তিনি বললেন, 'কার্গো···ওই মেটাল ক্যানগুলো যে-কোনো মূল্যে উদ্ধার করতে হবে।'

'ওগুলো কি নিউক্লিয়ার ওয়রহেড?' প্রশ্ন করল রানা।

'নিউক্লিয়ার ওয়রহেড··· রানার কথাটা পুনরাবৃত্তি করলেন অ্যাড-মিরাল, ফিসফিস করে কথা বলছেন তিনি। 'আপনার কি তাই ধারণা?'

'সেক্সটন থ্রি-র ফ্লাইট প্ল্যানে যে তারিখের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, ওই সময় সাউথ প্যাসিফিকের বিকিনিতে এইচ-বম্ব টেস্টের তোড়জোর চলছিল। তাছাড়া, একজন ক্রুর পকেট থেকে একটা মেটাল ট্যাগ পেয়েছি আমি, তাতে রেডিও অ্যাকটিভিটির লক্ষণ দেখা গেছে।'

'ভুল বুঝেছেন আপনি, মিঃ রানা। হ্যাঁ, নিউক্লিয়ার ন্যাভাল শেল রাখার জন্যেই ওই মেটাল ক্যানগুলোর ডিজাইন তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু কিছু মেটাল ক্যান অন্য কাজে লাগানো হয়।'

'কারো কারো ধারণা, ক্যানগুলো খালি।'

মোমের তৈরি মূর্তির মতো স্থির হয়ে বসে আছেন অ্যাডমিরাল। 'তাই যদি হতো, আইসেনহাওয়ারের আত্মা কষ্ট পেতো না,' বিড়বিড় করে বললেন তিনি। 'আমি হলফ করে বলতে পারি, তাঁর আত্মা এখনো অস্থিরতায় ভুগছে। না, মিঃ রানা। ক্যানগুলো খালি নয়। আপনি তো জানেন, নিউক্লিয়ার ছাড়াও মারণাস্ত্র আছে। বলা যেতে পারে সেক্সটন ফাইভ থ্রি মৃত্যুর বীজ বহন করছিল।'

'মৃত্যুর বীজ?'

'মহামারীর বীজ, বললেন অ্যাডমিরাল জ্যাক ডেনটন স্কট। 'ওই মেটাল ক্যানগুলোয় লুকিয়ে আছে লক্ষ কোটি মানুষের অনিবার্য ধ্বংস।'

আট

'লক্ষ-কোটি মানুষের অনিবার্য ধ্বংস!' মনে মনে কথাটা আওড়াল রানা।

'শিউরে উঠলেন, মিঃ রানা?' একটু অবাক হয়ে জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল। 'এখনো তো ওটার পরিচয় পাননি।'

'লক্ষ-কোটি মানুষের অনিবার্য ধ্বংস,' বলল রানা। 'শুনলেই কেমন গা ছমছম করে। সবকথা খুলে বলুন, অ্যাডমিরাল।'

'এর গুরুত্ব বোঝাবার জন্যে আর কোনো ভাষা জানা নেই আমার,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'এর একটা বায়োকেমিক নাম আছে, ত্রিশটা অক্ষরের বিদঘুটে উচ্চারণ। কিন্তু মিলিটারী কোডটা সহজ আর মিষ্টি। আমরা স্রেফ কিউ-ডি বলে ডাকতাম ওটাকে। কুইক-ডেথ-এর সংক্ষেপ।'

'তাৎক্ষণিক মৃত্যু!' বিড় বিড় করে উচ্চারণ করল রানা। 'কিন্তু ওটাকে আপনি অতীত কালে ফেলে উচ্চারণ করছেন কেন?'

অসহায় একটা ভঙ্গি করলেন অ্যাডমিরাল। 'অভ্যাস। আপনি সেক্সটন ফাইভ-থ্রি আবিষ্কার করেছেন, এ-কথা শোনার আগে পর্যন্ত আমার বিশ্বাস ছিল, কিউ-ডি-র আর কোনো অস্তিত্ব নেই।'

'আসলে জিনিসটা কি?'

'সামরিক মারণাস্ত্রের চরম উৎকর্ষ বলা যেতে পারে কিউ-ডি-কে। সাতাশ বছর আগে একজন মাইক্রো-বায়োলজিস্ট, নাম ডঃ জন ভেটা-রলি, রাসায়নিক ভাবে তৈরি করেছিলেন কৃত্রিম এক ধরনের প্রাণ, যেটা মানবদেহে বা অন্যান্য সমস্ত প্রাণীদেহে অজানা একটা রোগ সৃষ্টি করতে পারে, যার চিকিৎসার কোনো পদ্ধতি আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করা যায়নি। খুব সহজ করে বলতে চাইছি—একটা অজ্ঞাত পরিচয়, অদৃশ্য ব্যাকটেরিয়োলজিক্যাল এজেন্ট মানবদেহে বা যে কোনো প্রাণীদেহে সংক্রমিত হবার তিন থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ভাইটাল বডি ফাংশন থামিয়ে দিতে পারে। কোনো সময় দেয় না, মৃত্যু হয় তৎক্ষণাৎ।'

'নার্ভ গ্যাসের বৈশিষ্ট্যও কি এই একই রকম নয়?'

'অনুকূল পরিবেশে তাই। কিন্তু মিটিওরোলজিক্যাল ডিসটার্ব্যান্স দেখা দিলে, যেমন বাতাস বা ঝড়, অথবা প্রচণ্ড গরমের সময় বিপজ্জনক ডোজের নার্ভ বা টক্সিক এজেন্ট বড় একটা এলাকায় ফেলা হলে তার শক্তি কমে যায়, অনেক সময় কোনো কাজই করে না। কিউ-ডি সমস্ত বাধাবিঘ্ন জয় করেছে। কোনো কিছুই তাকে দমিয়ে রাখতে পারে না। তার শক্তির কোনো ক্ষয় নেই। মৃত্যুহীন প্রাণ বলা যেতে পারে একে। যে-কোনো আবহাওয়ায় মহামারী সৃষ্টি করতে পারে সে। মৃত্যুর হার শতকরা একশো জন।'

'কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতে একটা মহামারীকে দমন করা সম্ভব নয়, তা কিভাবে হয়?'

'মাইক্রোঅরগানিজমগুলোকে দেখা এবং চেনা গেলে তা সম্ভব। ডিকনটামিনেশন প্রসিডিওর আর অ্যান্টি-বায়োটিকের সাহায্যে দ্রুত বিস্তার লাভ করছে এমন একটা মহামারীর গতি মন্থর করে দেয়া

যায়, অথবা থামিয়েও দেয়া যায়। কিন্তু একটা শহরে যখন ঢোকে কিউ-ডি, দুনিয়ায় এমন কোনো শক্তি নেই যে তাকে থামায়। গোটা শহর উজাড় করার পরও পূর্ণ শক্তি নিয়ে সেখানে আস্তানা গেড়ে বসে থাকবে সে।'

'তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাঝখানে কিউ-ডি-কে প্লেনে টেনে তোলা সম্ভব হলো কিভাবে?'

'ওর জন্ম এবং ক্যানে ভরার ঘটনা একই জায়গায় ঘটে। ডেন-ভারের বাইরে রকি মাউন্টেন অ্যারসেন্যাল (Arsenal) এ-দেশের প্রধান কেমিক্যাল এবং বায়োলজিক্যাল মারণাস্ত্র তৈরির কারখানা ছিল তখন, গত বিশ বছর ধরে এই কাজ করে আসছিল ওরা। বলা বাহুল্য, সম্ভাব্য সবরকম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা চালু ছিল ওখানে।'

চুপ করে আছে রানা, বলে যেতে দিচ্ছে বৃদ্ধকে।

ঘাড় ফিরিয়ে দূরের আলোকিত শহরের দিকে তাকিয়ে আছেন অ্যাডমিরাল, কিন্তু দু'চোখে তাঁর শূন্য দৃষ্টি। 'চুয়ান্ন সালের জানুয়ারী,' অতীতে ফিরে গেছেন তিনি, অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে যেন তাঁর কণ্ঠস্বর। 'বিকিনিতে বিস্ফোরণ ঘটাবার জন্যে হাইড্রোজেন বোমা সেট করা হয়েছে। কিউ-ডি টেস্ট প্রোগ্রামের দায়িত্ব দেয়া হলো আমা-কে, তার কারণ ডঃ ভিটেলিকে নেভি আবিষ্কার করেছিল, এবং আমি ছিলাম ন্যাভাল অর্ডন্যান্সে একজন এক্সপার্ট। হাইড্রোজেন বিস্ফোরণের ডামাডোলে আমার টেস্টটাকে আড়াল করার সুযোগটা আমি হাত-ছাড়া করতে চাইনি। ভেবেছিলাম, দুনিয়ার সবাই যখন বিকিনির ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবে, আমরা তখন চুপিসাড়ে রঙ্গেলো আইল্যাণ্ডে সেরে নেবো টেস্টটা। চারশো মাইল উত্তর-পুবে ওটা, বাইরের দুনিয়ার কাছে অচেনা একটা ছোট্ট দ্বীপ।'

‘রঙ্গেলো,’ মৃদু গলায় বলল রানা। ‘সেক্সটন ফাইভ-থ্রির গন্তব্য-স্থান।’

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলেন অ্যাডমিরাল। ‘মহাসাগরের মাঝখানে কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ এই একটা ছোট্ট প্রবালের টুকরো মাথা তুলে আছে পানির ওপর, একা। পাখিরাও দূরে সরে থাকে ওটার কাছ থেকে।’ বসার ভঙ্গি বদল করার জন্যে একটু থামলেন অ্যাডমিরাল। ‘দু’ধরনের টেস্ট পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নিই আমি। প্রথম টেস্টের অধীনে একটা অ্যারোসোল (aerosol) ডিভাইসের সাহায্য নেয়া হয়, ওটার কাজ ছিল দ্বীপে সামান্য একটু কিউ-ডি ছড়িয়ে দেয়া। দ্বিতীয় টেস্টে যুদ্ধ জাহাজ উইসকনসিন-এর সাহায্য নেয়ার ব্যবস্থা হয়। ঠিক হয় বিশ মাইল দূর থেকে কিউ-ডি ভরা একটা ওয়রহেড তার মেইন ব্যাটারী থেকে ছুঁড়বে সে। কিন্তু টেস্টটা অনুষ্ঠিত হতে পারেনি।’

‘মেজর ভ্যান জনসন কিউ-ডি ডেলিভারি দিতে ব্যর্থ হন।’

‘হ্যাঁ। ওই মেটাল ক্যানগুলোর ভেতর কুইক-ডেথ ভর্তি ন্যাভাল শেল আছে…’

‘কিন্তু আপনি তো আরেক দফা সাপ্লাইয়ের অর্ডার দিতে পারতেন?’

‘পারতাম,’ বললেন অ্যাডমিরাল। ‘কিন্তু তার আগেই সম্পূর্ণ অন্য এক কারণে টেস্ট প্রোগ্রামের গোটা প্ল্যানটাই বাতিল করে দিতে হয় আমাকে। দ্বীপে অ্যারোসোল ফেলার পর যে ভয়ংকর ঘটনা ঘটল, তা দেখে আমরা সবাই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম।’ এতো বছর পরও সেই রোমহর্ষক দৃশ্যটা কল্পনা করে শিউরে উঠলেন তিনি।

‘কি ঘটেছিল?’

‘এমনিতে কিছুই বদলায়নি,’ বললেন অ্যাডমিরাল, একেবারে খাদে নেমে গেছে তাঁর গলা। ‘সৈকতের সাদা বালি, পাম গাছ, সবই

আগের মতো ছিল। টেস্ট অ্যানিমেল, যেগুলোকে আমরা দ্বীপে রেখে এসেছিলাম, সেগুলো অবশ্যই মারা গিয়েছিল। দু'হপ্তা অপেক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছিলাম আমি বিজ্ঞানীদেরকে। ঠিক চৌদ্দদিন পর ডঃ ভিটেলির নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী টেস্টের ফলাফল জানার জন্যে রঙ্গেলো দ্বীপে গেল। মোট চারজন। পুরোদস্তুর প্রটেকটিভ পোশাক পরে ছিল ওরা, ব্রিদিং অ্যাপারেটাসও ছিল। দ্বীপে নামার ঠিক সতের মিনিট পর ওরা সবাই মারা যায়।'

চমকে উঠল রানা। 'তা কিভাবে সম্ভব ?'

'কি ভয়ংকর জিনিস আবিষ্কার করেছেন, ডঃ ভিটেলি নিজেই তা বুঝতে পারেননি। অন্যান্য আর সব লেথাল এজেন্টের শক্তি সময়ের সাথে সাথে কমে যায়, কোনো কোনোটার ক্ষেত্রে সেটা একেবারে নিস্তেজ হয়ে যায়। ঠিক উল্টোভাবে, কিউ-ডি সময়ের সাথে সাথে শক্তি সঞ্চয় করে। বিজ্ঞানীদের প্রটেকটিভ পোশাক ভেদ করে কিভাবে কিউ-ডি আক্রমণ করল, অনেক গবেষণা করেও তা আমরা জানতে পারিনি।'

'লাশগুলো উদ্ধার করেছিলেন ?'

'আজও সেখানে পড়ে আছে ওদের লাশ,' চোখে বিষাদের ছায়া নিয়ে বললেন অ্যাডমিরাল। 'এবার বুঝতে পারছেন, মিঃ রানা, কুইক-ডেথের শক্তি কতটুকু ? কিন্তু মনে রাখবেন, শক্তির চেয়ে তার ক্ষতি করার ক্ষমতা অনেক বেশি, আরো অনেক বেশি। কুইক-ডেথের সবচেয়ে ভীতিকর বৈশিষ্ট্য হলো, মরতে সে রাজি নয়। পরে আমরা জানতে পেরেছি, কঠিন আবরণ ভেদ করার আশ্চর্য একটা শক্তি আছে তার। মাটি, প্রবাল, পাথর ইত্যাদির ভেতর দিয়ে অনায়াসে ছড়িয়ে পড়তে পারে সে, এবং বেঁচে থাকতে পারে বিস্ময়কর একটা দীর্ঘ আয়ু নিয়ে।'

'কিন্তু ডঃ ভিটেলি আর তাঁর সঙ্গীরা মারা গেছেন ছাব্বিশ বছর আগে, তাঁদের লাশের অবশিষ্ট আজও উদ্ধার করা হয়নি কেন ? আপনি কি বলতে চান, রঙ্গেলোয় যাওয়া এখনও নিরাপদ নয় ? এত বছর পরও '

'রঙ্গেলো দ্বীপে কবে মানুষ পা ফেলতে পারবে তা নিশ্চয় করে বলা সম্ভব নয়,' তিক্ত গলায় বললেন অ্যাডমিরাল জ্যাক ডেনটন স্কট। 'তবে আমাদের একটা রক্ষণশীল হিসাব হলো, আগামী তিনশো বছরের আগে নয়।'

জাহাজের চার্ট-টেবিলের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছে কবির চৌধুরী। বাঁ হাতের চুরুটটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে অর্ধেকের বেশি, কিন্তু ছাইটুকু ঝেড়ে ফেলার কথা মনে নেই তার। গভীর মনোযোগের সাথে এক সেট ব্লু-প্রিন্ট দেখছে সে, সেই সাথে একটা পেন্সিল দিয়ে নোট করছে। তার সাথে তিনজন লোক রয়েছে ব্রিজে, একজন তার নিজের লোক, বাকি দু'জন শিপইয়ার্ডের।

পারকার একজন নিগ্রো, পাগলা বিজ্ঞানীর অন্ধ ভক্ত সে। ছয় ফিট এক ইঞ্চি, সারা শরীরে চামড়ার ওপর ফুটে আছে মোটা শিরা। চোয়ালের হাড় বের হওয়া প্রকাণ্ড মুখ, কপালের দু'পাশে গভীর দুটো গর্ত, মার্বেল পাথরের মতো চকচকে দু'টো চোখ। দাঁড়িয়ে আছে প্রভুর ঠিক পিছনে। ট্রাউজারের একটা পকেট ফুলে রয়েছে তার, শোল্ডার হোলস্টার ব্যবহার করার অভ্যাস নেই।

কবীর চৌধুরীর দু'পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে শিপইয়ার্ডের দু'জন লোক। শক্তিশালী কঠোর চেহারা, মাথায় তোবড়ানো হ্যাট, দু'জনেরই ভুরু কুঁচকে রয়েছে।

'আমার কথা তোমরা বুঝতে পেরেছ ?' ব্লু-প্রিন্টগুলো থেকে মুখ তুলে গমগমে ভারি গলায় বলল কবীর চৌধুরী। 'জাহাজটাকে হালকা করতে চাই আমি। প্রতিটি কমপার্টমেন্ট, প্রতিটি অপ্রয়োজনীয় টিউবিং, ভারি মেশিনপত্র, ডেরিকস, এমন কি বাল্কহেডগুলোও ভেঙে ফেলে দিতে হবে।'

কবীর চৌধুরীর বাঁ দিকে দাঁড়ানো লোকটা অবাক বিস্ময়ে কবীর চৌধুরীর দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পর বলল, 'এসব আপনি কি বলছেন, ক্যাপ্টেন ! বাল্কহেড ভেঙে ফেললে শান্ত পানিতেও স্থির রাখা দায় হয়ে পড়বে জাহাজটাকে।'

'ডুগান ঠিক বলছে, ক্যাপ্টেন,' অপর লোকটা বলল। 'ওজন কমালে ওর স্ট্রাকচারাল রেজিস্ট্যান্স বিপন্ন হয়ে পড়বে।'

'তোমাদের আপত্তির কারণগুলো জানা থাকল আমার,' গম্ভীর গলায় বলল কবীর চৌধুরী। 'কিন্তু জাহাজটাকে পানির আরো ওপরে তোলার জন্যে ওজন যেভাবেই হোক চল্লিশ ভাগ কমাতে হবে।'

'বাপের কালেও এমন কথা শুনিনি !' ব্যাপারটাকে মেনে নেবার কোনো যুক্তি দেখতে পাচ্ছে না ডুগান। 'শুধু ওয়াটার লাইন ওপরে তোলার জন্যে কেউ একটা চমৎকার জাহাজকে ভেঙে ক্ষতবিক্ষত করে ?'

সিধে হয়ে দাঁড়াল কবীর চৌধুরী। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো, ডুগানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে। কিন্তু তা না, ডুগানের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল সে, কঠিন স্বরে বলল, 'ফের যদি আমার সাথে বেয়াদপী করো, পানিতে চুবিয়ে মারব তোমাকে।' আবার সিধে হলো সে। 'আমি যা বলছি, তাই হবে। অক্সিলিয়ারী (auxiliary) মেশি-নারী আর আর্মারও ভেঙে ফেলে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি।' দ্বিতীয় লোকটার দিকে তাকাল সে। 'ডুগান যখন এসব কাজ সারবে,

তুমি তখন টাওয়ার মাস্ট ভাঙার আয়োজন শেষ করবে। ঠিক আছে ?' প্রশ্নটা হুমকির মতো শোনাল।

কিন্তু শিপইয়ার্ডের সুপারিনটেনডেন্ট ডেল জারভিস এতো সহজে দমবার পাত্র নয়। 'কিন্তু ক্যাপ্টেন, আপনি আসলে চাইছেনটা কি ? এতো সুন্দর একটা জাহাজ, কেন শুধু শুধু ভেঙে নষ্ট করতে যাবেন ? একে হালকা করার দরকারটা কি, আমাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন দয়া করে ?'

হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল কবীর চৌধুরী। তার পিছনে স্থির মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে পারকার। ডুগান আর ডেল জারভিসের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে সে। হাসি থামিয়ে কবীর চৌধুরী বলল, 'একটা কথা ঠিক বলেছ তুমি, সুপারিনটেনডেন্ট। এটা একটা সুন্দর জাহাজ। কিন্তু একটা কথা তোমার জানা নেই—এটাকে ভেঙে হালকা করার পরও আমার চোখে এটা সুন্দর থাকবে। সে যাই হোক, এতো খবর দিয়ে দরকার কি তোমাদের ? এর দিন ফুরিয়েছে বলেই তোমাদের সরকার বিক্রি করে দিয়েছে এটাকে। এ. এ. আর. না কিনলে তোমরা এটাকে নিয়ে কি করতে ?' হাসল কবীর চৌধুরী। 'নিশ্চয়ই ভাঙতে। তারপর লোহা-লক্কড় হিসেবে মন দরে বিক্রি করতে। কিন্তু এ. এ. আর. তা করছে না, এই জাহাজের সাহায্যে একটা বিরাট উদ্দেশ্য পূরণ করতে যাচ্ছে তারা। জাহাজটার প্রতি এতোটুকু মায়া থাকলে, এজন্যে কৃতজ্ঞবোধ করা উচিত তোমাদের।'

'কিন্তু ক্যাপ্টেন, আপনি একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন,' প্রতিবাদের সুরে বলল সুপারিনটেনডেন্ট ডেল জারভিস। 'আফ্রিকান আর্মি অব রেভ্যুলিউশন জাহাজটাকে মেরামত করে কাজে লাগাবে জানার পরই তাদের সাথে কন্ট্রাক্ট সই করেছে আমার কোম্পানী। তারা এটাকে ভেঙে

বাতিল করবে জানলে হয়ত ডিরেক্টররা···'

'তুমি প্রলাপ বকছ, ডেল,' বলল কবীর চৌধুরী। 'তোমাদের শিপ-ইয়ার্ড থেকে জাহাজটা নিয়ে চলে যাবার পর এ. এ. আর. এটাকে নিয়ে কি করবে না করবে সে তাদের ব্যাপার, তা নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামাবার কোনো অধিকার নেই। তারা আমাকে বিস্তর টাকা বেতন দিচ্ছে, কাজেই আমি তাদের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে যাচ্ছি। জাহাজের দাম আগেই পেয়ে গেছো তোমরা। শুধু তাই নয়, তোমাদের একশো সত্তর জন লেবারকে অগ্রিম টাকা দিয়ে ভাড়া করেছে তারা। যাই হোক, তোমরা যদি আমার নির্দেশ মতো কাজ না করো, আমি বাধ্য হয়েই এ. এ. আর-এর ট্রেজারীর ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে পরবর্তী পেমেন্ট বন্ধ রাখার জন্যে অনুরোধ করব। সেটার তাৎপর্য কি, নিশ্চয়ই তা তোমাকে বুঝিয়ে দেয়ার দরকার করে না? একশো সত্তর জন লেবার, ওদেরকে তোমরা এই মুহূর্তে কোনো কাজ দিতে পারছ না। এখন যদি আমরা অন্য কোনো শিপইয়ার্ডের সাহায্য নিই, ওরা সবাই বেকার হয়ে যাবে। তাই চাও নাকি?'

ডুগান আর ডেল জারভিস দৃষ্টি বিনিময় করল, তাদের কঠোর চেহারায় পরাজয়ের ছাপ ফুটে উঠেছে। কাঁধ ঝাঁকাল ডেল, বলল, 'ঠিক আছে, ক্যাপ্টেন। আপনার কথাই শিরোধার্য।'

'গুড। ধন্যবাদ। ভুল বোঝাবুঝির আর কোনো অবকাশ নেই যখন, এবার আমরা কাজের কথা শুরু করতে পারি,' ঠোঁটে এক টুকরো আত্মবিশ্বাস ভরা হাসি নিয়ে বলল কবীর চৌধুরী।

এক ঘণ্টা পরের কথা। শিপইয়ার্ডের লোক দু'জন ব্রিজ থেকে নেমে জাহাজের মেইন ডেকের দিকে যাচ্ছে। 'আচ্ছা, শুনতে ভুল করিনি তো আমরা, ডুগান?' চাপা গলায় বলল সুপারিনটেনডেন্ট ডেল জারভিস,

'ভাবছি, লোকটার মাথায় মগজ আছে নাকি সীসা? অর্ধেক সুপার-স্ট্রাকচার, ফানেল, সামনের আর পিছনের গান টাওয়ার সব ভেঙে ফেলে দিয়ে তার জায়গায় প্লাইউডের নকল জিনিস সাজাতে হবে!'

'ভুল শোনেননি,' বলল ডুগান। 'ক্যাপ্টেন লোকটা বদ্ধ উন্মাদ। ওর ধারণা, এসব বাদ দিলে জাহাজের ওজন পনেরোশো টন কমানো সম্ভব।'

'কিন্তু আসল জিনিস সরিয়ে সে-জায়গায় নকল ডামি কেন?'

'আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না, সুপারিনটেনডেন্ট। অনেক মাথা ঘামিয়েছি, কোনো উত্তর পাইনি।'

'আফ্রিকায় নিয়ে যাবার পর এই জাহাজটাকে কি কাজে লাগাবে এ. এ. আর. কিছু অনুমান করতে পারো?'

'আফ্রিকায় নিয়ে যাবে বলেছে, না? কেন যেন, বিশ্বাস হয় না আমার। তাছাড়া, ভেঙেচুরে ওজন কমাবার পর এমন টালমাটাল অবস্থা হবে জাহাজটার, চেসাপীক ছাড়িয়ে খুব বেশি দূর যেতে পারবে বলে মনে করি না।'

'অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে লোকটার...'

'সেটা কি জানতে পারলে হতো,' বলল ডুগান। 'চেষ্টা করে দেখব নাকি? আড়ি পেতে শুনব ওদের কথা?'

'লোকটা ভয়ংকর, ডুগান,' দ্রুত বলল ডেল জারভিস। 'ওর সাথে চালাকি করতে যাওয়া উচিত হবে না।'

'থাক তাহলে,' বলল ডুগান। জানে, কারো ব্যাপারে অহেতুক নাক গলানো বা কোনো অন্যায় কাজ পছন্দ করেন না সুপারিনটেন-ডেন্ট। একটু পর আবার বলল সে, 'আজ সন্ধ্যার পর কিন্তু আমাকে দু'-ঘণ্টার জন্যে ছুটি দিতে হবে। ওই যে মেয়েটার কথা বলেছি আপনাকে,

আজ সে আমাকে শেষ কথা জানাবে।'

মৃদু হেসে সুপারিনটেনডেন্ট বলল, 'ঠিক আছে, কিন্তু রাত দশটার মধ্যে ফিরে এসো, এদিকে কাজের চাপ কেমন তা তো বুঝতেই পারছ। আর শোনো, একটু সাবধানে থেকো। তুমি কোনো গোলমালে জড়িয়ে পড়ো আমি তা চাই না। শুনেছি, মেয়েটার নাকি আরো প্রেমিক আছে। যা করার ভেবেচিন্তে করো।'

হাতে জ্বলন্ত চুরুট, নেভিগেশন্যাল চার্টের ভাঁজ খুলে গভীর মনোযোগের সাথে মার্কিংগুলো পরীক্ষা করছে কবীর চৌধুরী। প্রথমে স্রোতের সামগ্রিক প্রচণ্ডতা, সাময়িক তীব্রতা আর আকস্মিক গতিহীনতার হিসাব কষল সে। তারপর পরীক্ষা করল জোয়ার-ভাটার অবস্থা। চেহারায় সন্তুষ্টির ছাপ ফুটে উঠল। ঘন ঘন কয়েকটা টান দিল চুরুটে, তার পর কি মনে করে নিঃশব্দে তাকাল একবার পিছন দিকে।

স্থির পাথরের মূর্তির মতো ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে আছে পারকার। 'স্যার!' প্রভু ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে মৃদু গলায় বলল সে। শুধু ঠোঁট জোড়া নড়ল তার।

উত্তরে কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করল না কবীর চৌধুরী। ঘাড় ফিরিয়ে নিয়ে আবার চার্টের দিকে মন দিল সে। এবার আলাদাভাবে তার গন্তব্যের প্রতিটি মাইলকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে শুরু করল। মনে গেঁথে নিচ্ছে প্রতিটি বয়া, লাইটহাউসের আওতা, এবং চ্যানেল মার্কার। খানিক পর চোখ বুঁজল সে, না দেখে স্মরণ করছে প্রতিটি খুঁটিনাটি।

কঠিন, প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। এমন কি প্রতিটি বাধা বিশ্লেষণ করে সেগুলোকে সাফল্যের সাথে টপকে যাবার পরও নানা ধরনের

উটকো বিপদ দেখা দিতে পারে। নির্দিষ্ট দিনটা এখনো দূরে রয়েছে, সেদিন আবহাওয়া কেমন থাকবে বলা মুশকিল। পথে আসা-যাওয়া করবে অন্যান্য জাহাজ, তাদের সাথে সংঘর্ষ ঘটার ভয় আছে। কিন্তু এসব ছোটোখাটো বিষয় হালকাভাবে গ্রহণ করেনি কবীর চৌধুরী। নির্দিষ্ট দিনের আগে ধরা পড়ে যেতে পারে সে, শুধু এই চিন্তাটা মাথায় ঢোকেনি তার।

রাত ন'টা বাজতে দশ মিনিট বাকি। ক্লান্ত চোখ হু'টো হাত দিয়ে রগড়াচ্ছে কবীর চৌধুরী। তারপর একটা চুরুট ধরিয়ে হেলান দিল চেয়ারে। চোখ বুঁজল। খানিক পর বলল, 'তোমার কি মনে হয়, পারকার? অপারেশন ওয়াইল্ড রোজ সফল হলে কবীর চৌধুরীকে ভয় করবে ছুনিয়ার মানুষ?'

গুঙিয়ে উঠল পারকার। ভোঁতা একটা আওয়াজ বেরিয়ে এলো তার গলার ভেতর থেকে। আনন্দ প্রকাশের এটা একটা নিজস্ব ধরন তার। গলার আওয়াজটা ঘড়ঘড়ে, যেন গলার ভেতর একরাশ কফ জমে আছে, কয়েক লাখ মরছে তো, স্যার?'

'কমপক্ষে।'

'আপনার তুলনায় শয়তানকে ফেরেশতা বলে মনে করবে ওরা··· মাঝপথে হঠাৎ থেমে গেল পারকার, পরমুহূর্তে হুংকার ছাড়ল, 'কে ওখানে?'

এক ছুটে রেইলিংয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। ব্রিজের সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে যাচ্ছে একজন লোক। আশ্চর্য একটা নির্দয় হাসি ফুটে উঠল পারকারের ঠোঁটে। ইতিমধ্যে তার হাতে বেরিয়ে এসেছে রিভলভারটা। ডেকের ওপর দিয়ে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে লোকটা। ধীর ভঙ্গিতে রিভলভারটা তুলে লক্ষ্য স্থির করল পারকার। লক্ষ্য কখনো

ব্যর্থ হয় না তার। ট্রিগার টিপতে যাবে, এই সময় পিছনে শান্ত গলা শোনা গেল কবীর চৌধুরীর, 'বোকামি করতে যাচ্ছ, পারকার।'

'আমাদের কথা শুনে ফেলেছে, স্যার!'

'জানি,' গম্ভীর গলায় বলল কবীর চৌধুরী। 'এও জানি, বাঁচার অধিকার হারিয়েছে ও। কিন্তু এখানে নয়, পারকার। রক্তপাতটা অন্য কোথাও হওয়া চাই। যাও।'

নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে প্রভুকে সমর্থন করল পারকার, তারপর তরতর করে নামতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে।

ওদিকে ডেকের কিনারায় পৌঁছে গেছে লোকটা, লাফ দিয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিশ সেকেণ্ড পর সেই একই জায়গা থেকে লাফ দিয়ে পানিতে পড়ল পারকার।

ইচ্ছে করলে আরো আগে ধরতে পারত লোকটাকে পারকার, কিন্তু সুবিধে মতো একটা জায়গায় ধরার জন্যে পনের মিনিট তাকে ধাওয়া করে বেড়াল সে। পারকারের চোখকে ফাঁকি দেবার জন্যে এ-গলি সে-গলি করছে ডুগান। কল্পনাও করতে পারেনি যে ধরতে পারলে তাকে মেরে ফেলা হবে।

অন্ধকার নির্জন একটা গলিতে কাজটা সারল পারকার। অনায়াস ভঙ্গিতে পিছন থেকে ডুগানের মাথার চুল মুঠো করে ধরে তাকে থামাল সে, বলল, 'থামো, কথা আছে।' গলার আওয়াজটা বিদঘুটে হলেও, শান্ত। তেমন ভয় পেল না ডুগান, দাঁড়িয়ে পড়ল।

'ফেরো আমার দিকে,' মৃদু গলায় বলল পারকার।

দু'কোমরে হাত রেখে রুখে দাঁড়াবার ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়াল ডুগান।

ডুগানের বুকের খাঁচার ঠিক নিচে ঘ্যাচ্ করে ছুরির তিন ইঞ্চির ফলা ঢুকিয়ে দিল পারকার, হাতলের কিনারা পর্যন্ত পেটের ভেতর সেঁধিয়ে

যাবার পর হ্যাঁচকা একটা টান দিয়ে নিচের দিকে নামিয়ে আনল সে ছুরিটাকে। বুকের নিচে থেকে নাভি পর্যন্ত ফাঁক হয়ে গেল। ছুরিটা টেনে বের করে নিয়ে ডুগানের কাঁধে একটা হাত রাখল সে। পড়ে যাচ্ছিল শরীরটা, কাঁধে হাত পড়তে স্থির হয়ে গেল। ডুগানের শার্টে ছুরির ফলাটা ঘষে রক্তটুকু মুছে নিয়ে নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়াল পারকার। হন হন করে হাঁটছে। খানিক পর শিস দিতে দিতে বেরিয়ে এলো গলি থেকে মেইন রোডে।

আধ ঘন্টা পর একজন টহল পুলিশ আবিষ্কার করল ডুগানকে। তখনও সে বেঁচে আছে। কিন্তু হাসপাতালে যাবার পথে মারা গেল। মারা যাবার আগে কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করে গেল সে—"ব্যাটল-শিপ···অপারেশন ওয়াইল্ড রোজ···কবীর চৌধুরী···"।

নয়

প্রায় ষাট বছর বয়েস, কিন্তু প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর দুর্ধর্ষ কাউবয়ের মতো চেহারা অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের। ঝাড়া ছয় ফিট লম্বা, ক্লিনশেভ, দু'চোখে ক্ষুরধার বুদ্ধির ঝিলিক, চলাফেরার ঋজু ভঙ্গিতে গম্ভীর থমথমে একটা ব্যক্তিত্ব। ন্যাশন্যাল আণ্ডারওয়াটার অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সী একটা আধা-সরকারী সংস্থা, শুরু থেকেই তিনি এই সংস্থার চীফ ডিরেক্টর। সবাই জানে, সিসমোলজিক্যাল এক্সপেরিমেণ্ট আর ওসেনোগ্রাফী নিয়ে গবেষণা করে নুমা। কিন্তু নুমা যে আসলে গোপনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সের গুরুদায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করে যাচ্ছে তা কেউ জানে না, কারো জানার কথা নয়। এই সংস্থার সমস্ত তৎপরতা সতর্কতার সাথে গোপন রাখা হয়, অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন একমাত্র প্রেসিডেন্টকেই শুধু এই সংস্থার কাজকর্ম সম্পর্কে জানিয়ে থাকেন। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত গভীর বন্ধুত্ব রয়েছে দু'জনের মধ্যে। অ্যাডমিরালের ওপর অগাধ আস্থা রাখেন প্রেসিডেণ্ট, তাই তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন দেশের নিরাপত্তা অটুট রাখার বিরাট একটা দায়িত্ব। কাজের সুবিধের জন্যে প্রেসিডেণ্ট তাঁকে প্রায় সীমাহীন ক্ষমতা দিয়েছেন, যোগ্য পরিচালকের

হাতে পড়ে সেই ক্ষমতা দেশের মঙ্গলের কাজে সার্থকভাবে ব্যবহার হচ্ছে। কিন্তু এসবই ভেতরের ব্যাপার, এমন কি প্রেসিডেন্টের ঘনিষ্ঠ মহলেরও অনেকে জানেন না নুমার আসল কাজ কি, বা অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন কি প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী।

সেভেন আপের বোতল থেকে শেষ পানীয়টুকু স্ট্র দিয়ে টেনে নিয়ে কালো রঙের প্রকাণ্ড চুরুটে লম্বা একটা টান দিলেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। তারপর একে একে তাকালেন গম্ভীর থমথমে চারটে মুখের দিকে। ডেস্কের সামনে বসে আছে ওরা চারজন—অ্যাডমিরাল জ্যাক ডেনটন স্কট, কর্নেল রেজনিক, বেন নেলসন এবং মাসুদ রানা।

'পেন্টাগনের ভূমিকাটা অবিশ্বাস্য,' আবার শুরু করলেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। 'এমন একটা আবিষ্কারের খবর পেয়ে পিলে পর্যন্ত চমকে ওঠার কথা, তা না, গোটা ব্যাপারটাকে কোনো গুরুত্ব তো দেয়ইনি, বরং ধামা চাপা দেবার চেষ্টা করেছে। কারণ?'

'কারণ আর কিছু নয়,' বললেন অ্যাডমিরাল জ্যাক ডেনটন, 'সেক্সটন ফাইভ-থ্রি আর কিউ-ডি প্রজেক্টের মধ্যে যে একটা সম্পর্ক আছে তা জানা নেই ওদের।'

'তা কি করে হয়?'

'ডঃ ভিটেলি আর তাঁর সঙ্গীদের মৃত্যুর পর আমরা যারা প্রজেক্টের সাথে জড়িত ছিলাম তারা সাংঘাতিক ভয় পেয়ে যাই। অল্প কয়েক-জন ছিলাম আমরা, সবাই একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নিই, কুইক-ডেথের চিহ্নমাত্র রাখা চলবে না। সিদ্ধান্তটা অনুমোদন পাবার প কুইক-ডেথের সমস্ত স্মৃতি চিহ্ন নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়।'

'আপনি বলতে চান,' ভুরু কুঁচকে উঠেছে অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের, 'চীফস্ অব স্টাফকে কিছুই না জানিয়ে গোটা একটা ডিফেন্স

প্রজেক্ট ধ্বংস করে দেন আপনারা?'

'হ্যাঁ। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের সরাসরি নির্দেশ পেয়ে জয়েন্ট চীফস্ অব স্টাফকে আমি রিপোর্ট করি, ডঃ ভিটেলি-র মৃত্যুর সাথে সাথে কুইক-ডেথ এক্সপেরিমেন্ট ব্যর্থ হয়ে গেছে।'

'আর সবাই তা মেনেও নিল?'

'আসল ব্যাপার ক'জনই বা জানতো যে কারো মনে সন্দেহ দেখা দেবে?' বললেন অ্যাডমিরাল জ্যাক ডেনটন। 'প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী অব ডিফেন্স ডেভিড সেলজার, আমি, আর কয়েকজন মাত্র বিজ্ঞানী ছাড়া কেউ সঠিকভাবে জানতো না ডঃ ভিটেলি ঠিক কি আবিষ্কার করেছেন। জয়েন্ট চীফস্ অব স্টাফ শুধু জানতেন, এটা আরেকটা স্বল্প বাজেটের কেমিক্যাল-বায়োলজিক্যাল ওয়রফেয়ার সংক্রান্ত এক্সপেরিমেন্ট। আসল ব্যাপার কেউ জানত না বলেই কোনো জটিল প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়নি আমাদেরকে। ব্যর্থতাটাকে সবাই স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করে।'

'কিন্তু সামরিক কর্মকর্তাদের কাছে ব্যাপারটা গোপন করে যাওয়া হলো কেন?'

'বুড়ো সৈনিক আইসেনহাওয়ার পাইকারী হত্যাযজ্ঞের বিরোধী ছিলেন, মাস-কিল উইপন দু'চোখের বিষ ছিল তাঁর।' চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। গভীর চিন্তামগ্ন দেখাচ্ছে তাঁকে। 'কুইক-ডেথ টীমের আমিই একমাত্র জীবিত সদস্য,' ধীরে ধীরে কথা বলছেন তিনি। 'দুঃখ এই যে আমার মৃত্যুর সাথে সাথে রহস্যটার মৃত্যু হবে না। এতোদিন তাই আশা করে এসেছি। কিন্তু,' রানার দিকে তাকালেন তিনি, 'মিঃ রানা সেই ভয়ংকর মহামারীর বীজকে এতোদিন পর আবার আবিষ্কার করেছেন। এতোদিন মুখ

খুলিনি আমি, পেন্টাগনকে কিছু জানাইনি। আজও জানাতে চাই না। কারণ, আমার ভয় হয়, সেক্সটন ফাইভ-থ্রির কার্গো উদ্ধার করে জাতীয় প্রতিরক্ষার নামে সেটাকে মওজুদ রাখবে ওরা। এবং যুদ্ধের সময় ব্যবহারও করবে।'

'তাতে আপনার আপত্তির কি আছে?' অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন জানতে চাইলেন, 'দেশকে রক্ষার প্রশ্নে...'

হতাশ ভঙ্গিতে এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন অ্যাডমিরাল জ্যাক ডেনটন। 'কুইক-ডেথের ভয়ংকরত্ব আপনি অনুধাবন করতে পারেননি অ্যাডমিরাল,' নিচু গলায় বললেন তিনি। 'পৃথিবীর কোনো শক্তি তাকে বাধা দিয়ে রাখতে পারবে না। একটা উদাহরণ দিই—ম্যানহাটন আইল্যাণ্ডে মাত্র এক আউন্স কিউ-ডি ফেলা হলে, চার ঘণ্টার মধ্যে শতকরা আটানব্বুই জন লোক মারা যাবে। এবং কেউ, আমি আবার বলছি, কেউ, কোনো মানব সন্তান আগামী তিন শতাব্দী ওই দ্বীপে পা ফেলতে পারবে না। ভবিষ্যৎ বংশধররা নিউজার্সির কিনারায় দাঁড়িয়ে অসহায়ভাবে শুধু দেখতে পাবে, তাদের পূর্ব-পুরুষদের কংকালের ওপর আকাশ-ছোঁয়া পুরনো ভবনগুলো ভেঙে ভেঙে পড়ছে।'

কয়েক মুহূর্ত কারো মুখে কথা নেই। অস্বস্তিকর একটা নীরবতা সবাই কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছে, একটা শহরে ছড়িয়ে রয়েছে ত্রিশ লাখ মৃতদেহ। তারপর প্রথম কথা বলল রানা, 'ব্রুকলিন আর ব্রুনক্স-এর লোকজন তাতে আক্রান্ত হবে না?'

'কুইক-ডেথ দল বেঁধে বিচরণ করে। আশ্চর্যের ব্যাপার, মানুষের ছোঁয়াছুঁয়িতে বা বাতাসে ভর করে ছড়ায় না। পানির বাধা পেলে থেমে যায়, তা নাহলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। কিভাবে ছড়ায় জানা যায়নি। রকেট বা বিমানের সাহায্যে কিউ-ডি যদি উত্তর আমে-

রিকায় ছড়িয়ে দেয়া যায়, মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নো-ম্যানস্ ল্যাণ্ডে পরিণত হবে গোটা মহাদেশ। দু'হাজার তিনশো খৃস্টাব্দের আগে এখানে কেউ আর পা ফেলতে পারবে না।'

স্তব্ধ হয়ে বসে আছে সবাই।

'কিউ-ডি-কে মারতে পারে এমন কিছু নেই?' অনেকক্ষণ পর নিস্তব্ধতা ভাঙলেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন।

'এইচ-টু-ওহ্,' বললেন জ্যাক ডেনটন। 'প্রচুর অক্সিজেন আছে, শুধু এইরকম আবহাওয়ায় বেঁচে থাকতে পারে কুইক-ডেথ। বলতে পারেন, পানিতে ডোবালে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায় ওরা, ঠিক আমাদের মতো।'

'একমাত্র ডঃ ভিটেলিই কুইক-ডেথ তৈরি করতে পারতেন?' জানতে চাইল কর্ণেল রেজনিক।

এই প্রথম ক্ষীণ একটু হাসি দেখা দিল জ্যাক ডেনটনের ঠোঁটে। 'এমন ভয়ংকর একটা ডাটা একজন মাত্র লোকের কাছে থাকবে, তা আমি হতে দিই কিভাবে?'

'তার মানে ডঃ ভিটেলির সমস্ত রেকর্ড নষ্ট করে ফেলেছিলেন আপনি?'

'শুধু তাই নয়, প্রজেক্টের সমস্ত অর্ডার, পেপারওয়র্ক, যখন যেটা আমার চোখে পড়েছে সব আমি হয় পুড়িয়ে ফেলেছি, নয়ত ভুয়া তথ্য ভরে সম্পূর্ণ চেহারাই বদলে দিয়েছি। যেমন সেক্সটন ফাইভ-থ্রি অরিজিন্যাল ফ্লাইট প্ল্যান।'

কর্ণেল রেজনিক স্বস্তির একটা হাঁফ ছেড়ে হেলান দিল চেয়ারে। 'যাক, একটা ধাঁধার অন্ততঃ উত্তর পাওয়া গেল।'

'কিন্তু কোথাও কোনো সূত্র নিশ্চয়ই রয়ে গেছে,' বললেন অ্যাড-

মিরাল জর্জ হ্যামিলটন। নতুন একটা কালো চুরুট ধরালেন তিনি। 'সব সময়ই তা থেকে যায়।'

'রঙ্গেলো দ্বীপে কংকালগুলো রয়েছে,' বলল রানা। 'জেলেরা সেখানে গেলে কে তাদেরকে নিষেধ করছে?'

'সংশ্লিষ্ট এলাকার সমস্ত নটিক্যাল চার্টে রঙ্গেলো দ্বীপকে হাইড্রোজেন সায়ানাইড ফেলার ডাস্টবিন হিসেবে দেখানো হয়েছে। আর গোটা তীরটাকে সতর্কবাণী লেখা বয়া দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে।'

'হাইড্রোজেন সায়ানাইড,' অবাক হয়ে বলল বেন নেলসন, 'খারাপ কোনো ওষুধের মতো শোনাচ্ছে।'

'হ্যাঁ। ওটা একটা ব্লাড এজেন্ট, শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্ত কলকব্জার কাজে বাধার সৃষ্টি করে। ডোজ বেশি হলে, সাথে সাথে মৃত্যু। এসব তথ্য চার্টে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, আর প্রতিটি বয়াতে ছয়টা ভাষায় লেখা আছে।' জ্যাক ডেনটন রুমাল বের করে ঘামে ভর্তি টাক মাথাটা মুছলেন। 'তবে কিউ-ডি-র কিছু কিছু তথ্য লোকচক্ষুর আড়ালে সংরক্ষিত অবস্থায় আছে, যা চেষ্টা করলেও কেউ কিছুতেই উদ্ধার করতে পারবে না।'

'মানে?' জানতে চাইল রানা।

'পেন্টাগনের হাই-সিকিউরিটি ভল্ট, যার নাম এফ. ই. ও., তার ভেতর আজও কুইক-ডেথ প্রজেক্টের কিছু প্রমাণপত্র আছে।'

'এফ. ই. ও. ?'

'ফিউচার আইজ ওনলি,' ব্যাখ্যা দিলেন জ্যাক ডেনটন। 'শুধুমাত্র ভবিষ্যৎ চোখের জন্যে। প্রতিটি ফাইল সীল করা, প্রতিটির গায়ে নির্দিষ্ট একটা তারিখ লেখা আছে, তার আগে কেউ ওটা খুলতে পারবে না। নির্দিষ্ট তারিখের আগে এমন কি স্বয়ং প্রেসিডেন্টও কোনো ফাইল খুলে

ভেতরে কি আছে দেখতে পারবেন না। ওই ভল্টে জাতির কংকাল রেখে দেয়া হয়েছে। আন-আইডেন্টিফায়েড ফ্লাইং অবজেক্ট, প্রেসিডেন্ট কেনেডির মৃত্যু, সতেরো শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় যে ফ্লু দেখা দিয়েছিল সে-ব্যাপারে সরকারের রহস্যময় ভূমিকা, রাজনৈতিক কেলেংকারী, ইত্যাদি আরো অসংখ্য বিষয়ের ওপর ফাইল রয়েছে ওখানে। কিউ-ডি প্রজেক্টের ফাইলের গায়ে তারিখ লেখা আছে দু'হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দ। ততোদিনের মধ্যে, আইসেনহাওয়ার ধারণা করেছিলেন, আমাদের উত্তরপুরুষরা কুইক-ডেথের প্রয়োজন আছে বলে মনে করবে না।'

অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন ফিউচার আইজ ওনলি-র কথা জানেন, কিন্তু তিনি তা প্রকাশ করলেন না।

'আপনি তাহলে আমাদেরকে কিভাবে বিশ্বাস করে সব কথা বলে ফেলছেন, অ্যাডমিরাল ?' প্রশ্নটা এলো রানার তরফ থেকে।

'অনেক চিন্তাভাবনা করে এই বৈঠকের জন্যে অনুরোধ করেছি আমি, মিঃ রানা,' বললেন অ্যাডমিরাল জ্যাক ডেনটন। 'কাউকে বিশ্বাস না করে উপায় কি আমার ? আমি চাই কুইক-ডেথ উদ্ধার করে তা ধ্বংস করে ফেলা হোক। আপনাদেরকে বিশ্বাস করা যায় কিনা, আমি জানি না। কিন্তু আমি জানি, পেন্টাগনকে বিশ্বাস করা যায় না।'

'কিন্তু এর মধ্যে আমাদের জন্যে যে ঝুঁকিটা রয়েছে সেটা দেখতে পাচ্ছেন আপনি ?' ভারি গলায় বললেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। 'পেন্টাগন জানতে পারলে, আমাদের সবার বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনা হতে পারে।'

'ঝুঁকি আছে তা আমি অস্বীকার করি না,' বললেন জ্যাক ডেনটন। 'কিন্তু বিবেক এবং জন সমর্থন আমাদের পক্ষে থাকবে।'

'মানব জাতির ত্রাতা হিসেবে নিজেকে কল্পনা করতে ভালোই লাগে আমার,' বাঁকা একটু হেসে বলল বেন নেলসন। 'কিন্তু এতো বড় ঝুঁকি নেবার কথা মনে হলেই কলজে শুকিয়ে যাচ্ছে।'

অ্যাডমিরাল জ্যাক ডেনটনের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কর্ণেল রেজনিক। 'অপরাধে সহায়তা করার জন্যে আপনি আমাকে বেছে নিয়ে ভুল করছেন, অ্যাডমিরাল। সেক্সটন ফাইভ-থ্রি উদ্ধার করার ব্যাপারে আমার কোনো ভূমিকা আছে বলে তো মনে হয় না।'

রহস্যময় হাসি হাসলেন জ্যাক ডেনটন। 'বিশ্বাস করুন, কর্ণেল, টীমের মধ্যে আপনার ভূমিকাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কঠিন। আপনার রিপোর্ট থেকেই সেক্সটন ফাইভ-থ্রির অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পেরেছে এয়ারফোর্স। সৌভাগ্যই বলতে হবে, সরকারের উঁচু পর্যায় থেকে কেউ একজন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামানো হবে না। আপনার কাজ হবে পেন্টাগন যাতে তাদের সিদ্ধান্ত না বদলায় সেদিকটা দেখা। ওরা আগ্রহী হয়ে উঠতে শুরু করেছে বলে মনে হলেই, আপনি ওদেরকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করবেন। তাছাড়া, ক্রুদের লাশগুলো তোলার দায়িত্ব পেয়েছেন আপনি, তাই না? লাশ তোলার ফাঁকে একটু সময় দেবেন, ওরই মধ্যে লেক থেকে প্লেনটা তুলে ফেলার ব্যবস্থা করবেন মিঃ রানা।'

'এ-ব্যাপারে তোমার মতামত কি, আমি জানতে চাই, রানা।' চুরুটের ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে আছেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন।

মাথা নিচু করে কি যেন ভাবছিল রানা, অ্যাডমিরালের কথায় নড়েচড়ে উঠল সে। 'আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত, কিউ-ডি অবশ্যই ধ্বংস করতে হবে,' এক সেকেণ্ড একটু ইতস্তত করল ও, তারপর আবার বলল,

'পেন্টাগনকে ভয় করার পাত্র আপনি নন, অতীতে তা বহুবার প্রমাণ করেছেন, কাজেই আমাদের সামনে আর কোনো বাধা নেই। অবশ্য আপনাদের বাজেটের কি অবস্থা তা আমার জানা নেই··

'মানি ইজ নো প্রবলেম,' রানাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। 'কিন্তু রানা, তোমার কাছ থেকে পরিষ্কারভাবে একটা কথা জানতে চাই আমি।'

'বলুন, অ্যাডমিরাল।'

'গোটা অ্যাসাইনমেন্টের দায়িত্ব তোমাকে নিতে হবে। রাজি ?'

'সেক্ষেত্রে আমার অন্তর্ভুক্তিটা আইনসম্মত হওয়া চাই,' বলল রানা। 'দায়িত্বটা দিয়ে নুমা আমার সাথে একটা এগ্রিমেন্টে সই করুক। তাতে পরিষ্কার উল্লেখ থাকবে, কারো কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকব না আমি, এবং প্রয়োজনে যে কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারব।'

'গুড। তাই হবে।' স্বস্তির ভাব ফুটে উঠল অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের চেহারায়। রানাকে তিনি অনেকদিন থেকে চেনেন এবং বিশ্বাস করেন, তাই এই শর্ত নিয়ে কোনরকম মাথা ঘামালেন না। বন্ধু রাহাত খানের কাছ থেকে শুনেছেন, এবং তাঁর নিজের অভিজ্ঞতাও বলে, নিজস্ব পদ্ধতিতে কাজ করার জন্যে কিছু শর্ত সব সময়ই থাকে মাসুদ রানার।

বৃদ্ধ জ্যাক ডেনটনের দিকে তাকাল রানা। 'আমি আর বেন স্যালভেজ অপারেশনটা সামলাবো। মেটাল ক্যানগুলো উদ্ধারের পর কুইকডেথ কিভাবে ধ্বংস করা যায় সে-ব্যাপারে কিছু ভেবেছেন আপনি ?'

'ওয়রহেডগুলো আমরা গভীর সমুদ্রে ফেলে দেব,' সাথে সাথে উত্তর দিলেন জ্যাক ডেনটন। 'যথাসময়ে, ওপরের আবরণ যখন ক্ষয়ে যাবে, পানির সংস্পর্শে আপনাআপনি মারা যাবে মহামারীর বীজ।'

অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের দিকে ফিরল রানা। 'অ্যাডমিরাল, আপনাদের স্যালভেজ মাস্টার মারটিন প্যানজারকে দরকার হবে আমার। প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্টসহ ওকে আমি আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে টেবল লেকে চাই।'

'পাবে। আর কিছু?'

'আপাততঃ নয়।'

'এইমাত্র একটা চিন্তা ঢুকল মাথায়, বলল বেন। 'পানিই যদি কিউ-ডি-র একমাত্র শত্রু হয়, টেবল লেক থেকে তাকে তোলার দরকারটা কি?'

'আপনাদের চোখে পড়েছে ওটা, কাজেই অন্য কারো চোখেও পড়তে পারে,' বললেন জ্যাক ডেনটন। 'ওখান থেকে তুলে এমন জায়গায় ফেলতে হবে ওটাকে, যেখানে কোনো মানুষের চোখ যাবে না। যীশুকে এই জন্যে ধন্যবাদ দিই যে এতো বছর ধরে লেকের তলায় পড়ে থাকলেও কেউ এর সন্ধান পায়নি।'

'এ থেকে আরেকটা প্রসঙ্গ উঠছে,' বলল রানা। লক্ষ্য করল, বেন আর রেজনিকের দু'জোড়া চোখে হঠাৎ অস্বস্তির ছায়া পড়ল।

ভুরু কুঁচকে উঠেছে অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের। রানার গলার স্বর লক্ষ্য করে সতর্ক হয়ে গেছেন তিনি। 'কি ব্যাপার, রানা?'

'অরিজিন্যাল ফ্লাইট প্ল্যানে বলা হয়েছে, সেক্সটন ফাইভ-থ্রি বাকলী ফিল্ড ত্যাগ করেছিল চারজন ক্রু নিয়ে। ঠিক, অ্যাডমিরাল ডেনটন?'

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন রানার দিকে জ্যাক ডেনটন। 'হ্যাঁ, চারজন।'

'প্রসঙ্গটা সম্ভবতঃ আরো আগে তোলা উচিত ছিল আমার,' বলল

রানা। 'কিন্তু ব্যাপারটাকে আমি জটিল করে তুলতে চাইনি…'

'ভণিতা করা তোমার স্বভাব নয়,' একটু অধৈর্য হয়ে উঠেছেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। 'নিশ্চয়ই কোনো দুঃসংবাদ দিতে যাচ্ছ, রানা?'

'আমি পাঁচ নম্বর কংকালের কথা বলতে চাইছি, অ্যাডমিরাল।'

'পাঁচ নম্বর কি?'

সেক্সটন ফাইভ-থ্রির কার্গো সেকশনের মেঝেতে একটা লোকের হাড়গোড় স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা অবস্থায় দেখে এসেছি আমি।'

ঝট করে জ্যাক ডেনটনের দিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। 'কার কথা বলছে রানা, আপনার কোনো ধারণা আছে?'

স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন জ্যাক ডেনটন, কষে যেন কেউ চড় মেরেছে তাঁর মুখে। 'গ্রাউণ্ড মেইন্টেন্যান্সের কোন লোক,' বিড়বিড় করে বল্লেন তিনি, যেন নিজের সাথে কথা বলছেন। 'প্লেন টেক-অফ করার সময় নিশ্চয়ই রয়ে গিয়েছিল ভেতরে…'

'না, তা নয়,' বলল রানা। 'তা হতে পারে না। এই কংকালের গায়ে এখনও মাংস রয়েছে। কিন্তু ক্রুদের গায়ে নেই।'

'কিন্তু আপনি বলেছেন,' কাঁপা গলায় প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন জ্যাক ডেনটন, 'মেটাল ক্যানগুলোর কোনো ক্ষতি হয়নি!'

'বলেছি। ক্যানগুলো খোলার চেষ্টা করা হয়েছে এমন কোনো লক্ষণ আমার চোখে পড়েনি।'

'মাই গড, মাই গড,' দু'হাতে মুখ ঢাকলেন জ্যাক ডেনটন। 'প্লেন-টার কথা আরো কেউ জানে!'

'তা নিশ্চয় করে জানি না আমরা,' বলল কর্ণেল।

মুখ থেকে হাত নামিয়ে রানার দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকালেন

জ্যাক ডেনটন। 'তুলে আনুন ওকে, মিঃ রানা! প্লীজ! মানব সভ্যতার স্বার্থে সেক্সটন ফাইভ-থ্রি-কে তুলে আনুন লেকের তলা থেকে—যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

ওয়াশিংটন। ন্যাশন্যাল সিকিউরিটি এজেন্সীর ডিরেক্টর ডেভিড মরগানের বাড়ি। রাত এগারোটা।

বিছানায় শুয়ে পড়াশোনা করছেন ডেভিড মরগান। এটা তাঁর রোজকার অভ্যাস। অফিসের ডেস্কে জমে ওঠা হালকা ফাইলগুলো বগলদাবা করে বাড়িতে নিয়ে আসেন, প্রতিটিতে একবার করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে তারপর ঘুমুতে যান। তাঁর এই বাতিকের জন্যে বিরক্ত হয়ে আরেকটা বেডরুমের ব্যবস্থা করেছেন মিসেস মরগান, আলো জ্বালা থাকলে ঘুমাতে পারেন না তিনি।

দুটো বালিশে পিঠ দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় বসে আছেন ডেভিড মরগান, পাশ থেকে একটা করে ফাইল তুলে নিয়ে বুকের ওপর রেখে খুলছেন। বিছানার ওপরই অ্যাশট্রে, মদের সাজ-সরঞ্জাম, চুরুটের প্যাকেট, লাইটার, আরেক জোড়া অপটিক্যাল গ্লাস, টেলিফোন সেট ইত্যাদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। চশমাটা নাকের ডগায় নেমে এসেছে তাঁর। নতুন একটা ফাইল খুলেই পাকা ভুরু জোড়া কুঁচকে তুলেছেন। ফাইলের গায়ের ওপর গোটা গোটা অক্ষরে লেখা বিষয়টা আরেকবার দেখে নিলেন—"অপারেশন ওয়াইল্ড রোজ"।

'ব্যাপার কি!' আনমনে বিড়বিড় করছেন ডেভিড মরগান। 'ব্যাটলশিপ! অপারেশন ওয়াইল্ড রোজ···কবীর চৌধুরী?' ফাইলে লিপিবদ্ধ সমস্ত বৃত্তান্ত আগাগোড়া আরেকবার পড়ে গেলেন তিনি। ডুগান নামে একজন লোক, পুলিশের ধারণা, সে তার প্রেমিকার সাথে দেখা

করতে যাচ্ছিল, পথে কে বা কারা তাকে ছুরি মারে। হাসপাতালে নিয়ে যাবার পথে মারা যায় সে। লোকটা ফর্বস্ মেরিন স্ক্রাপ অ্যাণ্ড স্যালভেজ কোম্পানীর একজন ঠিকাদার, লেবার যোগান দিতো। পুলিশ তার প্রেমিকাকে গ্রেফতার করেছে। মেয়েটার বিরুদ্ধে অভিযোগ, ডুগানের মতো আরো অনেক পুরুষকে বিয়ে করার আশা দিয়ে টাকা-পয়সা আদায় করত। পুলিশের সন্দেহ ডুগান বিয়ে করার জন্যে জেদ ধরায় লোক দিয়ে তাকে খুন করিয়েছে মেয়েটা। মারা যাবার আগে ডুগান বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটা কথা উচ্চারণ করে গেছে, যার কোনো অর্থ করতে পারেনি পুলিশ। ব্যাস, রিপোর্ট বলতে এইটুকু।

ফাইলটা বন্ধ করে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলেন যুক্তরাষ্ট্রের এন. এস. এ. চীফ। হত্যারহস্য নিয়ে মাথা ঘামানো ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সীর কাজ নয়। কাজেই ডুগানের প্রেমিকাকে গ্রেফতার করে পুলিশ ঠিক করেছে নাকি ভুল করেছে তা ভেবে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। তবে ডুগানের শেষ কথাগুলোর নিশ্চয়ই কোনো অর্থ আছে। কবীর চৌধুরী, সেই প্রতিভাবান উন্মাদটা তবে কি আবার কোনো অনর্থ ঘটাবার মতলব ফেঁদেছে? অপারেশন ওয়াইল্ড রোজ, এরই বা মানে কি? ব্যাটলশিপ···কবীর চৌধুরীর সাথে ব্যাটলশিপের কি সম্পর্ক?

ফাইলটা একপাশে নামিয়ে রেখে টেলিফোন সেটটা কাছে টেনে নিলেন এন. এস. এ. চীফ। ডায়াল করে বললেন, 'আমি ডেভিড মরগান। সমস্ত মার্কিন এবং বিদেশী ব্যাটলশিপের বর্তমান স্ট্যাটাস সম্পর্কে রিপোর্ট চাই।···হ্যাঁ, তাই,—ব্যাটলশিপ। কাল কোনো এক সময় আমার টেবিলে।···ধন্যবাদ। গুড নাইট।'

পরদিন। ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সী। হেডকোয়ার্টার।

চেম্বারে বসে নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত চীফ ডেভিড মরগান, অপারেশন ওয়াইল্ড রোজ-এর কথা মনেই নেই তাঁর। সেক্রেটারী বারবারা ঢুকল ভেতরে। 'আমাকে ডেকেছেন, স্যার ?'

'বসো,' বললেন মরগান। হাতের ফাইলটা বন্ধ করে সরিয়ে রাখলেন তিনি। 'নোট নাও।'

ঝাড়া পনের মিনিট বলে গেলেন মরগান, তারপর হঠাৎ থেমে গিয়ে ডেস্কের ওপর উঁচু হয়ে থাকা হাইলি ক্লাসিফায়েড রিপোর্টগুলো ঘাঁটতে শুরু করলেন।

নিঃশব্দে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করার পর বারবারা মৃদু গলায় বলল, 'আমি সাহায্য করতে পারি, স্যার ?'

'সমস্ত ব্যাটলশিপের একটা স্ট্যাটাস চেক। আজই ডেলিভারি পাবার কথা।'

ডেস্কের এক কোণ থেকে নীল কাগজের একটা এনভেলাপ তুলে নিল বারবারা। চীফের দিকে সেটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'সেই আটটা থেকে পড়ে রয়েছে এখানে, স্যার।'

'পড়েছ ?' জানতে চাইলেন মরগান।

'জ্বী, স্যার।'

'কি আছে ওতে ?'

'মানে, স্যার, আপনি ঠিক কি জানতে চান···

'ধরো একটা ব্যাটলশিপ কিনতে চাই আমি। কে বিক্রি করবে ?'

সাথে সাথে উত্তর দিল বারবারা, 'বিক্রি করার মতো ব্যাটলশিপ বাজারে একটাও নেই, স্যার। সোভিয়েট ইউনিয়ন আর ফ্রান্স তাদের ব্যাটলশিপগুলোকে মেরামত করে যুদ্ধের প্রয়োজনে রেখে

দিয়েছে। কিছু বাতিল ব্যাটলশিপও আছে এদের, কিন্তু পুরোপুরি বাতিল নয় একটাও, সেগুলো ওরা ন্যাভাল ক্যাডেটদের ট্রেনিং দেবার কাজে ব্যবহার করছে।'

'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র?'

'একই অবস্থা,' বলল বারবারা। 'তবে, কয়েকটা ব্যাটলশিপ আছে আমাদের, যেগুলোকে আমরা এই মুহূর্তে কোনো কাজে লাগাচ্ছি না। পুরানো স্মৃতি হিসেবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে ওগুলোকে। মোট পাঁচটা।'

'পাঁচটা? কোথায় আছে ওগুলো?' চুরুট ধরাচ্ছেন মরগান।

'রাজ্যের নামে নাম ওগুলোর, প্রত্যেকটা যার যার রাজ্যে আছে নর্থ ক্যারোলিনা, টেক্সাস, আলবামা এবং ম্যাসাচুসেটস্।'

'পাঁচটা হলো না।'

'মিসোরীকে নেভী নিয়ে রেখেছে। ওয়াশিংটন, ব্রিমারটনে আছে ওটা,' হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যেতে থমকে গেল বারবারা। তাড়াতাড়ি বলল, 'দুঃখিত, স্যার। আরেকটা ব্যাটলশিপ আছে। আরিজোনা। নেভীর খরচে একটা কমিশনড শিপ হিসেবে রাখা হয়েছে ওটাকে।'

চেয়ারে হেলান দিলেন মরগান। হাত দুটো মাথার পিছনে রেখে তাকিয়ে আছেন সিলিঙের দিকে। 'দুটো ব্যাটলওয়াগন-এর কথা মনে পড়ছে আমার। উইসকনসিন আর আইওয়া (Iowa)। কয়েক বছর আগে ফিলাডেলফিয়ার নেভী ইয়ার্ডে নোঙর ফেলা অবস্থায় দেখেছিলাম বলে মনে হচ্ছে।'

চীফের স্মরণ শক্তি লক্ষ্য করে অবাক হয়ে গেছে বারবারা। 'রিপোর্টে বলা হয়েছে, পুরানো লোহা বিক্রেতাদের কাছে বেচে দেয়া হয়েছে

উইসকনসিন, তিন বছর আগে।'

'আইওয়া ?'

'সেটাও।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন মরগান। ধীর পায়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। খানিক পর বললেন, 'অপারেশন ওয়াইল্ড রোজ বলতে কি বোঝায়, তোমার কোনো ধারণা আছে, বারবারা ?'

'হ্যাঁ, মানে, না...গতকাল একটা রিপোর্ট দেখেছি যাতে...'

'কবীর চৌধুরীর নামটা নিশ্চয় দেখেছ তাহলে ?'

'দেখেছি, স্যার।'

'কবীর চৌধুরীর নামটা দেখার পর আরেকটা নাম মনে পড়েনি তোমার ?'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বারবারা। পিছন থেকে চীফের মাথার দিকে তাকিয়ে আছে। 'আরেকটা নাম, স্যার ? কই, না...' হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল বারবারার মুখ। 'আপনি মাসুদ রানার কথা বলছেন, স্যার ?'

'এই জন্যেই তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় সেক্রেটারী, বারবারা,' মৃদু হেসে বললেন মরগান। 'হ্যাঁ, মাসুদ রানা। কবীর চৌধুরী যদি দুষ্ট ক্ষত হয়, মাসুদ রানা তাহলে অপারেশন টেবিলের ছুরি।' একটু পর আবার তিনি বললেন, 'কিন্তু এখনো তার সাথে পরিচিত হবার সৌভাগ্য হয়নি আমার।'

'কবীর চৌধুরী আবার কোনো মতলব ফেঁদেছে, স্যার ?'

'সরকার তার দশ বিলিয়ন ডলারের চেকটা আটকে দেয়ায় সে নাকি সাংঘাতিক ক্ষেপে গেছে,' বললেন মরগান। 'শুনেছি তার ব্যাপারে মাসুদ রানা নাকি সি-আই-এ-কে সাবধান করে দিয়েছে।'

‘অপারেশন ওয়াইল্ড রোজ সম্পর্কে সি-আই-এ কিছু জানে ?’

‘কেউ কিছু জানে না,’ বললেন মরগান। ‘জানলে আমি খবর পেতাম।’

‘আমরাও তো তেমন কিছু জানি না, স্যার।’

‘জানতে হবে,’ ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসলেন এন. এস. এ. চীফ। ‘সবচেয়ে আগে খবর নাও, মাসুদ রানা এখন কোথায়।’

ঠিক ওই সময় ভার্জিনিয়া, ওয়ালনাট পয়েন্ট থেকে একশো গজ দূরে ছোটো একটা হোয়েলবোট নোঙর ফেলল। ডেক চেয়ারের ভাঁজ খুলে সরু স্টার্ণ ডেকে দাঁড় করাল সেটাকে কবীর চৌধুরী। তারপর একটা ফিশিং রড তুলে নিয়ে বড়শি বা টোপ ছাড়াই পানিতে ফেলল লাইনটা। মাছ ধরার কোনো ইচ্ছে নেই তার, কিন্তু লোকের সন্দি-হান চোখের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে অভিনয়টা না করেও উপায় নেই।

খানিক পর পিকনিক বাস্কেট খুলে খাবারের প্যাকেটগুলো নামাতে যাচ্ছে, এই সময় তীক্ষ্ণ হুইসেলের শব্দে মুখ তুলে তাকাল কবীর চৌধুরী। তিনটে আবর্জনা ভর্তি বোটকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে একটা টাগ। তাকে লক্ষ্য করেই হুইসেল বাজাচ্ছে ক্যাপ্টেন। মাথার ওপর হাত তুলে নাড়ল কবীর চৌধুরী। পা দুটো হোয়েলবোটের গলুইয়ে আটকে ঢেউ-এর দোলা সামলাচ্ছে সে। একটু পর একটা নোট বই বের করে টাগের যাবার সময়টা টুকে রাখল।

সেই কাক ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রতিটি জলযানের যাওয়া-আসা লক্ষ্য করছে কবীর চৌধুরী। শুধু সময় নয়, জলযানের ধরন, চেহারা, কোন্‌দিকে যাচ্ছে, স্পীড, এবং অন্যান্য খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয় নোট করছে সে। কিন্তু একটা দৃশ্য সবচেয়ে বেশি সময় আর মনোযোগ

কেড়ে নিল তার। চোখে বায়নোকুলার তুলে অনেকক্ষণ ধরে নেভীর একটা মিসাইল ডেস্ট্রয়ারের দিকে তাকিয়ে আছে সে। ক্রমশঃ ল্যাণ্ড পয়েন্টের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে সেটা। বিশেষভাবে লক্ষ্য করছে কবীর চৌধুরী, ডেস্ট্রয়ারের খালি মিসাইল মাউন্ট আর ডেক ক্রুদের অলস ঢিলেঢালা ভাবভঙ্গি।

আরো চার ঘন্টা পর বোটগুলোকে নিয়ে আবার ফিরে আসতে দেখল টাগটাকে কবীর চৌধুরী। বোটগুলো এখন খালি। তাড়াতাড়ি নাম্বার আর নেভিগেশন লাইটের পজিশন নোট করে নিল সে। এর খানিক পর নোঙর তুলে রওনা হলো ফিরতি পথে।

দশ

কলোরাডো। টেবল লেক।

ঝিরঝির তুষার ঝরছে। থারমাল স্যুট পরা নুমা স্যালভেজ ডাইভাররা এই মাত্র সেক্সটন ফাইভ-থ্রির ডানা আর লেজ কাটা শেষ করেছে। এখন তারা বিধ্বস্ত ফিউজিলাজের তলা দিয়ে বিশাল দুটো সিলিং আটকাতে ব্যস্ত।

খানিক আগে এসে পৌঁছেচেন অ্যাডমিরাল জ্যাক ডেনটন আর কর্ণেল রেজনিক। তাদের পিছু পিছু এসেছে একটা এয়ারফোর্স ব্লু ট্রাক। ট্রাক থেকে রিমেইনস্ আইডেনটিটি আর রিকভারি টীমের কয়েক জন লোক লাফ দিয়ে নিচে নামল। তারপর ধরাধরি করে পাঁচটা কফিন নামানো হলো।

সকাল দশটার মধ্যে তৈরি হয়ে গেল সবাই, ক্রেন অপারেটরদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল রানা। ভাসমান ডেরিক দুটোর নিচে লেকের পানি বাতাসের অবিরাম ছোবল খেয়ে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে। পাওয়ার-ইউনিট অপারেটররা টেনশন বাড়াতেই ডেরিক থেকে নেমে আসা কেবলগুলো টান টান হয়ে কাঁপতে শুরু করল। টান লেগে ডেরিকগুলো নুয়ে পড়ল সামান্য, বোল্ট দিয়ে আটকানো জয়েন্টগুলো ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে

প্রতিবাদ জানাচ্ছে। তারপর হঠাৎ, যেন তাদের অদৃশ্য হাত থেকে বিরাট কোনো বোঝা খসে গেছে, সোজা হয়ে গেল ডেরিকগুলো।

'কাদা থেকে উঠে এসেছে প্লেন,' বলল রানা।

রানার পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে বেন নেলসন। তার মাথায় রেডিও-ফোন পরানো রয়েছে। মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল সে, বলল, 'ডাইভার-দের রিপোর্ট—স্ট্রাটোক্রুজার উঠে আসছে।'

'নোজ সেকশন-এর ক্রেডল স্লিং অপারেট করছে যে লোকটা তাকে বলো, স্লিংটা যেন একটু নিচু করে রাখে,' বলল রানা। 'মেটাল ক্যান-গুলো গড়িয়ে লেজের গর্তে ঢুকে গেলে বের করতে অসুবিধে হবে।'

হেডফোনের সাথে লাগানো ক্ষুদে একটা মাইক্রোফোনের সাহায্যে রানার নির্দেশ রিলে করল বেন।

হাড়-কাঁপানো পাহাড়ী বাতাসে টান টান উত্তেজনা। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। সবার চোখ পড়ে আছে দুই ডেরিকের মাঝ-খানে। এখনও কোনো অস্বাভাবিক আলোড়ন নেই পানিতে। লিফট ইঞ্জিনের যান্ত্রিক ঘড়ঘড় শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই কোথাও।

সবার কাছ থেকে একটু দূরে একা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন অ্যাড-মিরাল জ্যাক ডেনটন। ফেলে আসা ছাব্বিশ বছর পিছনের একটা দিনের কথা ভাবছেন তিনি। পাইলট মেজর ভ্যান জনসনের চেহারাটা এতো বছর পরও পরিষ্কার কল্পনা করতে পারছেন। সেই একই লোককে নিয়ে উঠে আসছে সেক্সটন ফাইভ-থ্রি, কিন্তু দেখে চেনা যাবে না, থাকার মধ্যে আছে শুধু হাড়-কংকাল। নিজের অজান্তেই এক পা এক পা করে এগোচ্ছেন তিনি। জুতো জোড়া পানিতে ডুবে যেতে হুঁশ ফিরল। দাঁড়িয়ে পড়লেন। বুকের মাঝখানে আর বাঁ কাঁধে হঠাৎ একটু ব্যথা অনুভব করলেন তিনি।

কেবলের নিচে নীল পানির রঙ বদলে খয়েরী হয়ে যাচ্ছে। তারপর দু'দিক ঢালু সেক্সটন ফাইভ-থ্রির ছাদ ছাব্বিশ বছরে এই প্রথম দিনের আলোর মুখ দেখল। চকচকে অ্যালুমিনিয়ামের গা মরচে লেগে সাদাটে নিষ্প্রভ ছাইয়ের মতো হয়ে গেছে। পিচ্ছিল জলীয় আগাছায় ঢাকা পড়ে রয়েছে বেশিরভাগটা। পানি থেকে শূন্যে তুলে ফেলেছে তাকে ক্রেন-গুলো, ফিউজিলাজের পিছন দিকের ক্ষতটা থেকে কাদা-গোলা ঘোলা পানি বেরিয়ে আসছে হড় হড় করে।

ফিউজিলাজের ওপর নীল আর হলুদ রঙের প্রতীক চিহ্নটা এতো বছর পরও চকচক করছে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল রানা। মিলিটারী এয়ার ট্র্যান্সপোর্ট সার্ভিস লেখাটা ঝাপসা হয়ে গেছে, কিন্তু পড়া যাচ্ছে এখনো। জোড়া লাগিয়ে বা মেরামত করে সেক্সটন ফাইভ-থ্রিকে আর কখনো একটা প্লেনের চেহারায় ফিরিয়ে আনা যাবে না। বিচ্ছিন্ন আর মোচড়ানো কন্ট্রোল কেবল, ইলেকট্রিক্যাল অয়্যারিং, হাইড্রলিক লাইনস্ হাঁ করা গর্তের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে গোছায় গোছায় ঝুলছে।

অটুট নিস্তব্ধতা ভাঙল প্রথমে কর্নেল রেজনিক। 'ওটাই বোধহয় দুর্ঘটনার কারণ ঘটিয়েছিল,' হাত তুলে ককপিটের ঠিক পিছনের ভাঙা অংশটা দেখিয়ে বলল সে। 'নিশ্চয়ই একটা প্রপেলার ব্লেড ভেঙে বেরিয়ে গিয়েছিল।'

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছেন অ্যাডমিরাল জ্যাক ডেনটন, দুই ডেরি-কের মাঝখানে স্লিংয়ের সাথে ঝুলন্ত স্ট্রাটো ক্রুজারের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছেন। বুকের ব্যথাটা আরো বেড়েছে। প্রচণ্ড ইচ্ছে শক্তির জোরে সেটার কথা ভুলে নিজের অজান্তেই ম্যাসেজ করছেন বাঁ হাতটা. মাংসের ভেতর অস্বস্তিকর একটা ব্যথা। প্লেনের

উইণ্ডশীল্ড গ্লাসের ভেতর দিয়ে তাকাবার চেষ্টা করছেন তিনি, কিন্তু কালচে সবুজ শ্যাওলা পড়ে ঝাপসা হয়ে গেছে কাঁচটা। পানির গা থেকে ক্রেনগুলো দশ ফিট ওপরে তুলে এনেছে ফিউজিলাজটাকে, এই সময় একটা চিন্তা ঢুকলো তাঁর মাথায়। ধীর পায়ে এগিয়ে এসে রানার পাশে দাঁড়ালেন তিনি।

'মেকশিফট বার্জের কোনো ব্যবস্থা দেখছি না যে?' জানতে চাইলেন তিনি। 'ওটাকে তীরে আনবেন কিভাবে?'

'এখানেই আমরা ঝুলন্ত হুক ব্যবহার করব, অ্যাডমিরাল,' বলল রানা। বেনের দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত দিল ও। 'ওকে, সিগন্যাল দাও ডাম্বোকে।'

দু'মিনিটের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা হেলিকপ্টার গাছের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে এলো, বিশাল দুই রোটর অদ্ভুত একটা যান্ত্রিক শব্দে কাঁপিয়ে দিল ভারি পাহাড়ী বাতাসকে। ক্রেনগুলোর মাথার ওপর থামল পাইলট, হাঁ করা পেট থেকে ধীরে ধীরে নেমে আসছে দুটো হুক। ডেরিক ক্রুরা দ্রুত এবং দক্ষ হাতে হোয়েস্ট ক্রেডলের সাথে আটকে দিল সেগুলো। পাইলট এবার ধীর গতিতে ওপরে উঠে বোঝার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করল, ঢিল পড়ল ক্রেন কেবলে, সাথে সাথে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হলো সংযোগ। অস্বাভাবিক মন্থর গতিতে আরো খানিক ওপরে উঠল হেলিকপ্টারটা, তারপর দিক বদলে এগোতে শুরু করল তীরের দিকে।

ছুটে সবার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে আরেক জায়গায় দাঁড়াল বেন, পাইলট যাতে দেখতে পায় তাকে। হাত নাড়ছে ও, ওর নির্দেশিত জায়গায় ধীরে ধীরে হেলিকপ্টার নামিয়ে আনছে পাইলট।

বোঝা নামিয়ে আবার গাছের মাথার ওপর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে

যেতে পাঁচ মিনিটের বেশি লাগল না পাইলটের। ওরা সবাই যার যার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, পা তোলার শক্তি নেই যেন। বিড় বিড় করে তার এয়ারফোর্স সহকারীদেরকে কি যেন বলল কর্ণেল রেজনিক, নিঃশব্দে মার্চ করে এগিয়ে গেল তারা। কফিনগুলো নামাচ্ছে ট্রাক থেকে। রানার ইঙ্গিতে নুমার একজন লোক একটা মই নিয়ে এগিয়ে গেল। আপার কার্গো ডেকের খোলা পিছন দিকটায় মই দাঁড় করাল সে।

মই বেয়ে উঠে গেলেন অ্যাডমিরাল জ্যাক ডেনটন। ভেতরে ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। হাঁপাচ্ছেন। ঠিক তাঁর পিছনেই রয়েছে রানা। আবার পা বাড়ালেন তিনি। মেটাল ক্যানগুলোর মাঝখান দিয়ে পথ করে নিয়ে কন্ট্রোল কেবিনের দিকে এগোচ্ছেন। দরজার কাছে পৌঁছে আবার তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। পিছন থেকে তাঁর দ্রুত নিঃশ্বাসের শব্দ শুনে মৃদু গলায় বলল রানা, 'আপনি সুস্থবোধ করছেন তো, অ্যাডমিরাল ?'

কয়েক সেকেণ্ড পর অনেক কষ্টে উত্তর দিলেন তিনি, 'ওদের দিকে আমি তাকাব কিভাবে, মিঃ রানা ?'

'ওসব মুছে ফেলুন মন থেকে,' নরম গলায় বলল রানা।

বাল্কহেডের গায়ে হেলান দিলেন অ্যাডমিরাল, বুকের ব্যথাটা তীব্র হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। 'একটু সময় দিন আমাকে, এখুনি সামলে নেব। আমার প্রথম কাজ ওয়রহেডগুলো পরীক্ষা করা।'

রানার দিকে এগিয়ে আসছে কর্ণেল রেজনিক। প্রতিটি পদক্ষেপ সন্তর্পণে ফেলছে সে, মেটাল ক্যানগুলোর সাথে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যাবার ভয়ে টান টান হয়ে আছে পেশীগুলো। 'আপনি বললেই কংকালগুলো নিয়ে যাবার জন্যে আমার লোকদেরকে ডেকে পাঠাব

আমি, মিঃ রানা।'

'রহস্যময় পাঁচ নম্বরকে দিয়ে শুরু করুন,' বলল রানা। এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে থাকা কয়েকটা মেটাল ক্যানের দিকে ইঙ্গিত করল ও। 'আপনার ডান দিকে দশ ফিট দূরে মেঝের সাথে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা আছে।'

এগিয়ে গিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়াল রেজনিক। এদিক ওদিক তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল সে। বিস্ময় ফুটে উঠেছে চেহারায়। 'কোথায়, কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না, মিঃ রানা?'

'আপনি আসলে ওটার ওপর দাঁড়িয়ে আছেন,' বলল রানা।

'আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না?' বলল রেজনিক। 'নিজেই এসে দেখুন না। কিছুই নেই এখানে!'

'চোখে নিশ্চয়ই কম দেখেন আপনি,' রেজনিককে সরিয়ে দিয়ে মেটাল ক্যানের ফাঁকে তাকাল রানা। কার্গো বাঁধার রিঙের সাথে এখনো বাঁধা রয়েছে স্ট্র্যাপগুলো, কিন্তু খাকি ইউনিফর্ম পরা লাশটা আশপাশে কোথাও নেই। বোকার মতো চুপ করে আছে রানা। প্রচণ্ড বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলাবার চেষ্টা করছে। হাঁটু মুড়ে বসে স্ট্র্যাপগুলো পরীক্ষা করল ও। খোলা হয়নি, কেটে ফেলা হয়েছে।

দু'চোখে সন্দেহের ছায়া রেজনিকের। 'আপনি যেদিন ডাইভ দিয়েছিলেন সেদিন বরফের মতো ঠাণ্ডা ছিল পানি। ঠিক দেখতে পাননি, হয়ত কিছুর ছায়া দেখে ভেবেছিলেন·

দাঁড়াল রানা। একটু হাঁপাচ্ছে। কিন্তু গলার স্বর দৃঢ়। 'এখানেই ছিল ওটা।' বলার ভঙ্গি লক্ষ্য করে থ হয়ে গেল কর্ণেল। কথা যোগাল না মুখে।

'লিফট অপারেশনের **সময়** পিছন দিয়ে ভেসে যায়নি তো?'

'সম্ভব নয়। ফিউজিলাজের সাথে সাথে উঠে এসেছে ডাইভাররা, কিছু পড়লে রিপোর্ট করত তারা।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল রেজনিক, কিন্তু হঠাৎ একটা দৃশ্য দেখে আঁতকে উঠলো সে। 'মিঃ রানা! অ্যাডমি···

ঘুরেই অ্যাডমিরালের দিকে ছুটল রানা। ঠিক সময়ে পৌঁছুল ও, দু'হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল অ্যাডমিরালকে। ধীরে ধীরে কার্গো কেবিনের মেঝেতে শুইয়ে দিল তাঁকে ও, সারা শরীর চটচটে ঘামে ভিজে গেছে তাঁর। সাংঘাতিক কষ্ট হচ্ছে নিঃশ্বাস ফেলতে। বুকের অসহ্য ব্যথায় ছটফট করছেন।

'হার্ট ট্রাবল!' রেজনিককে বলল রানা। 'শীগগির বেনকে ডেকে হেলিকপ্টার আনাতে বলুন।'

দ্রুত অ্যাডমিরালের বুকের কাছে শার্টটা ছিঁড়ে ফেলল রানা কাঁপা একটা হাত তুলে রানার কব্জি চেপে ধরলেন অ্যাডমিরাল। 'ওয়রহেড···মিঃ রানা, ওয়রহেড···' শ্বাস কষ্টে নীল হয়ে গেছে মুখের চেহারা, গলা থেকে বেরুতে চাইছে না শব্দগুলো।

'শান্ত হোন। মন হালকা করুন। চিন্তা করার কিছু নেই, কয়েক মিনিটের মধ্যে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে।'

'মিঃ রানা,··· ওয়রহেড···' কথা বলার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন অ্যাডমিরাল।

'কিচ্ছু ভাববেন না,' আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল রানা। 'ক্যানের ভেতর সবগুলো নিরাপদে আছে।'

'না···না··· বুঝতে পারছেন না,' ক্রমশঃ নেতিয়ে পড়ছে অ্যাডমিরালের কণ্ঠস্বর। অনেক কষ্টে চোখ দুটো মেললেন তিনি একবার। ইঙ্গিতে নিচু হতে বলছেন রানাকে। তাঁর ঠোঁটের কাছে কান নামাল

রানা। 'গুণেছি···' ফিসফিস করে বললেন তিনি। 'ওয়রহেড···আটাশ-টা···' পরের কথাগুলো শুনতে পেল না রানা।

কয়েকটা কম্বল নিয়ে ছুটে এলো বেন।

ঠোঁট দুটো কাঁপছে অ্যাডমিরালের। নিচু হয়ে তাঁর কথা শুনছে রানা।

'হেলিকপ্টার আসছে,' চাপা গলায় বলল বেন। 'কেমন আছেন উনি?'

'এখনও লড়ছেন,' মাথা তুলে বিড়বিড় করে বলল রানা। 'কি হয় বলা যায় না।' কব্জির ওপর চেপে বসে থাকা অ্যাডমিরালের হাতটা ছাড়িয়ে নিল ও। তাঁর হাত ধরে বলল, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, অ্যাডমিরাল। এর সুরাহা আমি করব। কথা দিচ্ছি।'

চোখ পিট পিট করছেন অ্যাডমিরাল, রানার কথা শুনে মাথাটা একটু নাড়লেন।

বেনের সাহায্য নিয়ে অ্যাডমিরালের গলা পর্যন্ত কম্বল দিয়ে ঢেকে দিয়েছে রানা। ব্যস্ততার সাথে ফিরে এলো রেজনিক, পিছনে স্ট্রেচার নিয়ে দু'জন এয়ারম্যান। এতোক্ষণে উঠে দাঁড়াল রানা, পিছিয়ে এসে জায়গা ছেড়ে দিল ওদেরকে। সেক্সটন ফাইভ-থ্রি থেকে অ্যাডমিরালকে বাইরে বের করে এনে ওরা দেখল ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে হেলি-কপ্টার।

রানার একটা হাত ধরে কর্ণেল রেজনিক জানতে চাইল, 'কি বল-লেন অ্যাডমিরাল?'

'আটাশটা মেটাল ক্যান গুণেছেন উনি।'

'প্রার্থনা করি, ভালোয় ভালোয় সেরে উঠুন,' বলল রেজনিক। 'তবে এখন উনি মরেও শান্তি পাবেন। কুইক-ডেথ শেষ পর্যন্ত উদ্ধার

করা গেছে। এখন শুধু সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিলেই সমস্ত বিপদের ভয় দূর হয়ে যায়।'

'আপনি ভুল বুঝেছেন,' বলল রানা। 'শেষ নয়, বিপদ মাত্র শুরু হলো।'

'মানে?' ভুরু কুঁচকে উঠল কর্ণেলের।

'সেক্সটন ফাইভ-থ্রিতে ছত্রিশটা ওয়রহেড ছিল,' বলল রানা। 'এখন আছে আটাশটা। আটটা ওয়রহেড চুরি গেছে।'

এগার

ওয়াশিংটন, ডি. সি.। একই দিনের ঘটনা।

ন্যাশন্যাল আণ্ডারওয়াটার অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সী। গভীর রাত।

কয়েকজন দারোয়ান ছাড়া অফিসে আর কেউ নেই, একা শুধু রানার জন্যে অপেক্ষা করছেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। স্থির হয়ে বসতে পারছেন না তিনি, উত্তেজিতভাবে পায়চারি করছেন। অয়্যারলেসে শেষ খবর পেয়েছেন সেই বিকেল পাঁচটায়, তারপর কি হয়েছে না হয়েছে কিছুই তিনি জানেন না। খানিক আগে এয়ারপোর্ট থেকে ফোন করেছে রানা, রিপোর্ট দেবার জন্যে নিজেই আসছে সে। তার মানে, খবর ভালো নয়।

নক হলো দরজায়।

'কাম ইন।'

বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে কামরার ভেতর ঢুকল রানা। ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে নিজের রিভলভিং চেয়ারে গিয়ে বসলেন অ্যাডমিরাল। 'বসো, রানা।'

'দুঃসংবাদ, অ্যাডমিরাল,' মৃদু গলায় বলল রানা।

'পরে শুনলেও চলবে,' একটা বোতামে চাপ দিলেন তিনি।

'বাথরুমে গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে নাও আগে, তারপর কিছু মুখে দাও। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে সারাদিন কিছু পেটে পড়েনি।'

কয়েক সেকেণ্ড স্থির দৃষ্টিতে অ্যাডমিরালের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। এর আগেও কয়েক বার মনে হয়েছে তার, আজ আবার নতুন করে আরেকবার মনে হলো কথাটা—অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের সাথে কোথায় যেন একটা মিল আছে মেজর জেনারেল রাহাত খানের। দু'জনেই ওর ওপর অগাধ আস্থা রাখেন, অত্যধিক ভালোবাসেন, তার সুবিধে অসুবিধের দিকে সব সময় তীক্ষ্ণ নজর রাখেন। ক্লান্ত শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'ধন্যবাদ, অ্যাডমিরাল,' বলে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল ও। ভিজে হাত-মুখ তোয়ালে দিয়ে মুছে আবার যখন বেরুল ও, দেখল ডেস্কের ওপর প্লেট ভর্তি কেক আর ফ্লাস্ক ভর্তি কফি রয়েছে।

কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে রানা, ওর দিকে একটা কালো চুরুট বাড়িয়ে দিয়ে অ্যাডমিরাল বললেন, 'এটা ধরিয়ে টানতে থাকো, গরম হয়ে উঠবে শরীরটা। তারপর শুরু করো।'

রানার চুরুট ধরানো পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন অ্যাডমিরাল, তারপর জানতে চাইলেন, 'কেমন আছেন এখন জ্যাক ডেনটন?'

'কোনো পরিবর্তন নেই,' বলল রানা। 'ডেনভার আর্মি হাসপাতালের হার্ট স্পেশালিস্টের রিপোর্ট, আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টা যদি টিকে যান, বিপদ কেটে গেছে বলে মনে করা যাবে। একটু সুস্থ হলেই তাঁকে ওরা ওয়াশিংটনের ওয়াল্টার রীড হাসপাতালে ট্র্যান্সফার করবে।'

'ওয়রহেডগুলো?'

'লিডভিল রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছে গেছে,' বলল রানা। 'ওখানে কর্ণেল রেজনিক আছে, জাহাজে তুলে সানফ্রান্সিসকোর পিয়ার সিক্সে পাঠাবার সমস্ত দায়িত্ব তাকেই দিয়ে এসেছি।'

'আমাদের প্যাসিফিক কোস্ট রিসার্চ শিপকে তৈরি থাকার নির্দেশ দিয়ে রেখেছি,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'ওয়রহেডগুলো পাবার পর কি করতে হবে জানা আছে স্কিপারের। কন্টিনেন্টাল শেলফ ছাড়িয়ে আরো অনেক দুরে গিয়ে দশ হাজার ফিট গভীর পানিতে ফেলে দেবে ওগুলো।' এক সেকেণ্ড ইতস্ততঃ করলেন অ্যাডমিরাল, তারপর জানতে চাইলেন, 'নিখোঁজ আটটা ওয়রহেডের সন্ধান পেয়েছ?'

'না। লেকের তলায় নেই। এক ঘণ্টা আগে পর্যন্ত তন্নতন্ন করে খোঁজা হয়েছে।'

'তোমার কি ধারণা?'

'এখনও কোনো ধারণা দিতে পারছি না আপনাকে।'

'কোনো সূত্রও কি নেই তোমার হাতে?'

'নেই,' একটু ইতস্ততঃ করে স্বীকার করল রানা।

'সেক্ষেত্রে আমার সামনে দ্বিতীয় আর কোনো পথ খোলা নেই, রানা,' গম্ভীর গলায় বললেন জর্জ হ্যামিলটন। 'এবার পেন্টাগনকে সব কথা জানাতে হয়।'

'কিন্তু সেটা কি উচিত হবে, অ্যাডমিরাল?'

ক্লিনশেভ প্রকাণ্ড মুখটা থমথম করছে জর্জ হ্যামিলটনের। চেহা-রায় গভীর ধ্যান মগ্নতার ছাপ ফুটে উঠল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন তিনি। তারপর বললেন, 'আর কোনো বিকল্প নেই। জ্যাক ডেনটন কি বলেছেন, মনে আছে? লক্ষ-কোটি মানুষের অনিবার্য ধ্বংস। এতোবড় ঝুঁকি আমি নিতে পারি না, রানা। পেন্টাগন যা ভালো বোঝে করুক। এফ-বি-আই আর সি-আই-এ-কে তারাই দায়িত্ব দিক। লার্জ-স্কেল ইনভেস্টিগেশন চালাবার মতো আয়োজন আমাদের এই প্রতিষ্ঠানে নেই।'

মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছে রানা। পেন্টাগনকে সব কথা জানানো মানে, আরেক সর্বনাশের পথ সুগম করা। যুদ্ধের সময় প্রয়োজন মনে করলেই তারা কুইক-ডেথ ব্যবহার করবে। পেন্টাগনের ওরা সবাই নিজেদের স্বার্থের ব্যাপারে একেবারে অন্ধ। কুইক-ডেথ উদ্ধার করতে পারলে সেটাকে ওরা ধ্বংস করবে না, ভবিষ্যতে শত্রু-নিধনের জন্যে রেখে দেবে।

'কিন্তু, অ্যাডমিরাল, পেন্টাগনকে সব কথা জানালেই যে তারা সেগুলো উদ্ধার করতে পারবে তা মনে করার কোনো কারণ নেই,' বলল রানা।

'কিন্তু আমরাও তো ওগুলো উদ্ধার করতে পারছি না,' বললেন জর্জ হ্যামিলটন। 'এমনও তো হতে পারে যে অবহেলার সাথে কোথাও ফেলে রেখে দেয়া হয়েছে ওগুলো। চোরেরা হয়ত জানেই না কি জিনিস পড়েছে তাদের হাতে।'

'হ্যাঁ,' অন্যমনস্কভাবে বলল রানা, 'সে-সম্ভাবনা আমিও উড়িয়ে দিই না। কিন্তু চোরের ওপর বাটপারিও তো হয়ে থাকতে পারে, অ্যাডমিরাল? কেউ চুরি করে যেনে রেখে দেবে কেন? গড, এক একটার ওজন প্রায় এক টন! মেটাল ক্যান দিয়ে মোড়া থাকলেও, দেখেই বোঝা যায় যে ওগুলো ন্যাভাল শেল।' একটু থেমে আবার বলল রানা, 'এর সাথে একটা খুনের রহস্যও জড়িয়ে রয়েছে, অ্যাডমিরাল। চার্লি স্মিথের হত্যাকাণ্ড...'

'যেখানে লাশই নেই, সেখানে ক্রাইম কোথায়?'

'কিন্তু আমি জানি আমি ভুল দেখিনি।'

'তাতে পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'কোনো পাগল বা কোনো অজ্ঞ লোক যদি নিজেকে ডিমো-

লিশন এক্সপার্ট মনে করে ফাটিয়ে ফেলে একটা ওয়রহেড, কেয়ামত নেবে আসবে···'

মন স্থির করে ফেলল রানা। শিরদাঁড়া খাড়া করে সরাসরি অ্যাড-মিরালের চোখে তাকিয়ে বলল, 'আমার একটা অনুরোধ আছে, অ্যাড-মিরাল।'

'বলো,' আগ্রহের সাথে জানতে চাইলেন জর্জ হ্যামিলটন।

'নিখোঁজ ওয়রহেডগুলো উদ্ধার করার জন্যে পাঁচটা দিন সময় দিন আমাকে। আমি যদি খালি হাতে ফিরে আসি, তারপর আপনার যা খুশি করবেন আপনি।'

রানার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন অ্যাডমিরাল। কথা বল-ছেন না। বুঝতে পারছে রানা, দ্বিধায় পড়ে গেছেন অ্যাডমিরাল।

'পাঁচ দিন?'

'হ্যাঁ।'

একটা চুরুট ধরালেন জর্জ হ্যামিলটন। তারপর বললেন, 'আমার বিচক্ষণতার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি, রানা। শুধু তুমি বলে, অন্য কেউ হলে এ-অনুরোধ রাখার কথা ভেবে পর্যন্ত দেখতাম না। আমি আশা করব, পাঁচ দিনের আগেই নিখোঁজ ওয়রহেডগুলো উদ্ধার করে আনবে তুমি। আর যদি খালি হাতে ফিরে আসো···খোদা যেন আমা-দেরকে রক্ষা করেন।'

বার

কলোরাডো। লী রেফারীর বাড়ি।

সূর্য ডুবতে আর বেশি দেরি নেই, দড়িতে শুকাতে দেয়া কাপড়-গুলো একটা একটা করে তুলে গুছাচ্ছে শীলা। দেখতে পেল, রাস্তা থেকে নেমে এদিকেই এগিয়ে আসছে রানা। হাতের কাজটা শেষ করল সে, স্বামীর শার্টটা গুছিয়ে আর সব কাপড়ের সাথে যত্ন করে রেখে দিল, তারপর হাত নেড়ে অভ্যর্থনা জানাল রানাকে। 'এসো, রানা। খুব খুশি হয়েছি তোমাকে দেখে।'

'তোমরা ভালো তো?'

বাড়ির ভেতর থেকে ঘেউ ঘেউ করে গর্জে উঠল কুকুরটা, লাফ দিয়ে সদর দরজা টপকে ছুটে এসে দাঁড়াল রানার সামনে, ভেজা ভেজা লাল জিভটা বের করে রানার হাত চাটল।

'অপরিচিত লোক দেখলেই সাংঘাতিক ক্ষেপে ওঠে জিমি,' হাসতে হাসতে বলল শীলা। 'কিন্তু তোমার বেলায় আশ্চর্য একটা ব্যতিক্রম ঘটতে দেখছি। প্রথম থেকেই তোমাকে ওর ভালো লেগে গেছে।' পশ্চিম পাহাড়ের দিক থেকে হিমেল বাতাস বইছে, অথচ উইণ্ডব্রেকা-রটা কাঁধের ওপর ফেলে রেখেছে রানা, ব্যাপারটা একটু আশ্চর্য লাগছে শীলার। 'হ্যাঁ, ভালোই আছি আমরা। তোমার সাথে লোরাও ফিরে এসেছে নাকি?'

'না, ওয়াশিংটনে রয়ে গেছে ও,' উঠোনোর চারদিকে তাকাল রানা। 'লী বাড়িতে নেই নাকি?'

'আছে,' বলল শীলা। আরেকবার রানার কাঁধে ফেলা উইণ্ড-ব্রেকারের দিকে তাকাল সে। 'কিচেনের সিঙ্ক পরিষ্কার করছে। সোজা চলে যাও।'

হাতের কাজ মাত্র শেষ করেছে লী, কিন্তু টেবিল থেকে এখনো নামেনি, পা ঝুলিয়ে বসে তামাক ভরছে পাইপে। রানাকে ভেতরে ঢুকতে দেখে একগাল হাসল সে। 'মোক্ষম সময়ে এসেছ, ভায়া। এই মাত্র আঙ্গুরের রস ভর্তি একটা বোতলের ছিপি খুলতে যাচ্ছিলাম আমি। বস, বস।'

পা দিয়ে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল রানা। 'ঘরে তুমি ব্র্যাণ্ডিও তৈরি কর?'

'এই প্রায় নো-ম্যানস্ ল্যাণ্ডে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হয়ে উপায় কি?' নিঃশব্দে হাসছে লী। টেবিল থেকে নেমে একটা কাবার্ড থেকে বোতল আর দুটো গ্লাস বের করল সে।

'তোমার সাথে আমার কথা আছে, লী।'

'হাজার বার,' গ্লাস দুটোর কিনারা পর্যন্ত ব্র্যাণ্ডি ঢালল লী। 'এই রানা, লেকে অতো হৈ-চৈ কিসের বলো তো? শুনলাম ওরা নাকি একটা প্লেন পেয়েছে? তুমি যেটার কথা জানতে চাইছিলে ওটা সেটা নাকি?' একটা চেয়ারে বসল সে।

'হ্যাঁ,' বলল রানা। লী-র হাত থেকে নিয়ে চুমুক দিল গ্লাসে। লক্ষ্য করল লী, গ্লাসটা বাঁ হাতে নিল রানা।

'কি কথা, রানা?'

'ওই প্লেনের ব্যাপারেই আবার আমি এসেছি,' বলল রানা। 'চার্লি

স্মিথকে খুন করেছো তুমি। জানতে চাই, কেন?'

লী-র ঘন একটা ভুরু শুধু সামান্য একটু ওপরে উঠল, তাছাড়া আর কোনো প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করল না রানা। 'আমি···খুন করেছি চার্লি স্মিথকে? তুমি পাগল হলে নাকি?'

'চার্লিকে খুন করার তিন বছর পর অপরিচিত একজন লোক এসে নিখোঁজ একটা প্লেনের কথা জানতে চাইবে, ঘুণাক্ষরেও তা আশা করোনি, তাই না?' যেন সদালাপ করছে এমনি ভঙ্গিতে বলল রানা। 'একটা মারাত্মক ভুল আগেই করে রেখেছিলে তুমি, যার জন্যে ধরা পড়ে গেলে। অক্সিজেন ট্যাংক আর নোজ গিয়ারটা সরিয়ে ফেলা উচিত ছিল তোমার।'

রানার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লী। 'তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'নিখোঁজ প্লেনের কথা জিজ্ঞেস করায় তোমরা আমার প্রতিটি আচরণের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে শুরু করো। যখন দেখলে লেকে ডাইভ দিচ্ছি, সাথে সাথে বুঝে নিলে প্লেন আর চার্লি স্মিথের হাড় আবিষ্কার করে ফেলেছি আমি। ওই পর্যায়ে সবচেয়ে ভয়ংকর ভুলটা করে বসলে তুমি। আতংকিত হয়ে সরিয়ে ফেললে চার্লিকে। তার হাড়গুলো নিশ্চয়ই পাহাড়ের গভীর কোনো জায়গায় পুঁতে দিয়েছো। ভয় পেয়ে এই বোকামিটা না করলে পুলিশ তোমাকে তিন বছর আগের একটা খুনের সাথে সহজে জড়াতে পারত না।'

'লাশই যেখানে নেই,' বলল লী, নিভে যাওয়া পাইপে শান্তভাবে আগুন ধরাচ্ছে সে, 'সেখানে কিছুই প্রমাণ করা সম্ভব নয়।'

'আইন জিনিসটাকে অতো ঠুনকো মনে করো না,' বলল রানা। 'আর লাশ নেই বলছ কেন? তোমাকে বেঁধে কষে ধোলাই দিলে তুমিই

তো পুলিশকে জানিয়ে দেবে কোথায় আছে লাশ। সে যাক। গল্পটা শুরু হলো কিভাবে, বলবে তুমি? নাকি আমি বলব?'

'কি জানো তুমি?'

'প্রায় সবটা জানি,' বলল রানা। 'বলছি, শোনো। কোথাও ভুল হলে শুধরে দিয়ো, কেমন?'

'চার্লি স্মিথ একটা অটোমেটিক ফিশিং পোল কাস্টার আবিষ্কার করে,' শুরু করল রানা। 'পরীক্ষার সময় লেকের তলায় কিসের সাথে যেন হুকটা আটকে যায়। চার্লি একজন অভিজ্ঞ অ্যাঙলার ছিল, সে মনে করে গাছের কোনো গুঁড়ির সাথে আটকে গেছে হুকটা। ব্যস্ত না হয়ে সেটা ছাড়াবার জন্যে অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করে সে। এবং শেষ পর্যন্ত লাইনের টান টান ভাবটা ঢিলে হয়ে যায়। কিন্তু লাইন গুটিয়ে নেবার সময় চার্লি অনুভব করে হুকের সাথে কি যেন বেধে আছে, উঠে আসছে সেটাও। একটু পরই জিনিসটা দেখতে পেল সে, একটা অক্সিজেন ট্যাংক। অনেকদিন পানিতে ডুবে থাকায় জিনিসটার মাউন্টস নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, চার্লির হুকের একটু টানই শুধু দরকার ছিল, সেটা পেতেই ছিঁড়ে আলাদা হয়ে ভেসে উঠেছে পানির ওপর।

'চার্লির উচিত ছিল পুলিশের কাছে যাওয়া। তা সে যায়নি, কারণ তার রক্তে ছিল আবিষ্কারের নেশা। লেকের তলায় একটা প্লেন আছে, এটা নিজের কাছে প্রমাণ করার দরকার ছিল তার। তাই একটা রশিতে লোহার আঙটা বেঁধে লেকের তলাটা আঁচড়াতে শুরু করে সে। এভাবেই নোজ গিয়ারটা আঙটার সাথে বাধায়, ওটা নিশ্চয় আগেই নিজের খোপ থেকে বেরিয়ে এসেছিল। যাই হোক, সন্দেহ সত্য প্রমাণিত হলো। এই পর্যায়ে চার্লি সম্ভবতঃ লোভী হয়ে ওঠে। পুলিশকে খবর দিলে প্লেনের ভেতর সোনাদানা যা আছে সব হাতছাড়া হয়ে যাবে,

তাই পুলিশের কাছে না গিয়ে সোজা সে লী রেফারীর কাছে গিয়ে হাজির হলো।'

'কেন ? আমার কাছে কেন আসবে চার্লি ?'

'তুমি একজন রিটায়ার্ড নেভীম্যান, ডিপ ওয়াটার ডাইভার, তাই। তোমরা দু'জন মিলে ডাইভিং ইকুইপমেন্ট আর এয়ার কমপ্রেশার যোগাড় করো। একশো চল্লিশ ফুট পানির নিচে নামা তোমার জন্যে পানির মতোই সহজ একটা ব্যাপার ছিল। প্লেনের ভেতর আশ্চর্য ধরনের একটা কার্গো দেখে তোমার মাথার ভেতর রঙিন কল্পনা ডানা মেলে দেয়। মেটাল ক্যানগুলোয় কি আছে বলে মনে করেছিলে ? বোধহয় আণবিক বোমা, তাই না ? কিন্তু মেটাল ক্যানগুলো প্লেনের ভেতর থেকে বের করে পানির ওপর তুললে কিভাবে তোমরা ?'

'কোনো বেগ পেতে হয়নি,' এতক্ষণে হাসল লী। ভয়ের লেশমাত্র নেই তার চেহারায়। 'ফিউজিলাজের ফাঁকটা আরো বড় করার জন্যে ছোট্ট একটা বিস্ফোরণ ঘটায় চার্লি, আর আমি নিচে নেমে একটা কেবলের সাথে জড়িয়ে বাঁধি একটা মেটাল ক্যানকে। ওপর থেকে একটা ফোর-হুইল-ড্রাইভের সাহায্যে টেনে তুলে ফেলে সেটাকে চার্লি।'

'কিন্তু তারপর ? মেটাল ক্যানটা খোলার পর দেখলে ওগুলো পুরনো মডেলের ন্যাভাল শেল, আজ যার কোনো মূল্যই নেই। তখন কি করলে ?'

তামাক শেষ হয়ে গেছে পাইপের, নিশ্চিন্ত মনে সেটায় আবার তামাক ভরছে লী রেফারী। 'সুন্দর অনুমান, রানা। তাক লাগিয়ে দিয়েছ। এক-আধটু ভুল যে নেই তা নয়, সেগুলো ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। তবে, মেটাল ক্যানগুলো তুলে আনার একটু পরই আমরা বুঝতে পেরেছিলাম, ধাতবের তৈরি আর্মার ভেদ করার প্রজেক্টাইল নয়

ওগুলো। মাত্র দশ মিনিট পরীক্ষা করেই চার্লি বলে দেয়, ওগুলো পয়-জন-গ্যাস ক্যারিয়ার।'

স্তম্ভিত হয়ে গেল রানা। ওদের সবাইকে বোকা বানিয়েছে চার্লি আর লী। 'কিভাবে?' তীক্ষ্ণ গলায় জানতে চাইল ও।

'বাইরে থেকে দেখে মনে হয় ওটা একটা স্ট্যাণ্ডার্ড ন্যাভাল অর্ড-ন্যান্স, কিন্তু আমরা দেখলাম ওটায় স্টার শেলের ফিটিংসও রয়েছে। এ-ধরনের জিনিসের সাথে পরিচয় ছিল আমাদের—পূর্ব-নির্ধারিত একটা অলটিচ্যুডে পৌঁছে একটা প্যারাস্যুট খুলে যায়, সেই সাথে অল্প পরিমাণ এক্সপ্লোসিভ চার্জ গুঁড়িয়ে দেয় মাথাটাকে, আগুন ধরিয়ে দেয় ফসফরাসের একটা প্যাডে। এটার বেলায় একটু পার্থক্য আছে, এক্স-প্লোসিভ চার্জে মাথাটা উড়ে গেলে এক বাণ্ডিল ক্ষুদে পটকা বেরিয়ে আসে, সেগুলোর ভেতর লেথাল গ্যাস ভরা আছে।'

'স্রেফ এক নজর দেখেই চার্লি বলে দেয় ওগুলোর ভেতর গ্যাস আছে?'

'প্যারাস্যুট-এস্কেপ-হ্যাচ কাভারটা আবিষ্কার করে সে। ওটাই তাকে প্রথম সূত্র পাইয়ে দেয়। তারপর সামনে এসে মাথাটা নামায়, চার্জটা বিচ্ছিন্ন করে, উঁকি দিয়ে তাকায় ভেতরে।'

'ডিয়ার গড!' আতঙ্কিত হয়ে উঠল রানা। 'চার্লি ওয়রহেড খুলে-ছিল?'

'তাতে এতো আশ্চর্য হবার কি আছে? চার্লি একজন ডিমোলিশন এক্সপার্ট ছিল।'

ধীরে ধীরে বুক ভরে বাতাস নিল রানা। 'ওয়রহেডগুলো কি করেছ তুমি?'

'রাস্তায় পড়ে থাকা জিনিস যে কুড়িয়ে পায় তারই হয়ে যায়,

সেটাই কি নিয়ম নয় ?' হাসি মুখে বলল লী।

'ওগুলো কোথায় ?' ঠাণ্ডা গলায় জানতে চাইল রানা।

'আমরা ওগুলো বিক্রি করে দিয়েছি।'

'কি করেছ ?' চমকে উঠল রানা। 'কোথায় ?'

'ইউনিভার্সেল আর্মস কর্পোরেশন-এর কাছে। নিউআর্ক, নিউ-জার্সিতে। আন্তর্জাতিক বাজারে গোলা-বারুদ বিক্রি করে ওরা। ওদের ভাইস-প্রেসিডেন্টের সাথে যোগাযোগ করি আমি। লোকটা বেঁটে, কুৎসিত, দেখে মনে হয় বাদাম ফেরি করে। লোকটার নাম টার্নার ব্রুনো। কলোরাডোয় এসে একটা প্রজেক্টাইল চেক করে সে, দাম বলে পাঁচ হাজার ডলার। যতোগুলো দিতে পারব, সব নেবে বলে কথা দেয়, কোত্থেকে আসছে জানতে চাইবে না।'

'বাকিটা আমি কল্পনা করতে পারি,' বলল রানা। 'ওগুলো বিক্রি করতে রাজি হয়নি চার্লি, কারণ সে বুঝতে পারে, একটা যদি ডিটোনেট করা হয়, হাজার হাজার নিরীহ লোক মারা যাবে। কিন্তু তোমার কাছে বড় হয়ে দেখা দেয় টাকাটা। তোমরা ঝগড়া শুরু করো, তারপর মারা-মারি, এবং চার্লি তোমার কাছে হেরে যায়। তার লাশটা তুমি লেকের নিচে গিয়ে প্লেনের ভেতর রেখে আসো। তারপর তার গাড়িতে একটা ডিনামাইট ফাটাবার ব্যবস্থা করো, সেখানে রেখে দাও চার্লির এক পাটি জুতো আর একটা বুড়ো আঙ্গুল।'

আশ্চর্য শান্ত দেখাচ্ছে লী-কে। ধীরে সুস্থে পাইপে টান দিচ্ছে সে। 'দুঃখের বিষয় হলো, আমার যুক্তি মানেনি চার্লি। আর তুমি যে আমাকে লোভী বলে গাল দিচ্ছ, কথাটা ঠিক নয়। প্রজেক্টাইলগুলো সব একই সাথে বিক্রি করার চেষ্টা করিনি আমি। যখনই আমাদের কিছু টাকার দরকার হয়েছে, টার্নার ব্রুনোকে খবর দিয়েছি আমরা।

সাথে সাথে একটা ট্রাক পাঠিয়ে দিয়েছে সে, দামও চুকিয়ে দিয়েছে নগদ টাকায়।'

'আমরা মানে?' জানতে চাইল রানা। 'তুমি আর শীলা?'

'অবশ্যই! শীলা আমার লক্ষ্মী বউ, ভালো-মন্দ সব কিছুতে সাথে আছে।'

'চার্লিকে খুন করলে কিভাবে তুমি?'

'দুঃখিত, রানা। এ-ব্যাপারে তোমাকে নিরাশ না করে উপায় নেই আমার। মানুষ খুন করার মতো মানসিক শক্তি কোনো কালেই ছিল না আমার। এসব কাজে শীলার কোনো ভয় নেই। চার্লিকে খুন করার কৃতিত্ব তারই। সোজাসুজি বুকে গুলি করে মারে ও তাকে।'

'শীলা?' হতভম্ব হয়ে গেল রানা। এবং পরক্ষণে বুঝল, মারাত্মক একটা ভুল করে ফেলেছে সে।

'ওর লক্ষ্য কখনো ব্যর্থ হয় না,' হাসি মুখে রানার কাঁধের ওপর দিয়ে দরজার দিকে তাকাল সে। 'শীলা, লুকিয়ে থাকার দরকার নেই, তোমার চেহারাটা রানাকে দেখাতে পারো এবার।'

দুটো ধাতব শব্দ ঢুকল রানার কানে।

'মেঝেতে কার্টিজ পড়ার শব্দ শুনেই বুঝতে পারছ, শীলার হাতে উইনচেস্টার রাইফেলটা লোড আর কক্ করা। কোনো সন্দেহ আছে?'

পা দুটো শক্তভাবে মেঝেতে রেখে উইণ্ডব্রেকার জ্যাকেটের ভেতর একটা হাত ভরছে রানা। 'চমৎকার, লী!'

'তবু, ঘাড় ফিরিয়ে একবার দেখে নাও,' বলল লী। 'কিন্তু সাবধান! কোনোরকম চালাকী নয়।'

ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে শীলা। রাইফেলের নলটা প্রায় ঠেকে রয়েছে রানার মাথার

সাথে। 'দুঃখিত, রানা। বাকি জীবনটা জেলে কাটাবার কোনো ইচ্ছে নেই আমাদের,' নিষ্ঠুর হাসি শীলার ঠোঁটে।

'আরেকটা খুন করেও নিজেদেরকে বাঁচাতে পারবে না তোমরা, শীলা,' বলল রানা। শীলা আর ওর মাঝখানের দূরত্বটা চট করে হিসাব করে নিল ও। পাঁচ ফিট। পায়ের পেশীগুলো শক্ত করে নিল। 'ভেবেছ আমি একা এসেছি?'

'বাইরে কাউকে দেখেছ নাকি, শীলা?' জিজ্ঞেস করল লী।

এদিক ওদিক মাথা দোলাল শীলা। 'রাস্তা দিয়ে ওকে একা আসতে দেখেছি আমি। ও বাড়িতে ঢোকার পর অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম আমি, কাউকে দেখিনি।'

'আমিও তাই ধরে নিয়েছি,' বলল লী, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'ধোঁকা দিয়ে বাজিমাত করতে চাইছ তুমি, রানা। তোমার হাতে যদি কোনো প্রমাণ থাকত, সাথে করে পুলিশ নিয়ে আসতে ভুল করতে না।'

সম্পূর্ণ শান্ত দেখাচ্ছে রানাকে। 'কে বলল নিয়ে আসিনি? দু'জন ডেপুটিকে সাথে নিয়ে একটা গাড়িতে বসে আছেন শেরিফ। আধ মাইল দূরে। আমার কাছ থেকে খবর পেলেই '

লী-র পেশীতে টান পড়ল। 'মিথ্যে কথা!'

'শেরিফ আমার বুকে একটা ট্র্যান্সমিটার আটকে দিয়েছে,' বলল রানা, বাঁ হাত দিয়ে শার্টের বোতাম খুলছে ও। 'ঠিক এখানে, এই যে দেখো না...

পরমুহূর্তে কিচেন রুমের ভেতর যেন নরক ভেঙে পড়ল। জ্যাকেটের নিচ থেকে কোল্টটা বের করেই গুলি করল রানা। কিন্তু শীলাও এক মুহূর্ত দেরি করেনি। একই সাথে গুলি করেছে ওরা দুজন।

[আগামী খণ্ডে সমাপ্য]

আলোচনা

[এবারের আলোচনা বিভাগের বিশেষত্ব হচ্ছে, চিঠিপত্র মনোনয়ন করেছেন কাজী আনোয়ার হোসেন, কিন্তু তাঁর হয়ে উত্তর দিয়েছেন একজন রানা-ভক্ত পাঠক নাজমুল হক মুকুল, ৭।৩-সি, আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।—জেনারেল ম্যানেজার।]

ধীরাজ ও বাবু
নিলুটুলি, মুজিব রোড, ফরিদপুর

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কয়েকজন নামকরা লেখকদের কতগুলো মজার মজার খেয়াল থাকে (এই সমস্ত খেয়ালগুলোকে অভ্যাস বললেও চলে)। এই সমস্ত খেয়ালগুলো বিশেষ করে লেখা আরম্ভ করার ঠিক আগে আগে ঘটে থাকে। যেমন নজরুল ইসলাম এককুড়ি পান না খেলে লিখতে পারতেন না, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছড়ি দিয়ে রেলিং পিটাতে না পারলে কলম ধরতে পারতেন না, রাশিয়ার এক লেখক পচা আপেলের ঘ্রাণ না নিলে লিখতে পারতেন না। এমনি অনেক বিচিত্র মজার মজার খেয়াল রয়েছে লেখকদের মধ্যে। এই রকম আপনার কিছু আছে কি?

০ দুঃখিত। আমার নেই। নামকরা লেখক হলে হয়তো থাকত। এটাই প্রমাণ করে যে আমি কোনদিন নাম করতে পারবো না।

স্বাগত
আমানত গঞ্জ, বরিশাল।

রানা সিরিজের আগামী ছয় (৬)টি বইয়ের যে কোন একটিতে

সোহানাকে দেখতে চাই, সোহানার সঙ্গে গিল্‌টি মিয়া ও সোহেলকেও দেখার জন্য মনটা বড়…

কি করলে ওদের দেখতে পাবো, কাজীদা ?

০ অপেক্ষা করলে।

রেজাউর রহমান মানিক
১৮।২, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-৭

এই মাত্র সুধাময় করের "আন্দেজের বন্দী" পড়লাম।

চমৎকার হয়েছে। তবে কাহিনীকে দীর্ঘ করার জন্য কোথাও কোথাও অপ্রয়োজনীয় কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে, কিন্তু বইটি পড়ে কখনো রোমাঞ্চিত, কখনো শিহরিত আবার কখনো বিমূঢ় হয়েছি। নিজের অজান্তে চোখে পানিও এসে গিয়েছিলো।

সবশেষে এত নির্মম সুন্দর কাহিনী তুলে ধরার জন্য সেবা প্রকাশনীকে আমার বিপ্লবী শুভেচ্ছা, সুধাময় করকে আমার লাল সালাম এবং সেই ১৬ জন জীবিত বীরকে আমার সংগ্রামী অভিনন্দন জানাবেন। নিহতদের পরিবারগুলোর জন্য থাকলো শুভ কামনা।

মোঃ গোফরান হোসেন নান্টু
বন শিল্প উন্নয়ন সংস্থা, যান্ত্রিক কারখানা, কাপ্তাই

টার্গেট নাইন ১ ও ২ নং পড়লাম, সেই সাথে পড়লাম আলোচনা বিভাগও। তার মধ্যে দেখলাম অনেকে আপনার নিকট অনুরোধ রেখেছেন "সোহানাদি"-কে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, আবার কেউবা করেছেন সাবধান। আমরা যাঁরা সোহানাদির ভক্ত, তাঁর জন্য শোকাতুর ঠিক তখনি টার্গেট নাইন ১নং আলোচনাতে ২৫২, লামাবাজার, সিলেটের জনাব জাহেদ আবদুল্লা কি করে লিখতে পারলেন যে—"সোহানাকে হত্যা করে আপনি ভালোই করেছেন।" সোহানার জন্য বুঝলাম ওনার

দুঃখ হয়নি কিন্তু পরে আবার এই লেখাটুকুন না লিখলেও পারতেন যে—"সোহানা ভক্তদের জন্য রইল আন্তরিক সমবেদনা"। এতে কি তিনি সোহানা ভক্তদের "কাটা ঘায়ে লবণের ছিটা" দেয়ার মত করেন-নি ব্যাপারটি ?

মালেকা সুলতানা

ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা।

মাসুদ রানা টার্গেট নাইন-১ বইটি খুব ভাল লাগলো। বইটির আলোচনা বিভাগে প্রকাশিত সিলেটের জাহেদ আবদুল্লাহ্ সাহেবের চিঠির 'সমবেদনা' শব্দটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। জাহেদ সাহেব, সোহানা ভক্তদেরকে আপনি কি মনে করেন ?

০ আরে, সর্বনাশ! মারপিটের পূর্বাভাস মনে হচ্ছে? এতই খেপেছেন যে আন্তরিক সমবেদনাও সহ্য হচ্ছে না! যাই হোক, 'সম-বেদনা' শব্দটা, আমার বিশ্বাস, জাহেদ আবদুল্লাহ অত ভেবে চিন্তে ব্যবহার করেননি। আপনারা একটু বেশি আবেগ প্রবণ।

মাকসুদ চৌধুরী

ওয়াপদা রোড, রামপুরা, ঢাকা-১৭

'কাজী আনোয়ার? কে? ওহ্, ঐ ভদ্রলোক যিনি মাসুদ রানা লেখেন?' বলে নাক উঁচু করলেন আঁতেলেকচুয়াল বন্ধু লেখক। '... চেষ্টা করলে বাঁ হাতে আমরা ঐসব লিখতে পারি।'

...রহস্য গল্পের ক্ষেত্রে কাজী আনোয়ার একটি ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠছেন এ কথা বললে বোধহয় খুব একটা অত্যুক্তি হবে না।

...কাজী আনোয়ারই বোধহয় পারেন এ রকম নির্লিপ্তভাবে এই ধরনের ভয়ঙ্কর অদ্ভুত সব কথা বলতে (এ মন্তব্য করা হয়েছে 'ছায়া অরণ্য', 'তিনটি উপন্যাসিকা', 'পঞ্চ রোমাঞ্চ' বইত্রয়ের গল্পগুলোর

প্রসঙ্গে)। অন্যান্য গল্পকারদের সঙ্গে এখানেই তাঁর পার্থক্য এবং এই পার্থক্যই তাঁকে চিহ্নিত করবে অন্যান্যদের থেকে আলাদাভাবে। তাঁর গল্প বলার এই রকম নির্লিপ্ত ভঙ্গি রীতিমত ঈর্ষাজনক।

নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে কাজী আনোয়ার যথেষ্ট সন্দিহান এবং বিনয়ী হলেও আমরা বলবো, কাজী আনোয়ারের গদ্য রচনা এ দেশের বহু জাঁদরেল গদ্য লেখকের অসূয়ার কারণ হওয়া উচিত। তাঁর গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করা অবান্তর। কারণ তিনি বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক।

উপরের কথাগুলো বিচিত্রা (১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭৬ ইং বিজয় দিবস সংখ্যা : পৃষ্ঠা ৪৬-৪৭) থেকে কাটছাঁট করে তুলে আনা। এরপর জল অনেক গড়িয়েছে : আপনি, কাজী আনোয়ার, অসংখ্য শব্দের মেলা করেছেন—ভেলা ভাসিয়েছেন। সেই 'কামনা করা অবান্তর' আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে গেছে।

বিচিত্রার এই গ্রন্থ পরিচিতিটি কার লেখা নাম উল্লেখ নেই। এখান থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে আপনারা একটি বিজ্ঞাপনও প্রচার করেছেন। কিন্তু এসব বিষয়ে আমার তেমন মন উচাটন নয়। আলোচনার প্রথম প্যারাটি কোটেশন দেখে এই 'বাঁ-হাতে-লিখতে-পারা' ভদ্রলোকদের নাম জানার বড়ো কৌতূহল হচ্ছে। আপনি কি সেই কৌতূহল নিবৃত্ত করবেন ?

আপনার বইয়ের বহুল প্রচার কামনা···সরি, রিয়েলী সরি। এক্সকিউজ মী !

০ থ্যাঙ্কস ফর দা কমপ্লিমেণ্ট। কিন্তু আপনার কৌতূহল নিবৃত্তি আমার দ্বারা সম্ভব হচ্ছে না, ভাই। 'বাঁ-হাতী' লেখকদের নাম আমি সত্যিই জানি না। অবশ্য এ-ও ঠিক, জানলেও বলতাম না।

সোহেল অমিতাভ বাবুল,
জোয়ারদার বাড়ি, রানাখড়ীয়া, তালবাড়ীয়া, কুষ্টিয়া।

নাইনে উঠেই প্রথম গল্পের বই পড়া শুরু করি। নীহার রঞ্জন গুপ্তের বই পড়ে তন্ময় হয়ে যেতাম। নীহার রঞ্জন গুপ্তের সাথে পাল্লা দিয়ে সমরেশ বসুর মানুষ শক্তির উৎস, যাযাবরের দৃষ্টিপাত, আর নিমাই ভট্টাচার্যের মেম সাহেব পড়ে মুগ্ধ হয়ে যেতাম। সমরেশ বসুর বই আমার মনকে ভীষণ নাড়া দিত। পাস করে কলেজে ভর্তি হয়ে হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলাম কাজী আনোয়ার হোসেন এবং মাসুদ রানাকে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত 'মাসুদ রানা' আমার অবসরের একান্ত সংগী।

O ধন্যবাদ।

গুল্লু, টিটু, জাহিদ,
ভাওয়াল কলেজ, ঢাকা।

সেবা-র বৃহস্পতি এখন তুঙ্গে। তাই তো আমরা বছরের প্রারম্ভেই পাচ্ছি আন্দেজের বন্দী আর উড়ন্ত সসারের মত বহুল আলোচিত ও দুর্লভ বইয়ের সাথে সাথে প্রতি মাসে নতুনত্বের স্বাদে অনুপম মাসুদ রানা ও রহস্যোপন্যাস। সংশ্লিষ্ট সকলকে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা।

O ধন্যবাদ।

পাপা, নয়ন, রুমি,
গাজীপুর, ঢাকা।

যতই দেরি করবেন ততই ওরা শক্তিশালী হয়ে উঠবে, গড়ে তুলবে দুর্ভেদ্য প্রাচীর, প্রিয় জন্মভূমিকে করবে ছারখার। তাই দেশের ও দশের স্বার্থে অবিলম্বে বিষ-নিঃশ্বাসের পরবর্তী খণ্ড প্রকাশ করুন।

সামসুল ইসলাম,
তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর।

ইদানিং কালের "মাসুদ রানা" সিরিজের বা সেবার অন্যান্য বইগুলির প্রচ্ছদ বেশ আকর্ষণীয় হয়। এর জন্য প্রচ্ছদ শিল্পী শাহাদত চৌধুরীকে ধন্যবাদ। প্রচ্ছদগুলি সম্বন্ধে আমার অনুমানঃ বিদেশী ম্যাগাজিন, সিনেমার স্টীল ইত্যাদি থেকে শিল্পী কাহিনীর সঙ্গে মিল আছে এমন অংশ বা ছবি কেটে নেন। তারপর আকর্ষণীয় ভাবে বিন্যস্ত করার পর একটা বই এর প্রচ্ছদ তৈরি করেন। হৃদয়গ্রাহী প্রচ্ছদ তৈরির জন্য নিঃসন্দেহে এটি একটি সুন্দর পন্থা।

০ ঠিক বলেছেন! একে 'কোলায' বলে।

শিখা,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মেরিয়ানের অপরূপ সৌন্দর্যের মতই "রবিনহুড" অপূর্ব লেগেছে—পড়তে পড়তে আপন মনে কয়েক জায়গায় হেসে উঠেছি—মৃত্যু-শয্যায় রবিনের অন্তিম তীর ছোঁড়া এবং শেষ সংলাপগুলোর সময় চোখের পানি বাঁধন মানেনি—বুকের ভেতর কেমন একরকম শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল।

"ব্ল্যাকমেইল" ভাল লেগেছে।

"কামিনী কাঞ্চন" এবং "বিদেশযাত্রার" কাহিনীতে নতুনত্বের স্বাদ পেয়েছি—দারুণ উৎকণ্ঠিত হয়ে থেকেছি—ভেবেছি—শেষ পর্যন্ত কি হবে? রাসেল এবং জাহেদের বড় আশা ছিল ধনী হবে—একজন যথার্থ মানুষের মত জীবন যাপন করবে—পরিকল্পনা ছিল অদ্ভুত। কিন্তু? শেষ রক্ষা হলো না—নিজেদের পাতা ফাঁদে নিজেরাই ফেঁসে গেল।

"গডফাদার" সকলেরই শুভদৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রত্যেকেই দারুণ রোমাঞ্চ-আনন্দ-উত্তেজনা উপভোগ করেছে বইটা পড়ে। প্রথম খণ্ড পড়বার সময় নামগুলো উচ্চারণ করতে একটু কষ্ট হচ্ছিল এই যা।

প্রতিটি চরিত্র এত সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক যা সত্যই প্রশংসার দাবী রাখে।

"উড়ন্ত সসার" আমাদের সাধারণ জ্ঞানের ক্ষুদ্র পরিধি কিছুটা বাড়িয়েছে।

"সুন্দর বনের মানুষখেকো"-তে পচাব্দী গাজীর দুঃসাহসিক বাঘ শিকারের আশ্চর্য বীরত্বের কাহিনী মনোযোগ সহকারে পড়েছি—প্রতিটি বিষয়ের এত সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন লেখক—যেন মনে হচ্ছিল—আমরা দৃশ্যপটে উপস্থিত থেকে প্রত্যক্ষ করছি সবকিছু।

ভূগোল এবং বৈজ্ঞানিক তথ্য সমৃদ্ধ "রহস্যের দ্বীপ" এবং "গুপ্ত-রহস্য" ভাল লেগেছে।

"ভয়াল উপত্যকা"-ও চমৎকার হয়েছে।

"ড্রাগ্স" ভাল লেগেছে। তবে লক্ষ্য করার মত একটা বিষয়—লেখক তাঁর দু'দুটো বইতে একজন করে নোয়াখালীর লোক এনেছেন।

সাগর কন্যা ১ থেকে বিষ নিঃশ্বাস ১ পর্যন্ত পড়েছি। "সাগর কন্যায়" রানা-শিরি-র দুষ্টুমীতে মজা পেয়েছি। "পালাবে কোথায়?" চমৎকার লেগেছে। "টার্গেট নাইনও" বেশ রোমাঞ্চকর বই। জামিলের চরিত্রটি খুব ভাল লেগেছে।

"বিষনিঃশ্বাস ১" পড়লাম, প্রথমদিকে রানার কার্যকলাপের ধরন দেখে সত্যিই চম্‌কে উঠেছিলাম! এই কি সেই রানা? পরে অবশ্য ভুল ভাঙলো, রানার তুলনা যে রানা নিজেই এটাতে তার প্রমাণ রয়েছে।

সকল লেখক ভাইদের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাই। তাঁদের লেখনী উত্তরোত্তর আরো শক্তিশালী, আরো সমৃদ্ধ হোক—এই কামনা করি।

০ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

এম, এইচ, জামান,
মিনাপাড়া, জগতি, কুষ্টিয়া।

"সংবাদ বিতরণী" থেকে "বিষ নিঃশ্বাস-১" কিনে বাড়ি ফিরলাম। সুন্দর প্রচ্ছেদ। তন্ময় হয়ে পড়ছি। হঠাৎ একটা জরুরী কাজে বই ফেলে মিলে ছুটলাম। এসে দেখি বড় চাচা নিশ্চিন্তে পড়ছে। আমি চাইতেই আপনার "টার্গেট নাইন-১" সম্পর্কিত শেষ উত্তর দেখিয়ে বলল, "ভাগো।"

০ আহ্-হা! মহা মুসিবত!

সেলিম মনজুর,
দেশ গার্মেন্টস, চট্টলা।

রূপাকে নিয়ে মাঝে মাঝেই আমি বিব্রত। মেয়েটা পেয়েছে কি! এবার তাহলে পথে আসতে শুরু করেছে—"বেডরুমের দরজায় মুখ লাল"!—প্রাথমিক উপসর্গগুলো সর্দি কাশির মত ঠিকই শুরু হয়ে গেছে দেখছি। ফুরফুরে জ্যোছনার মৃদু মৃদু কম্পিত বেতস পাতার ছায়ে একদিন যে নিবেদিতা হবে—তাও আশা করছি। কত সোনা পুড়ে ছাই হয়ে গেলো—আর এতো রূপো!

কিন্তু প্রশ্ন হলো, একেও খুন করে রানাকে বঞ্চিত করার মত অলক্ষুণে ভাবনা আপনার মাথায় আসতে শুরু করেনি তো?

০ এইমাত্র শুরু করল। আপনিই আমার মাথায় ঢোকালেন আইডিয়াটা।

মাসুদ রানা,
২৫০ বি, খিলগাঁও, ঢাকা।

মাসুদ রানা চির তরুণ, তবে সে লম্বা হয় কি করে? যার বয়স

বাড়ে না তার শরীর বাড়ে কি করে ?

০ আপনাকে কে বলল ও লম্বা হচ্ছে ? আগেও ছিল পাঁচ ফুট এগার ইঞ্চি, এখনও তাই।

অঞ্জন রহমান,
প্রান্তিকা ভবন, লালমাটিয়া, ঢাকা।

সুন্দর সাবলীল ভাষায় লিখিত আন্দেজের বন্দী পড়লাম। বইটি এতো সুন্দর ভাবে রূপান্তরিত হয়েছে, পড়তে পড়তে কেঁদেছি, আবার কখনো ওদের বাঁচার কঠিন সংগ্রামে হয়েছি বিস্ময়াভিভূত। মৃতদের আত্মার প্রতি চির শান্তি বর্ষিত হউক এই কামনা করি।

মইনুল ইসলাম,
জি, পি, ও, বক্স ২৮৯৬, ঢাকা, বাংলাদেশ।

"গড ফাদার"—কেমন লেগেছে ? অপূর্ব। উপন্যাসটি প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করবো না। তবে, 'মারিয়ো পুজো' সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো।

০ সুযোগ পেলে···ভবিষ্যতে। ইচ্ছে রইল।

মুরাদ,
মিঠাছড়া, চট্টগ্রাম।

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করছেন কাজীদা ? প্রচ্ছদের ভেতরের পার্শ্বে যেখানে 'রানা' সিরিজের সমস্ত বইয়ের নাম লিখা থাকে সেটা প্রায় শেষ হয়ে আসছে। আমি ভাবছি পৃষ্ঠাটা শেষ হয়ে গেলে কি করবেন !

০ আমিও ভাবছি।

রানা,
২৩/২০, পল্লবী, মিরপুর।

সিরিজের একঘেয়েমি থেকে মাঝে-মাঝে মুক্তি পেতে ইচ্ছে করে।

তখনই বেছে নিতে হয় সেবার সিরিজ বহির্ভূত বইগুলো।

"গড ফাদার" যে এদের মধ্যে অন্যতম, বাজি রেখে বলতে পারি। ঝাড়া কতগুলো উপমা, ছন্দময় সংলাপ ও কঠোর ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা স্পষ্টভাবে পেয়েছি। এজন্য সেবা প্রকাশনীর প্রতি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে মঙ্গল কামনা করছি। শেখ আবদুল হাকিমের প্রতি কৃতজ্ঞতা রইলো। ১ ও ৪-এর প্রচ্ছদ পরিকল্পনার জন্য শাহাদত ভাইকে ধন্যবাদ।

এভাবে আরও নতুন-নতুন অনুবাদক কর্তৃক সিরিজের বাইরের বইগুলোর দিকে মনোনিবেশ করলে আমরাও (পাঠকেরা) নতুনের সন্ধান পাবো, "সেবাও" উঠবে সাফল্যের উচ্চশিখরে—এটাই তো মনেপ্রাণে কামনা করি।

০ ধন্যবাদ।

শংকর বড়ুয়া
রাইখালী বাজার, চন্দ্রঘোনা, পার্বত্য চট্টগ্রাম

"ধ্বংস পাহাড়", "এখনো ষড়যন্ত্র" ও "প্রমাণ কই"র মত চতুর্থ বাংলাদেশী অ্যাসাইনমেন্ট বিষ-নিঃশ্বাস-১ ও ২, গুণ্ডা ডিউক চরিত্র সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। বই দু'টোর জন্য ধন্যবাদ রইল। পরবর্তী বই "প্রেতাত্মা"য় শ্রেষ্ঠ ভিলেন কবির চৌধুরীর আগমন হবে শুনে খুশি হয়েছি। এইবার ওঁর লাস্ট অ্যাকশন দেখতে চাই।

গৌতম কুমার শর্মা
পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম।

প্রথমেই আমি আপনার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি। কারণ "বিষ-নিঃশ্বাস-১" পড়ে আপনার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে মনে মনে (লেখার অযোগ্য) যা বলেছিলাম তার তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

প্রথমে ভেবেছিলাম যে মাসুদ রানা আর পড়বই না। কিন্তু যেই শুনলাম যে "বিষ-নিঃশ্বাস-২" বেরিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে ছুট। বইটি এই-মাত্র পড়ে উঠলাম। বইটির ঘটনাপ্রবাহ এত চলমান যে এটা যে নিছক একটা গল্প বা কাহিনী তা আমার আদৌ মনে হয়নি। এজন্য আপনাকে ধন্যবাদ, আশা করি আপনি এরকম আরো কয়েকটি বই উপহার দেবেন।

মোঃ হাবিবুল ইসলাম।
বাজার রোড, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম

অনেকদিন পরে হলেও ড্রাকুলা ১ ও ২ পড়লাম। পড়ে সে রাত্রে ঘুমাতে পারিনি। বিংশ শতাব্দীর ক্রান্তিলগ্নে এসে বর্তমান বিশ্বের বিজ্ঞানীরা কি এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে বলে বিশ্বাস করেন? রকিব হাসানকে ধন্যবাদ জানাবেন।

o 'ভয় ভয়' মজা পাওয়ার জন্যেই এসব গল্প লেখা বা পড়া। যাঁরা বিশ্বাস করেন না, তাঁরাও বিশ্বাসের ভান করে প্রচুর আনন্দ লাভ করতে পারেন। আপনার ধন্যবাদ পৌঁছে দিলাম।

পাপিয়া নাজনীন (পিয়া)
৩০০/বি খিলগাঁও, তালতলা, ঢাকা-১৯।

সত্যিকথা বলতে কি, কাজীদা, আমি যে তোমার লেখার এত ভক্ত হয়ে যাব তা কোনদিন কল্পনাও করতে পারিনি। অনেকদিন থেকেই 'মাসুদ রানা' সিরিজের জনপ্রিয়তার কথা শুনে আসছি কিন্তু পড়ার কোন উৎসাহ বোধ করিনি। এস. এস. সি. পরীক্ষার পর কলেজে ঢুকে বান্ধবীদের কাছে নতুন করে রানা সিরিজের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনে আর কিছুতেই নিজেকে স্থির রাখতে পারলাম না। নিতান্তই কৌতূহলের বশেই তাদের কাছ থেকে কয়েকটা বই নিয়ে পড়তে শুরু করলাম। ব্যস্

আর যাই কোথায়, পড়ে গেলাম তোমার ফাঁদে। আর তার সাথে বাড়ির সবাইকে তোমার ফাঁদে টেনে আনলাম। এখন আমার সাথে সাথে বাড়ির সবাই রানা সিরিজের এতই ভক্ত হয়ে পড়েছে যে একটা বই পেলে কার আগে কে পড়বে এই নিয়ে লঙ্কাকাণ্ড বেধে যায়। এক-জন পড়তে বসলো তো আরেকজনকে বসে বসে প্রহর গুণতে হয়। তোমার লেখনীতে যে এত যাদু আছে তা কি আগে জানতাম!

মনজুরুল আজিম (পলাশ)

ঝাউতলা, কুমিল্লা।

"কাজীদা",

সদ্য প্রকাশিত মাসুদ রানা "বিষ নিঃশ্বাস" ১, ২ পড়লাম, দারুণ লিখেছেন। সবটা বই রোমাঞ্চে ভরা যা আমাদের মাসুদ রানা "ভক্ত" করেছে। ধন্যবাদ দিয়ে আপনাকে খাটো করতে চাই না। আমার আন্তরিক প্রাণঢালা শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

০ ধন্যবাদ।

বকুল,

১১৪/১ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, রাজশাহী।

টার্গেট নাইন ১ ও ২ পড়লাম। খুব ভাল লেগেছে। "বিষ নিঃ-শ্বাস-১" ভাল লেগেছে, তবে তাড়াহুড়া করে শেষ করেছেন। স্পাই রানার চেয়ে মাস্তান ডিউকই আমার কাছে বেশী কাম্য। কাজীদা রানাকে ডিউক হিসেবে নিয়ে যান আরো দুতিনটা বই এ। ধন্যবাদ।

মোঃ আসাদুজ্জামান (বদির),

আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

কাজীদা, ১৯৮১ সালের মধ্যে মাসুদ রানার শততম সিরিজের প্রকাশ দেখতে চাই। আশা করি আমরা হতাশ হব না।

o দুঃখিত। সম্ভব নয়।

সোনি ও জিনি,
মাইজদী, নোয়াখালী।

কাজীদা, তুমি মানুষ নাকি কম্পিউটার?

o সত্যিই তো! আমি কি??

এনামুল হক চৌধুরী
সুবিদ বাজার, সিলেট

আচ্ছা…কুইনছেন দেহি কুন্ কাজী কাজী না

o পারলাম না। আপনিই বলুন।

জিল্লু
বালুচর, সিলেট।

সবসময় উপন্যাস ও গল্পের বই পড়াটাকেই উত্তম বলে মনে করতাম। এবং এই সম্পর্কিত অনেক বইও পড়েছি। আর হয়তো তাইই রহস্যোপন্যাসকে অবজ্ঞার চোখে দেখেছি বার বার। কিন্তু কখনও তো ভাবতাম না যে সাহিত্যের কত বড় একটা অংশকেই আমি অবহেলা করছিলাম। অবশেষে এক বন্ধুর কথায় আগ্রহী হয়ে প্রবেশ করলাম আপনার সৃষ্ট রহস্যোপন্যাসের রসঘন বিরাট সাগরে। সত্যিই এই সাগরের 'লাল, নীল, সাদা' পানির স্নিগ্ধতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। ধন্যবাদ রহস্যোপন্যাসের মহান নায়ক কাজী আনোয়ার হোসেন—আপনাকে।

o আপনাকেও ধন্যবাদ।

রেজাউল করিম (খোকন),
লোকপ্রশাসন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

বিষ নিঃশ্বাস (১ ও ২) পড়লাম। দারুণ লেগেছে। ইস্ কতদিন

পর বাংলাদেশের পটভূমিতে মাসুদ রানা লিখলেন। রানাকে অনেক দিন পর বাংলাদেশে দেখে খুব ভাল্লাগছে। বিষ নিঃশ্বাস পড়তে গিয়ে মাঝে মাঝে সত্যি সত্যি নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম্ হয়েছিল। রুদ্ধ-শ্বাসে শেষ করেছি বই দুটো। ধন্যবাদ আপনাকে। কাজীদা, রানার আশ্চর্য নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দেখে থমকে গেছি। শিবানীর মতো একটা মেয়ের এত আমন্ত্রণ কেমন ভাবে উপেক্ষা করে যেতে পারলো ভাবতে ভাবতে অবাক হয়ে গেছি। আচ্ছা, রূপার মতলবটা কি জানতে পারি ? সোহানার জায়গাটা দখলের ইচ্ছে আছে নাকি মেয়েটার ?

০ মেয়েদের মন, কি করে বলি বলুন ?

গুল্লু,
ভাওয়াল কলেজ, চৌরাস্তা, ঢাকা।

ভিন গ্রহের মানুষ (রহস্য) বইটি উপহার দিয়ে সেবা আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের পরিধিকে আরও বিস্তৃত করেছে। রোমাঞ্চ আর শিহরণ-মূলক বইয়ের মাঝে তথ্য-সমৃদ্ধ বিজ্ঞানভিত্তিক বই উপহার দেওয়ার জন্য রকিব হাসানকে ধন্যবাদ জানাবেন। অবশ্যই জানাবেন।

০ আচ্ছা।

কাসেম আলি মিদ্দা,
মহেশ পুকুর, ঘশালাটি, ২৪ পরগনা,
পঃ বাংলা, ভারত।

আমি একজন ভারতীয়। আমার বন্ধু হারুন রশিদ (রানা) বি. কে. রায় রোড, খুলনা, বাংলাদেশে থাকেন।

আপনার লেখা মাসুদ রানা সিরিজের বইগুলি বন্ধুর কাছ থেকে পেয়ে থাকি।

পালাবে কোথায়- ২ পড়ে, টার্গেট নাইন ১-২ এবং বিষ-নিঃশ্বাস

পড়তে ইচ্ছে করছে না।

কারণ – মিস সোহানার উপর অবিচার বলতে পারেন। আশা করি মিস সোহানাকে বাঁচিয়ে রাখবেন।

প্রচ্ছদ-এর জন্যে শাহাদত চৌধুরী সাহেবকে ধন্যবাদ জানাবেন।

০ জানিয়ে দিলাম।

আবু মাহ্‌মুদ ইলিয়াছ (অলিভ),
পুর্ব মাদার বাড়ী, চট্টগ্রাম।

ছোট বেলা থেকে শুনে ও পড়ে আসছি ৮টা থেকে ৮-৩০ মিনিট পর্যন্ত খানাকে "ডিনার" বলা হয়। কিন্তু 'গড ফাদারের' (শেষ পর্ব) ১২৪ পৃষ্টায় ২০ নম্বর লাইনে পরিষ্কার লেখা আছে - "রাত বারটায় মাইকেলের স্যুটে 'ডিনার' খেতে বসলো ওরা। শেখ আবদুল হাকিম এবারও প্রমাণ করলেন তিনি একজন দারুণ ঔপন্যাসিক। দয়া করে ওনাকে আমার ধন্যবাদ পৌঁছিয়ে দিবেন। উপন্যাসের সাথে মিল রেখে সুন্দর প্রচ্ছদ পরিকল্পনা করার জন্য শাহাদত চৌধুরীর জন্য রইলো ধন্য…।

০ বেশ কয়েকটা দেশে দুপুরের খাওয়াটাকেও ডিনার খাওয়া বলে। আঃ মান্নান
আলীনগর, রাজশাহী।

বিশ্বাস করেন কাজীদা,

রানাকে বার বার দেশের বাইরে মিশন নিয়ে পাঠানর জন্য আমি মনে মনে আপনার উপর ক্ষেপে গেছিলাম। বিষ নিঃশ্বাসে রানাকে দেশের অভ্যন্তরে কাজে লাগানর জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। বিষ-নিঃশ্বাস খু-উ-ব ভাল লেগেছে।

০ ধন্যবাদ।

প্রেতাত্মা-১

কলোরাডোর পার্বত্য অঞ্চলে টেবল লেকের
গভীর পানির নিচে ছাব্বিশ বছর ধরে
শুয়ে আছে এক বিশাল প্লেন।

সামান্য এক সূত্র ধরে কয়েক পা এগিয়েই
প্লেনটা আবিষ্কার করে ফেলল কৌতূহলী রানা।

স্ট্রাটোক্রুজারে থাকার কথা চারজনের
কঙ্কাল, কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে পাঁচটি।
পঞ্চম কঙ্কালটির গায়ে এখনও মাংস
লেগে রয়েছে কেন? তবে কি অনেক পরে মারা
গিয়েছে লোকটা? নাকি কেউ মেরে
রেখে এসেছে ওখানে?

ভয়ঙ্করদর্শন কামানের গোলাগুলো সব ঠিক আছে
তো? নাকি চুরি গেছে এক আধটা?
কেউ জানে না। কী মারাত্মক বিপদ ঘনিয়ে
এসেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

দশ টাকা

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী